গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ

বাংলাদেশ মডেল

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ

বাংলাদেশ মডেল

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ : বাংলাদেশ মডেল

সম্পাদনা ও প্রকাশনা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

কারিগরি সহযোগিতায়

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং এটুআই প্রোগ্রাম।

মুদ্রণে

বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
৮১, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কপিরাইট : গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে টেকসই উন্নয়নের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর পর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ তা হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণের যে মহাপরিকল্পনা আমাদের সরকার গ্রহণ করেছে, জাতিসংঘ ঘোষিত বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ এর প্রতিটি বিষয়ই এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যে সকল দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সে সকল পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্যেই এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তবুও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাগুলো আরও নিবিড়ভাবে অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের প্রান্তিক ও দরিদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি উপযুক্ত নীতি কাঠামো প্রণয়ন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যেই আমাদের সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন নীতিমালাসহ প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এসডিজি স্থানীয়করণেও স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট স্থানীয় জনগণ ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে এসডিজি স্থানীয়করণে যে ৩৯+১ মডেল প্রণয়ন করেছে, তা এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, জিআইইউ এসডিজি অর্জনে নতুন নতুন কর্মকৌশল প্রণয়নে তাদের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রয়োগ করবে এবং রূপকল্প ২০৪১ ও বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ'।

আমি 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

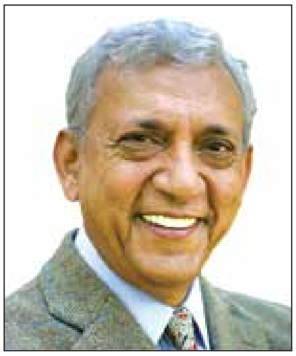

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
ও ইউনিট প্রধান, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ইতোমধ্যে এসডিজি অর্জনে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি অর্জন করেছি যা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' প্রদান করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্যে শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অনবদ্য অবদানের জন্য এ পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি অনন্য অর্জন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট জন্মলগ্ন থেকেই পাবলিক সেক্টরের সুশাসন ও ইনোভেশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সূচনালগ্ন থেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে জিআইইউ সম্পৃক্ত আছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার নিরিখে এসডিজি'র লক্ষ্য ও সূচকসমূহের জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের মতো কাজগুলো জিআইইউ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে। তবে, এসডিজি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যেমন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োজন, তেমনি স্থানীয় জনসাধারণ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সরাসরি অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপর্যুক্ত বাস্তবতার নিরিখে জিআইইউ জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করার পর স্থানীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত ১টি সূচক নির্ধারণের প্রস্তাব রেখে স্থানীয়করণের ৩৯+১ মডেল প্রস্তাব করে যা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতীয় ৩৯ অগ্রাধিকার সূচকের আলোকেই বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

এসডিজি হলো একটি 'Whole of Society Approach'। এ প্রক্রিয়ায় সমাজের সকল অংশীজনকে যেমন সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন, তেমনি স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩৯+১ মডেলের আওতায় +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে জিআইইউ স্থানীয় জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, মিডিয়ার প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করে 'Whole of Society Approach' এর যে উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আমি আশা করি, সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এসডিজি স্থানীয় সূচক বাংলাদেশের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উদ্যোগে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে এসডিজি স্থানীয়করণে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমার প্রত্যাশা, জিআইইউ এ ধরনের বাস্তবমুখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম চলমান রাখবে। আমি জিআইইউ টিমসহ এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(ড. গওহর রিজভী)

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় এই বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করেছে। এজন্য বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করেছে।

এসডিজি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক অবস্থা, চাহিদা, অগ্রাধিকার, সম্পদের প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়িক ও মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের যে কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তা এসডিজি স্থানীয়করণে একটি সর্বজনীন আদর্শ এসডিজি স্থানীয়করণ মডেল হতে পারে। তবে, একটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত না করে সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার অথবা অভীষ্টভিত্তিক অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে তা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা গেলে তা অধিকতর সর্বজনীন এসডিজি স্থানীয়করণ মডেল হতে পারে।

'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনে যেমন দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, জাতিসংঘ 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এর মাধ্যমে তেমনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার করেছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল' প্রণয়ন করেছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের এসডিজি স্থানীয়করণের এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি প্রশংসার দাবি রাখে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উদ্যোগে প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রকাশনাটি সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া)

মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বে একমাত্র সরকার-প্রধান যিনি 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' এবং 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' স্বাক্ষর করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সাফল্যের সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অধিক সংখ্যক লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমরা 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জনে বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে এসডিজি ঘোষণার পর হতেই বাংলাদেশ যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ, জাতীয় একশন প্ল্যান তৈরি, অর্থায়ন কৌশলসহ ব্যাপকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ এসডিজি'র বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ইতিবাচক পথে রয়েছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যেটি আসলে এসডিজি-১ এবং এসডিজি-২ এর মূল বিষয়বস্তু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে জনগণ, এসডিজি'রও তাই। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসডিজিতে যে কাঠামো প্রদান করা হয়েছে, সেটি সরকার তার নিজস্ব উন্নয়ন এজেন্ডাতে সম্পৃক্ত করেছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক অঙ্গীকারও পূরণ করা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আকাঙ্খা পূরণে সরকার ইতোমধ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দুর্গম এলাকায় ও বিপন্ন অবস্থায় বসবাসকারীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

২০১৫ থেকে ২০২০ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এসডিজি অগ্রগতি করেছে এরূপ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে বিধায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেকসই উন্নয়নের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'SDG Progress Award' প্রদান করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পায়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) সূচনালগ্ন থেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য করে এসডিজি'র বৈশ্বিক সূচকগুলোকে সুবিন্যাস্ত করা এবং দেশীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার কাজে জিআইইউ'র ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। জিআইইউ'র নেতৃত্বে এসডিজি'র ৩৯টি জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণান্তে প্রস্তাবিত ৩৯+১ মডেল মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত মডেলের আলোকে জিআইইউ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে চিহ্নিত ৩৯+১ সূচক সমন্বিত করে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' এর মূলমন্ত্র হল 'Leave no one behind' তথা সকলকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এসডিজি স্থানীয়করণের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। স্থানীয় মৌলিক সমস্যা, চাহিদা, সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং তদানুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ফলে একদিকে যেমন উন্নয়নের গতিধারা বেগবান হবে অন্যদিকে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজতর হবে। জিআইইউ কর্তৃক এসডিজি স্থানীয়করণে প্রণীত ৩৯+১ মডেল এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। এসডিজি স্থানীয়করণে প্রস্তাবিত এ মডেলের উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা সহজ হবে।

সময়োপযোগী এ প্রকাশনাটি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করবে। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(জুয়েনা আজিজ)

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিলো ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য প্রদান করে, তিনি গৃহহীন ও ভূমিহীন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সমাজের দরিদ্র ও ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' এর মূলমন্ত্র 'Leave no one behind' এর মাধ্যমে। ফলে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট তথা এজেন্ডা-২০৩০ এর অভীষ্টসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের অর্জন ইতোমধ্যে বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগণ এবং স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে এসডিজি'র স্থানীয় অগ্রাধিকার উন্নয়ন সূচক চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কাজ।

এসডিজি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং বাংলাদেশের জন্য সূচকসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণে জিআইইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জেনে আমি আনন্দিত। অগ্রাধিকার নির্ধারণে ৩৯+১ মডেল একটি অত্যন্ত চমৎকার স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ধারণা। জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ধারণার পাশাপাশি প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত একটি করে সূচক, স্থানীয়করণের ধারণাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। কেননা এই +১ সূচকটি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বাস্তবতা, সম্ভাবনা ও চাহিদার বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে, এই প্রকাশনায় তুলে নিয়ে এসেছে স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলোকে। এই ধারণাটির বিকাশ ও বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) কর্তৃক 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে অভিনন্দন। মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ থেকে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথযাত্রায় জিআইইউ ধারাবাহিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করি। আমি এই ইউনিটের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন)

মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মুখবন্ধ

একটি সুখী-সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ শুরু থেকেই বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে যে সকল দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছেন, তার সবকিছুই যেন জাতিসংঘ ঘোষিত বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডায় রয়েছে।

এ বৈশ্বিক এজেন্ডা প্রণয়নে বাংলাদেশ ১১টি অভীষ্ট প্রস্তাব করেছিল যার মধ্যে ১০টি অভীষ্ট হুবহু এবং ১টি অভীষ্ট অন্যান্য অভীষ্টের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক উক্ত উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩১টি সূচক নির্ধারণ করা হয়। ঘোষণার পর হতেই বাংলাদেশ মাননীয় প্রধামন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ এবং এর আলোকে জাতীয় একশন প্ল্যান তৈরি, এসডিজি'র অগ্রগতি পরিমাপের জন্য Data Gap Analysis, এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং একটি SDG Tracker চালুকরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণসহ এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এসডিজি'র বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) শুরু থেকেই এসডিজি'র বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত আছে এবং বিভিন্ন প্রকার উদ্ভাবনী ধারণার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও যেমন সকল লক্ষ্যমাত্রা একসাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তেমনি স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য/ সূচকের অগ্রাধিকার নির্ধারণও অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জিআইইউ স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় প্রথমেই এসডিজি'র বৈশ্বিক সূচকগুলো হতে বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের আওতায় বাংলাদেশের জন্য ৩৯টি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত উক্ত ৩৯টি সূচক এবং স্থানীয় পর্যায়ে আরো একটি অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যসহ স্থানীয়করণের ৩৯+১ মডেল এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় যেখানে ৩৯ জাতীয় অগ্রাধিকার এবং +১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের একটি অতিরিক্ত সূচক। উল্লেখ্য যে, এসডিজি'র বৈশ্বিক ২৩১টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য চিহ্নিত ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকই হলো আন্তর্জাতিক সূচকের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য স্থানীয়করণের প্রথম ধাপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। উক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে গৃহহীন, ভূমিহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র মানুষ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন এজেন্ডাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক। ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্তি, জীবনমান উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য কমানো উক্ত উন্নয়ন এজেন্ডার মূল প্রতিপাদ্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এসডিজি ২০৩০ হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের একটি অনুষঙ্গ। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য হলো সবার জন্য উন্নয়ন। এ মূলনীতির আলোকে এসডিজি'র স্থানীয়করণ আরো প্রাসঙ্গিক। স্থানীয়করণের মাধ্যমেই স্থানীয় জনসাধারণকে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এসডিজি স্থানীয়করণের উক্ত নীতির আলোকে জিআইইউ প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে +১ স্থানীয় পর্যায়ের একটি অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে।

জিআইইউ ২০১৮-২০২১ সময়ে সারাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা হতে +১ স্থানীয় পর্যায়ের একটি অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন করে। স্থানীয়করণের এ প্রক্রিয়া জাতীয় ৩৯ অগ্রাধিকার সূচকের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের +১ একটি অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণের আওতায় জেলা পর্যায়ে মোট ৬৪টি এবং উপজেলা পর্যায় হতে ৪৯২টি সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চিহ্নিত অতিরিক্ত সূচকসমূহ পরিমিত ও পরিমাপযোগ্য করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং Aspire to Innovate (a2i) প্রোগ্রাম জিআইইউকে সহায়তা করে।

২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে জাতীয় অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ হয় এবং ২০২০ সালে তা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। অতঃপর ২০২০ সালে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৩৯+১ মডেলের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা ও উপজেলার +১ অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু করোনার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা-উপজেলায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে অতিরিক্ত সূচক চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রাপ্ত সূচকসমূহ প্রমিতকরণ ও পরিমাপযোগ্য করার কাজও যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশও যথাসময়ে সম্ভব হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শুভেচ্ছা বাণীর মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যবান বক্তব্য জিআইইউকে আরো বেশি উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের পক্ষ হতে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত 'স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন' শীর্ষক কর্মশালার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকাশনাকে পরিমিত ও সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Aspire to Innovate (a2i) প্রোগ্রাম, এসডিজি ওয়ার্কিং টিমের সদস্যবৃন্দ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্মসচিব (এসডিজি বিষয়ক) জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম-কে জিআইইউ-এর পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ প্রকাশনাটি প্রণয়ন ও প্রকাশযোগ্য করার কাজে সংশ্লিষ্ট জিআইইউ-এর সকল কর্মকর্তাকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাদের কঠোর পরিশ্রম ও অবদানে প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়েছে। পরিশেষে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল প্রণয়ন এবং এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ)

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ১৭-১৯

প্রথম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০: প্রসঙ্গ কথা

১.১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর প্রেক্ষাপট ২০

১.২. এক নজরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর অভীষ্টসমূহ ২১

১.৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং বাংলাদেশ ২২-২৪

১.৪. এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ২৪-২৬

১.৫. এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বাংলাদেশের অর্জন ২৭-২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ স্থানীয়করণ

২.১. এসডিজি স্থানীয়করণ ৩০

২.২. এসডিজি স্থানীয়করণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩১

২.৩. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ ভাবনা ৩১-৩২

২.৪. এসডিজি স্থানীয়করণে চ্যালেঞ্জ ৩২

২.৫. এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ বাংলাদেশ মডেল ৩২-৩৩

২.৬. এসডিজি স্থানীয়করণে ‘জেলা মডেল’ ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ অগ্রাধিকার সূচক: বাংলাদেশ মডেল

৩.১. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের পটভূমি ৩৪-৩৫

৩.২. এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল ৩৫

৩.৩. জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ মডেল প্রণয়ন ৩৫

৩.৪. চিহ্নিত ৩৯ জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৩৬-৩৮

৩.৫. জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় চিহ্নিত নতুন সূচকসমূহ: একটি পর্যালোচনা ৩৮-৪১

চতুর্থ অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে স্থানীয় পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ

৪.১. স্থানীয় পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের পটভূমি ৪২

৪.২. স্থানীয় পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ৪২-৪৩

৪.৩. বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৪৪

৪.৪. উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৪৪-৪৫

৪.৫. উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৪৬-৭৬

৪.৬. জেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৭৬-৭৭

৪.৭. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৭৭-৭৯

৪.৮. জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ চূড়ান্তকরণ ৭৯-৮১

পঞ্চম অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহের একটি সার্বিক পর্যালোচনা

৫.১. জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৮২-৮৪

৫.২. জেলা +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক ৮৫-৮৬

৫.৩. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত নতুন অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৮৭-৮৯

৫.৪. জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানকারী থিমেটিক বিষয়সমূহ ৮৯

৫.৫. বাংলাদেশ মডেলের উপজেলা পর্যায়ের +১ স্থানীয় অগ্রধিকার সূচক ৮৯-৯৩

৫.৬. উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত নতুন অগ্রাধিকার সূচকসমূহ ৯৪-৯৫

৫.৭. জেলা সূচকের সাথে উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা ৯৫-৯৬

৫.৮. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকের ভিন্নতা ৯৬

৫.৯. নতুন অগ্রাধিকার সূচক: জাতীয়, জেলা এবং উপজেলার তুলনামূলক চিত্র ৯৬

৫.১০. অগ্রাধিকার সূচকের তুলনামূলক থিমেটিক প্রাধান্য ৯৭

৫.১১. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের সীমাবদ্ধতা ৯৭

৫.১২. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়নে সুপারিশ ৯৭-৯৮

৫.১৩. উপসংহার ৯৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: অভীষ্টভিত্তিক জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক ৯৯-১০০

পরিশিষ্ট-২: অভীষ্টভিত্তিক জেলা অগ্রাধিকার সূচক ১০১-১০৪

পরিশিষ্ট-৩: অভীষ্টভিত্তিক উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক ১০৫-১৩০

পরিশিষ্ট-৪: এসডিজি বাস্তবায়নে গঠিত কমিটিসমূহ ১৩১-১৪২

পরিশিষ্ট-৫: আলোকচিত্রে এসডিজি স্থানীয়করণ ১৪৩-১৬৩

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ বা Sustainable Development Goals (SDG) ২০৩০ হলো জাতিসংঘ ঘোষিত একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যা বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার অভিপ্রায়ে প্রণীত হয়েছে। "Leave No One Behind"-এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্ব ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক এজেন্ডা ২০৩০ গৃহীত হয়। এতে দারিদ্র্য নির্মূল, ক্ষুধা মুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন, অসমতা দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলা করা- ইত্যাদি অর্জনে ১৭টি অভীষ্ট এবং উক্ত ১৭টি অভীষ্ট অর্জনে ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে শুরু থেকেই ব্যাপকভিত্তিক কর্মকৌশল গ্রহণ করে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এসডিজি অগ্রগতি পরিমাপের জন্য বাংলাদেশের পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাব ছিল। সে কারণে প্রথমেই বাংলাদেশ এসডিজি'র অগ্রগতি পরিমাপে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য Data Gap Analysis করে এবং প্রয়োজনীয় ডাটা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে, SDG Tracker চালু করে এবং অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করে। তাছাড়া, এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ, পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়নের জন্য ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের পদ সৃজন করা হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে এসডিজি'র অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি নিয়মিত সভার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাছাড়া, বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে দুই বছর পর পর স্বেচ্ছাধীন এসডিজি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে। এসডিজি'র অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ২০১৭ এবং ২০২০ সালে দুটি Voluntary National Review (VNR) প্রকাশ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২০১৮ এবং ২০২২ সালে দুটি জাতীয় সম্মেলন (ন্যাশনাল কনফারেন্স অন এসডিজি ইমপিমেন্টেশন রিভিউ) সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে ২০১৮ ও ২০২০ সালে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ Whole-of-Society Approach গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় রেখে দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০) এবং চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি'র অন্তর্নিহিত বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এসডিজি'র অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের প্রতিনিধি নিয়ে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও, আইএনজিও, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন অংশীদার, বেসরকারি খাত, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

এজেন্ডা ২০৩০ একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা যার অধিকাংশই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্য/সূচকসমূহকে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি'র স্থানীয়করণ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: ক) স্থানীয় সরকার সমূহের এসডিজি বাস্তবায়নে ভূমিকা এবং খ) এসডিজি'র আলোকে স্থানীয় উন্নয়ন নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা। উল্লিখিত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে স্থানীয়করণের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইতোমধ্যে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং ভারতের মতো অনেক এশিয়ান দেশ তাদের এসডিজি-সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তৈরি করেছে। বাংলাদেশও নিজস্ব প্রেক্ষাপট ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় স্থানীয়করণের উপর গুরুত্বারোপ করে। এ ধারাবাহিকতায় সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে এসডিজি সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করে। অগ্রাধিকার

সূচকগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে সূচকসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে অন্যান্য সূচকসমূহও বাস্তবায়িত হয়। তাছাড়া, আঞ্চলিক পর্যায়ে (জেলা) এবং স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা) আরো একটি অতিরিক্ত অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা রেখে স্থানীয়করণের ৩৯+১ শীর্ষক একটি মডেল জিআইইউ কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়, যেখানে ৩৯ হলো জাতীয় অগ্রাধিকার এবং +১ হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত একটি অগ্রাধিকার। অর্থাৎ প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক হবে (৩৯+১)= ৪০টি। মডেলটি জাতীয় এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটিতে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়। অতঃপর তা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনান্তে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে তা অনুমোদিত হয়। স্থানীয়করণের এই ৩৯+১ মডেলটিকেই 'বাংলাদেশ মডেল' নামে প্রস্তাব করা হয়েছে। সূচকসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০২১ সময়ে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলায় কর্মশালা আয়োজন করে। অগ্রাধিকার সূচকসমূহ প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং Aspire to Innovate (a2i) প্রোগ্রাম সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে ৬৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯২টি স্থানীয় সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের সমতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের গতিধারা এবং সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা করলে চিহ্নিত অগ্রাধিকারসমূহ দেশের উন্নয়নে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। ৩৯টি জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে ১০টি অগ্রাধিকার সম্পূর্ণ নতুন যা বাংলাদেশের জাতীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

৬৪টি জেলার স্থানীয় সূচকসমূহের থিমেটিক গুচ্ছের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জেলাসমূহ টেকসই কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এর পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, গুণগত শিক্ষা এবং শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তব উন্নয়ন অবস্থা পর্যালোচনা করলে জেলাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে টেকসই কৃষি ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জেলা অগ্রাধিকারসমূহের মূল থিমেটিক বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে। জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত ৬৪টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ৩০টি সূচক সম্পূর্ণ নতুন, যা জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জেলা সংক্রান্ত জাতীয় তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চিহ্নিত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ জেলার বিদ্যমান প্রকৃত চ্যালেঞ্জকে অনেকাংশেই চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। অগ্রাধিকার সূচকের আলোকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা সহজতর হবে।

৪৯২টি উপজেলার স্থানীয় সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৮৪টি উপজেলা টেকসই কৃষির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ৭০টি উপজেলা শোভন কর্মসংস্থান, ৭০টি উপজেলা গুণগত শিক্ষা, ৪২টি উপজেলা নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা, ৩৭টি উপজেলা জলজ জীবন, ৩২টি উপজেলা সুস্বাস্থ্য এবং ২৪টি উপজেলা দারিদ্র্যের অবসানকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ৪৯২টি উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ১৭৫টি উপজেলার সূচকের সাথে জাতীয় সূচকের মিল রয়েছে, ১৮৪টি উপজেলার সূচকের সাথে বৈশ্বিক সূচকের মিল রয়েছে, ১৫১টি সূচক উভয় সূচকের সাথে মিল রয়েছে। অর্থাৎ মোট (১৭৫+১৮৪-১৫১=) ২০৮টি সূচকের সাথে জাতীয়/বৈশ্বিক সূচকের মিল রয়েছে। বাকি ২৮৪টি উপজেলার সূচক সম্পূর্ণ নতুন। সূচকসমূহ কোনো না কোনো বৈশ্বিক অভীষ্ট বা লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং নতুন সূচকসমূহ স্থানীয় প্রয়োজন ও বাস্তবতাকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে।

পর্যায়	মোট সূচক	নতুন সূচক	হার
জাতীয় পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সূচকের সংখ্যা	৩৯	১০	২৫%
জেলা পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সূচকের সংখ্যা	৬৪	৩০	৪৬%
উপজেলা পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সূচকের সংখ্যা	৪৯২	২৮৪	৫৭%

প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) সূচক নতুন, যা স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। জাতীয়, জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টেকসই কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সূচকের সংখ্যা বিবেচনায় অগ্রাধিকারের প্রাধান্যের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা এই তিন পর্যায়ে অগ্রাধিকারসমূহের মূল বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

অগ্রাধিকারের ক্রম	জাতীয় অগ্রাধিকার	জেলার অগ্রাধিকার	উপজেলার অগ্রাধিকার
১	শিক্ষা	টেকসই কৃষি	টেকসই কৃষি
২	স্বাস্থ্য	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন	শিক্ষা
৩	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	শিক্ষা	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪	নারী-পুরুষের সমতা	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন

সর্বোপরি, বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরভাবে অর্জনে স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত অগ্রাধিকার সূচকসমূহের গুরত্ব অপরিসীম। যেহেতু স্থানীয় অগ্রাধিকারসমূহ বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু স্থানীয় অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় নিয়ে যদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা যায় তবে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে।

প্রথম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০: প্রসঙ্গ কথা

১.১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর প্রেক্ষাপট

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ অর্জন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে ১৩৬তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি। জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতিসংঘে বংলাদেশের নেতৃত্বকে নতুন উচ্চতায় আসীন করেছেন। সারা বিশ্বে তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি একই সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর দলিলে নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত সাম্যের পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'। উক্ত কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশকে সুরক্ষিত এবং মানুষকে কেন্দ্র রেখে ধরিত্রীর সার্বিক টেকসই উন্নয়ন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs) ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর উন্মেষ ঘটেছে। উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অসম্পূর্ণতা মূল্যায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়। যদিও ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ দারিদ্র্য বিমোচন তথা চরম দারিদ্র্য নির্মূল এবং তাদের জনসংখ্যার জন্য মানসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, তথাপি বিশ্বব্যাপী অসম উন্নয়ন এবং দেশগুলোর মধ্যে গুরুতর বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার একটি বৃহৎ সংখ্যক দেশে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে আছে। দেশ এবং বৈশ্বিক উভয় স্তরেই এই অসম উন্নয়ন এবং বৈষম্যগুলো পর্যায়ক্রমিক এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি করছে, এই উপলব্ধি থেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয়েছে।

যদিও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট উভয়ই বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর প্রস্তাবনায় নতুন অনেক বিষয় সংযোজিত হয়েছে। প্রথমত, এমডিজি প্রাথমিকভাবে শুধু সামাজিক উন্নয়নের দিকগুলির উপর জোর দিয়েছিল, কিন্তু এসডিজি অনেক বিস্তৃত এজেন্ডাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়নের অন্য দুটি স্তম্ভকেও (অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত) প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয়ত, এমডিজি একগুচ্ছ দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট উন্নয়নের ধাপ নির্বিশেষে সব দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, এমডিজি ছিল একটি আমলাতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যেখানে কিছু লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ব্যতীত কোন দর্শন যুক্ত ছিল না। কিন্তু এসডিজি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে (পিকেএসএফ, ২০২১)।

মূলত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় যেসব অর্জন অধরা রয়ে গেছে, সেগুলো অর্জন করার নিমিত্তেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ধারণার সূচনা হয়। এমডিজির অসম্পূর্ণতা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে ২০১১-১২ সালেই জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবনা আহ্বান করে। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার থেকে একটি এবং বেসরকারি পর্যায়েও একটি প্রস্তাব দাখিল করা হয় (পিকেএসএফ, ২০২১)। ২০১২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য একটি নতুন লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে ব্যাপক আলোচনা এবং বিতর্কের ভিত্তিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ পর্যালোচনা করে টেকসই উন্নয়নের একটি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। বাংলাদেশও উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য ছিল। দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার পর টেকসই উন্নয়নের খসড়া প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয়।

টেকসই উন্নয়নের জন্য এজেন্ডা ২০৩০ এর উদ্বোধনী ঘোষণায় বিশ্বনেতারা ঘোষণা করেন: "এই মহান সম্মিলিত যাত্রা শুরু করার সময়ে, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, কাউকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখাই আমাদের মৌলিক দায়িত্ব, আমরা দেখতে চাই যে অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সকল জাতি ও জনগণ এবং সমাজের সকল অংশের জন্য সমভাবে অর্জিত হয়েছে এবং সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আমরা প্রথমে পৌঁছানোর চেষ্টা করব"।

ফলশ্রুতিতে টেকসই অর্জনের পথে সমগ্র বিশ্বকে ধাবমান করার প্রয়াসে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের উপস্থিতিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ২০৩০ গ্রহণ করে। এটি এজেন্ডা ২০৩০ নামেও পরিচিত। এসডিজিসমূহ তিনটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করে- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত, যাতে উন্নয়ন টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সামগ্রিক হয়।

১.২. এক নজরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর অভীষ্টসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার কেন্দ্রে রয়েছে কাউকে পিছনে ফেলে না রাখার নীতি। মানুষ (people), সমৃদ্ধি (prosperity), গ্রহ (planet), অংশীদারিত্ব (partnership) এবং শান্তি (peace)-এই ৫টি হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট তথা এজেন্ডা-২০৩০ এর মূল ফোকাস। ২০০০-২০১৫ সালে বাস্তবায়িত হওয়া পূর্বের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বিপরীতে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধা দূরীকরণ, সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং সর্বত্র সমতা প্রতিষ্ঠার এক মহান দলিল। উক্ত পাঁচটি ফোকাসের আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অভীষ্টগুলো নিম্নরূপে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

ক্রমিক নং	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	বৈশিষ্ট্য
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন	মানুষ, পৃথিবী
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	মানুষ, সমৃদ্ধি
৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান	মানুষ
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ আবারিতকরণ	মানুষ, সমৃদ্ধি
৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন	মানুষ, অংশীদারিত্ব
৬	সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	মানুষ, সমৃদ্ধি
৭	সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
৮	স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল চাকরি এবং সবার জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা	মানুষ, সমৃদ্ধি
৯	অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের সম্প্রসারণ এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
১০	দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমানো	শান্তি, অংশীদারিত্ব
১১	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা	পৃথিবী, মানুষ
১২	টেকসই উৎপাদন ধারা ও পরিমিত ভোগ নিশ্চিতকরণ	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
১৪	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
১৫	স্থলজ বাস্ততন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা দান, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ	পৃথিবী, সমৃদ্ধি
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	শান্তি, অংশীদারিত্ব
১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ	অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এর অভীষ্টগুলো একে অপরের সাথে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি পরস্পর নির্ভরশীল। যেকোনো একটি অভীষ্টের বাস্তবায়ন অন্য এক বা একধিক অভীষ্টকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। কোন অভীষ্টই এককভাবে এবং আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আবার কোন অভীষ্টকে আলাদা করে রাখাও সম্ভব নয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভীষ্ট-১ এর সাথে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভীষ্টের আন্তঃসংযোগ রয়েছে। অভীষ্ট-১ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করলে তা অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য, অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা, অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা, অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা, এবং অসমতা দূরীকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে, আর পরোক্ষভাবে অধিকাংশ অভীষ্টকে প্রভাবিত করে। তেমনি অন্যান্য সকল অভীষ্টেরই অন্য এক বা একাধিক অভীষ্টের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

১.৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং বাংলাদেশ

টেকসই উন্নয়ন ভাবনা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক ভাবনায় ছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান প্রণীত হয় সেখানে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, বিশ্ব শান্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সাম্যবাদ তথা অর্থনৈতিক সমতা এবং শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন রয়েছে। প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে'। অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে জাতির পিতা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন সে বিষয়গুলো বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি ও সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থাপনা, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শহর ও গ্রামের মানুষের জীবন মানের বৈষম্য দূরীকরণ, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিকরণ, নাগরিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চতকরণ, নাগরিকের মানবাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে যেসকল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, সেগুলো পর্যালোচনা করলেও তাঁর উন্নয়ন দর্শন অনুধাবন করা যায়। তিনি তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক সমবায়কে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালীন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অবকাঠামো, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর কল্যাণ, বিদ্যুৎ, পানিসম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ অর্থনীতি, মৎস্য চাষ ও পশুপালন, এবং শিল্পায়নের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে দ্রুত সফলতা পেতে শুরু করে। ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে যেখানে ৯৪ ডলার ছিল, সেখানে ১৯৭৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৮ ডলারে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান এবং পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় বর্তমানের টেকসই উন্নয়নের প্রায় সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সকল মৌলিক বিষয়সমূহ আমাদের সংবিধানে এর জন্মলগ্ন থেকেই সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম যে বক্তব্য প্রদান করেন তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল বিশ্বশান্তি ও উন্নয়ন। তাঁর বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, "এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে।"। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এসডিজি'র প্রত্যেকটি লক্ষ্য বা অভীষ্টের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ (এসডিজি ১), ক্ষুধা থেকে মুক্তি (এসডিজি ২), বৈষম্য হ্রাস (এসডিজি ১০), সুস্বাস্থ্য (এসডিজি ৩), শিক্ষা (এসডিজি ৪), বেকার সমস্যার সমাধান (এসডিজি ৮), ন্যায়-সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা (এসডিজি ১৬), প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা (এসডিজি ১, ১১, ১৩) এবং সমস্যা সমাধানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার (এসডিজি ১৭) উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী রাজনৈতিক দর্শনের ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, বৈশ্বিক উন্নয়নে যে দুটি সমন্বিত বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে তার প্রতিটিতেই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার উন্নয়ন দর্শনের আলোকে তাঁর উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনা সাজিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন। আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের আদর্শ মডেল। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ দৃশ্যমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর উন্নয়ন দর্শনে যুক্ত করেছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনা এবং নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত বিশেষ বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সকলকে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও তাদের মাঝে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই হল শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূলমন্ত্র। তিনি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেলের আওতায় তিনি যেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি

জোর দিয়েছেন তেমনি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্ব প্রদান করেছেন। গতানুগতিক উন্নয়ন মডেলের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে যুক্ত করে চলেছেন বিশেষ বিশেষ উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ। এসকল উদ্যোগ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। জনমানুষের কল্যাণ ও বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রসূত এসকল উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তিনি গ্রহণ করেছেন বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও কর্মসূচি। সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণসহ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রায় ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছেন। ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করাসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করার জন্য তিনি গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটিসহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়নসহ ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। হাতের নাগালে ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার'। নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগের ফলে নারী উন্নয়ন বিশেষত নারী শিক্ষাসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনায় World Economic Forum এর Gender Gap Index প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১ তম এবং ২০২২ সালে তা উন্নীত হয়ে ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১ তম অবস্থানে এসেছে। এ অবস্থান সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষ। এ প্রতিবেদনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে ৭ম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বেদে সমাজ, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, অটিস্টিক শিশু ও জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণ করেছেন বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম। তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা করা হচ্ছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে সামাজিক পরিচয় ও মর্যাদাসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেলের আওতায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে ও উন্নয়নে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। সড়ক-রেল-নৌপথের অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিল্প ও বাণিজ্যে, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষকে ডিজিটালি সংযুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসকল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর যেসকল অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তার সকল উপাদানই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যমান। তাই এসডিজিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশকে তেমন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে, অর্থায়ন চ্যালেঞ্জ ও ডেটা গ্যাপ ছিল এবং আছে। ফলে বাংলাদেশ হতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রণয়নে যেসকল প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছিল তার সকল প্রস্তাবনাই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এমডিজি) ২০০০ অর্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। এমডিজি'র ৮টি অভীষ্ট ও ২১টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাংলাদেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন করে, যেমন: মাথা-গুণতি দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের ব্যবধানের অনুপাত হ্রাস করা, কম ওজনের শিশুদের সংখ্যা হ্রাস করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধের প্রাপ্যতা-সহ এইচআইভি সংক্রমণ কমানো, মশারির নিচে শিশুদের ঘুমানো, ডটস এর অধীনে যক্ষ্মা রোগ চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়ের হার। এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার এবং মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমানো, টিকাদানের আওতা বৃদ্ধি করা এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দর্শনে এসডিজি'র বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং শান্তি-কেন্দ্রিক

উন্নয়ন মডেল' শিরোনামে একটি নতুন শান্তি মডেল উপস্থাপন করেন। উন্নয়নের মৌলিক উপকরণ হিসেবে টেকসই গণতন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করে তিনি ছয়টি পারস্পরিকভাবে শক্তিশালী শান্তিগুণক উপস্থাপন করেন, যথা: (ক) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ, (খ) বৈষম্য হ্রাস, (গ) বঞ্চনা প্রশমন, (ঘ) বাদ পড়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি, (ঙ) মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, এবং (চ) সন্ত্রাস নির্মূল। পরবর্তীতে জাতিসংঘের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটি রেজুলেশন হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিভাগে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শনের আদলে গৃহীত রেজুলেশনটির সকল বিষয়ই এসডিজিতে বিদ্যমান রয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সফলতার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ এসডিজি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। এজেন্ডা-২০৩০ এর অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক নির্ধারণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমডিজির অসম্পূর্ণতা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে ২০১১-১২ সালেই জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবনা আহ্বান করে। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে সরকার থেকে একটি এবং বেসরকারি পর্যায়েও একটি প্রস্তাব দাখিল করা হয় (পিকেএসএফ, ২০২১)। ২০১২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশসহ একটি সামগ্রিক বৈশ্বিক উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে ব্যাপক আলোচনা এবং বিতর্কের ভিত্তিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ পর্যালোচনা করে টেকসই উন্নয়নের একটি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। বাংলাদেশও উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য ছিল।

বাংলাদেশ অংশীজনদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও কনসাল্টেশন কর্মশালার মাধ্যমে প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে। বাংলাদেশ উক্ত টেকসই উন্নয়নের জন্য ১১টি অভীষ্টের আওতায় ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৪১টি সূচক প্রস্তাব করে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০১৫)। উক্ত প্রস্তাবনার সকল প্রস্তাব সরাসরি এসডিজি'র অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রস্তাবনায় বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ, গুণগত শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, সুশাসন নিশ্চিত করা, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, টেকসই পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ প্রস্তাবিত ১০টি অভীষ্ট হুবহু এসডিজিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বাকি একটি অভীষ্ট অন্যান্য অভীষ্টের সাথে একীভূত হয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১.৪. এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এসডিজি প্রণয়নে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি হতেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একটি নির্দিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জড়িত বিধায় সার্বিক সমন্বয়ের নিমিত্ত ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের একটি পদ সৃজন করা হয়েছে। মুখ্য সমন্বয়ককে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবদের সমন্বয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন। কমিটির সভায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক, সিপিডি, পিকেএসএফ এবং এটুআই-এর প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটিকে সহায়তা এবং উক্ত কমিটিতে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ে কমিটিকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালককে সভাপতি করে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম' গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন তদারকির জন্য গত ১৬ মে ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিভিন্ন অংশীজনের প্রতিনিধি নিয়ে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার, এনজিও, আইএনজিও, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী সংগঠন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের নিয়ে 'Whole of society' পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক এজেন্ডা ২০৩০ এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে তাদের দায়িত্বের মাত্রা অনুযায়ী লিড, কো-লিড এবং সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসাবে চিহ্নিত করে ২০১৬ সালে 'Mapping of Ministries/Divisions by targets in the implementation of SDG aligning with 7th Five Year Plan' প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এসডিজি'র অভীষ্ট-ভিত্তিক অগ্রগতি

পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ, সমস্যা উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন, উত্তম চর্চা অনুশীলন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে অভীষ্ট-ভিত্তিক রিপোর্ট প্রণয়ন করার নিমিত্ত এসডিজি'র অভীষ্ট-ভিত্তিক সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসডিজি ম্যাপিং অনুসরণ করে লিড মন্ত্রণালয়সমূহ কো-লিড ও সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ 'National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDG' প্রস্তুত করেছে যেখানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে পাঁচ বছরে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য নতুন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয়েছে এবং তা প্রকাশের কার্যক্রম চলমান আছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের মূল উপাদান হল প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত। সরকার বিদ্যমান জরিপ, আদমশুমারি, জাতীয় অ্যাকাউন্টস এবং পরিসংখ্যান কাজে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রকাশ করেছে। ২০১৭ সালের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এসডিজি পরিবীক্ষণে যেসকল তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হবে তার মধ্যে ৭০টি সূচকের তথ্য-উপাত্ত সহজেই পাওয়া সম্ভব, ১০৮টি সূচকের জন্য আংশিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং অবশিষ্ট ৬৩টি সূচকের কোন তথ্য বিদ্যমান ব্যবস্থায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে ১৭৬টি সূচকের তথ্য প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক এজেন্ডা ২০৩০ এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো 'Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals: Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এতে তথ্য-উপাত্তের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ভিত্তি বছর নির্ধারণপূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৩টি মাইলস্টোন টার্গেট (২০২০, ২০২৫, ২০৩০) নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রতি দুই বছর অন্তর এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নতুন কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। 'Monitoring and Evaluation Framework' এর অন-লাইন ভার্সন হিসাবে এসডিজি ট্র্যাকার (SDG Tracker) চালু করা হয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সূচক-ভিত্তিক অবস্থান পর্যালোচনা করে তথ্য নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, যা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিপোর্টিং করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এসডিজি ফোকাল ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ডেটা প্রভাইডার, ডেটা এপ্রুভার, ডেটা অথেনটিকেটরদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের ৯২টি সংস্থা তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত বিষয়ে এসডিজি ট্র্যাকারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকারে ২৩১টি সূচকের বিপরীতে ১৭৬টি সূচকের তথ্য (৭৬%) দেওয়া সম্ভব হয়েছে; এর মধ্যে ১০৯টি সূচকের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত রয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ও অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য 'SDGs Need Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে। গবেষণায় জানা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের স্থির মূল্যে ২০১৭ থেকে ২০৩০ সময়ে অর্থাৎ ১৪ বছরে এসডিজি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। আলোচ্য সময়ে বার্ষিক গড় অর্থায়ন প্রয়োজন ৬৬.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঘাটতি অর্থায়নে পাঁচটি সম্ভাব্য উৎসের সুপারিশ করা হয়েছে: (ক) বেসরকারি খাতের অর্থায়ন (৪২%), (খ) সরকারি খাতের অর্থায়ন (৩৪%), (গ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (৬%), (ঘ) বহিঃখাতের অর্থায়ন (১৫%), এবং (ঙ) এনজিও অর্থায়ন (৪%)।

বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে ইতোমধ্যে দুটি স্বেচ্ছামূলক বা ঐচ্ছিক জাতীয় পর্যালোচনা, Voluntary National Review (VNR) প্রকাশ করেছে। ২০১৭ সালের ১৭ই জুলাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের এসডিজি বিষয়ক উচ্চ-স্তরের রাজনৈতিক ফোরামে অপর ৪২টি দেশের সাথে এসডিজি'র প্রথম ঐচ্ছিক জাতীয় পর্যালোচনায় (VNR) অংশগ্রহণ করে। ঐ বছর এজেন্ডা ২০৩০ এর ৭টি অভীষ্টের (অভীষ্ট-১, ২, ৩, ৫, ৯, ১৪, এবং ১৭) বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালের ১৩ জুলাই বাংলাদেশ অপর ৪৬টি দেশের সাথে দ্বিতীয়বারের মতো Voluntary National Review (VNR) প্রক্রিয়ায় অন-লাইন প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করে। তখন সকল অভীষ্টই পর্যালোচনার জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সম্পর্কিত দুটি জাতীয় সম্মেলন (National Conference on SDGs Implementation Review সংক্ষেপে SIR) সফলভাবে আয়োজন করেছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সম্পর্কিত প্রথম জাতীয় সম্মেলন ২০১৮ সালের ৪-৬ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকার, এনজিও, সিএসও, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনের প্রায় ২০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত জাতীয় সম্মেলনে ৪৩টি লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। আলোচ্য সম্মেলনে সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ সম্মিলিতভাবে তাদের কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপনেরও সুযোগ পায়। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২২ সালের ১৬-১৮ই মে দ্বিতীয় জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসডিজি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রথমবারের মতো সকল বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এসডিজি স্থানীয়করণের বিভিন্ন কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যানের বিপরীতে তাদের গৃহীত কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট সূচকের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যক্তিখাত, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব অবস্থান বর্ণনা করেন। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক এজেন্ডা ২০৩০ এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যে ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে ২০১৮, ২০২০ ও ২০২২ সালে যথাক্রমে এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

এসডিজি একটি ‘Whole of Society Approach’ যার মূলমন্ত্র হল ‘Leave no one behind’ বা ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে উল্লিখিত দুটি বৈশিষ্ট্যই অনুসরণ করছে। ‘Whole of Society Approach’-এর আওতায় সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করেছে। বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন কমিটি করা হয়েছে। প্রান্তিক ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভাগ, জেলা ও উপজলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে প্রতিটি স্থানীয় এলাকার জন্য একটি করে অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কাঠামো যথা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বাংলাদেশের ভিশন পরিকল্পনায় এসডিজিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকার ফলাফল-ভিত্তিক পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Management-APA) চালু করেছে এবং উক্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের জন্য সরবরাহকৃত সূচকসমূহের মানসম্মত, হালনাগাদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহকারী সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (National Data Coordination Committee-NDCC) গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতার কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, নীতিমালা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ, অগ্রাধিকারমূলক খাতে অর্থায়ন সুরক্ষিতকরণ, এবং সকল অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে তরুণ ও যুবদের সম্পৃক্তকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণদের এসডিজি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনজিও/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ‘এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন প্লাটফর্ম’ এবং‘পিপলস ভয়েস’ নামে ০২টি আলাদা প্লাটফর্ম গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’ একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এ কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসডিজি’র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিখাতের উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং সময়ে সময়ে বেসরকারি খাতের ভূমিকা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে এসডিজি বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যক্রমে এসডিজি বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৫. এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বাংলাদেশের অর্জন

সূচক	ভিত্তি উপাত্ত (বছর, উৎস)	লক্ষ্যমাত্রা (২০৩০ এর মধ্যে)	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.৩.১ লিঙ্গভেদে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুপাত যেখানে শিশু, কর্মহীন জনগোষ্ঠী, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত (সঙ্কটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর পৃথক উল্লেখ রয়েছে	২৮.৭% এইচএইচএস (এইচএইচআইএস, ২০১৬)	৪০% এইচএইচএস	জাতীয়ঃ ৫৮.১% (এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস) ২৮.৭% এইচএইচএস (এইচএইচআইএস, ২০১৬)	
১.৪.১ মৌলিক সেবা সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	স্যানিটেশন: ৫৫.৯%	স্যানিটেশন: ১০০% প্রসবপূর্ব সাস্থ্যসেবাঃ ১০০% প্রাথমিক সমাপনী হার: ১০০%	স্যানিটেশন: ৮৪.৬% প্রসবপূর্ব সাস্থ্যসেবা: ৭৫.২% প্রাথমিক সমাপনী হার: ৮২.৬% (এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস)	
১.ক.২ অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যাবলীতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা) মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাত	স্বাস্থ্য: ৫.১% শিক্ষা: ১৩.৭১% (এফডি; এফওয়াই ১৫)	স্বাস্থ্য: ৫ শিক্ষা: ১৫% (এফডি, ২০১৯-২০)	স্বাস্থ্য: ৬.১২% শিক্ষা: ১৪.৫৫% (এফডি, ২০১৯-২০)	
৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত	৪৩.৫% (এমআইসিএস, ২০১২-১৩)	৮০%	৭৫.৩% (এসভিআরএস ২০২০, বিবিএস)	
৩.২.১ অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার	৩৬ (এসভিআরএস ২০১৫)	২৫	জাতীয়: ২৮ (এসভিআরএস ২০২০, বিবিএস)	
৩.২.২ নবজাতকের মৃত্যুহার	২০ (এসভিআরএস ২০১৫)	১২	জাতীয়: ১৫ (এসভিআরএস ২০২০, বিবিএস)	
৪.১.২ সমাপনী হার (প্রাথমিক শিক্ষা, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা)	প্রাথমিক: ৮২.৬% (এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস)	প্রাথমিক: ৯৫%	প্রাথমিক: ৮২.৬%	
৪.৩.১ পূর্ববর্তী ১২ মাসে, লিঙ্গভেদে আনুষ্ঠানিক ও উপ- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার	(ক) মাধ্যমিক উভয়: ৭২.৭৮% (বিইএস, ২০১৫)	(ক) মাধ্যমিক উভয়ঃ ১০০%	(ক) মাধ্যমিক উভয়ঃ ৭৬.৪%	
৫.খ.১ লিঙ্গ ভেদে মোবাইল ফোনের মালিকানা রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের অনুপাত	উভয় লিঙ্গ: ৭৯.৭৬% (বিটিআরসি, ২০১৫)	১০০%	উভয় লিঙ্গ: ৭৮.১% (সিপিএইচএস, বিবিএস, ২০১৮)	

সূচক	ভিত্তি উপাত্ত (বছর, উৎস)	লক্ষ্যমাত্রা (২০৩০ এর মধ্যে)	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত	৭৮% (এসভিআরএস ২০১৫)	১০০%	বিদ্যুৎ: ৯৬.২% (২০২০) (এসভিআরএস, বিবিএস)	প্রশাসনিক উপাত্ত: ১০০% (মার্চ ২০২১)
৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার	৫.১২% (বিবিএস, এফওয়াই ১৫)	৭.৫%	৫.৭৪% (এনএডবিউ, বিবিএস এফওয়াই ২১)	ভিত্তিবছর সংশোধন করা হয়েছে
৯.১.১ সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত	৮৩.৪৫% (এলজিইডি, ২০১৬)	৯৫%	৮৩.৪৫% (এলজিইডি, ২০১৬)	
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত	২জি: ৯৯% ৩জি: ৭১% (বিটিআরসি, ২০১৫)	২জি: ১০০% ৩জি: ১০০%	২জি: ৯৯.৬% ৩জি: ৯৫.৫% ৪জি: ৮২% (বিটিআরসি, জুন ২০২১)	
১১.৭.২ সর্বশেষ ১২ মাসের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতাগত অবস্থা ও সংগঠনস্থল ভেদে শারীরিক বা যৌন হয়রানির শিকার জনগোষ্ঠীর অনুপাত	নারী: ২৬.৯% (ভিএডব্লিউ, বিবিএস, ২০১৫)	১৫%	নারী: ২৬.৯% (ভিএডব্লিউ, বিবিএস, ২০১৫)	
১৪.৫.১ মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি	২.০৫% (বিডিএফ, ২০১৫)	১০%	৪.৭৩% (ডিওএফ, ২০২০)	
১৫.১.২ বাস্তুতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত	(ক) স্থলজ: ১.৭% (২০১৪-১৫, এমওইএফসিসি) (খ) মিঠা পানি: ১.৭% (২০১৩-১৪, এমওইএফসিসি)	(ক) ৫% (খ) ১৪%	(ক) স্থলজ: ৩.০৬% (বিএফডি, জুন ২০১৯)	
১৬.১.৪ নিজ এলাকায় একা চলাফেরায় নিরাপদ বোধ করে এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত	সবসময়: ৮৫.৮৫% (সিপিএইচএস, ২০১৮, বিবিএস)	সবসময়: ৯৫%	সবসময়: ৮৫.৮৫% (সিপিএইচএস, ২০১৮, বিবিএস)	
১৬.৯.১ বয়স অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত	৩৭% (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	১০০%	৬৬.৭৮% [ওআরজি ২০২০]	
১৭.১.২ অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	৬৩% (এফডি; এফওয়াই ১৫)	৭৩%	৬৭.১% (২০১৯-২০)	

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

২০১৫-২০ এই পাঁচ বছরে সমগ্র বিশ্বে এসডিজি'র অগ্রগতিতে সবচেয়ে ভালো ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে Sustainable Development Solutions Network (SDSN) কর্তৃক আয়োজিত 'Ninth International Conference on Sustainable Development' শীর্ষক সম্মেলনে 'SDG Progress Award' অর্জন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Jewel in the Crown of the Day' আখ্যা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এই অর্জন উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

চিত্র: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'Ninth International Conference on Sustainable Development'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'Sustainable Development Goal (SDG) Progress Award' গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ স্থানীয়করণ

২.১. এসডিজি স্থানীয়করণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) হলো মানুষের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারের বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশ দেশ ও স্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে। এই বৈশ্বিক প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারকে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে সাজিয়ে নেওয়াই হলো এসডিজি স্থানীয়করণ। মূলত এসডিজি স্থানীয়করণ বলতে বোঝায় বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কৌশল নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যে সকল মৌলিক পরিষেবাসমূহ জড়িত, সে সকল সেবা প্রদানকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার সাথে এসডিজি অর্জন সরাসরি সম্পৃক্ত। অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সহায়তা এবং সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো স্থানীয় সরকার, স্থানীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহ (বিশেষ করে এনজিও ও বাণিজ্যিক খাত) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী (ইসলাম, ২০২০)। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানমূহ এসডিজি'র সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এ কারণে, ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক এজেন্ডা অর্জনে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বৈশ্বিক, তথাপি স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সেগুলো বাস্তবে রূপান্তর করার সক্ষমতার উপর এর অর্জন নির্ভর করবে। এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সকল বিষয়কে বিবেচনা করে তা স্থানীয় আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করতে হবে। স্থানীয় এ আকাঙ্ক্ষা থেকেই এসডিজি স্থানীয়করণের ধারণা জন্ম লাভ করে। তবে, স্থানীয়করণের ধারণাটি নতুন নয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন একটি ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া হিসেবে স্থানীয় এজেন্ডা ২১ গ্রহণ করে যার লক্ষ্য ছিলো টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা, নীতি এবং কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এসডিজি একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর উন্নয়ন সূচকগুলোও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তৈরি করা হয়েছে। তাই এসডিজির সকল সূচক সকল দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া সকল সূচক একত্রে বাস্তবায়ন করাও অধিকাংশ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকন্তু প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার রয়েছে। তাই বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ও আধিকারের আলোকে বৈশ্বিক সূচক হতে নিজেদের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এগুলোকে জাতীয় অগ্রাধিকার বলা যেতে পারে। আবার অনেক দেশ জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়েও এসডিজির অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রাখছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব চাহিদা, স্থানীয় বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম চলমান রেখেছে। তাই এসডিজির স্থানীয়করণকে কোন একটি বাক্যে বা একগুচ্ছ বাক্যে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। সাধারণভাবে, এসডিজি 'স্থানীয়করণ' এর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হচ্ছে "২০৩০ এজেন্ডা অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নেওয়ার প্রক্রিয়া; লক্ষ্যমাত্রা, সূচক ও বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ; এবং নির্ধারিত সূচকসমূহের বিপরীতে অগ্রগতি পরিমাপ ও নিরীক্ষণ।" অভীষ্টসমূহের ভিত্তিতে কীভাবে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত করা যায় এবং কীভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল পর্যায় থেকে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে সহায়তা করতে পারে- উভয়ের সাথেই স্থানীয়করণ সম্পর্কিত। এছাড়াও, স্থানীয়করণকে "বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে স্থানীয় প্রেক্ষাপট, প্রতিবন্ধকতা, সুযোগ এবং সরকারব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অধীনে বৈশ্বিক যেসকল সূচক রয়েছে, সবগুলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমভাবে যেমনি প্রযোজ্য নয়, তেমনি সকল সূচক একই সাথে বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। উক্ত বাস্তবতায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক সূচকসমূহের আলোকে তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে একাধিক কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করে। অতঃপর জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জেলা (আঞ্চলিক) ও উপজেলা (উপ-আঞ্চলিক) পর্যায়ে স্থানীয় অংশীজনের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার জন্য ৬৪টি এবং ৪৯২টি উপজেলার জন্য ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করে।

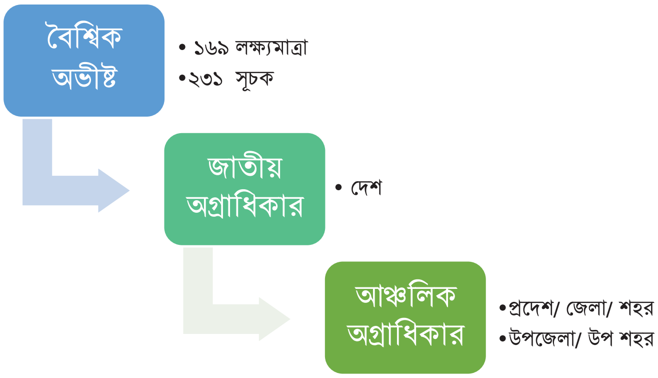

চিত্র: স্থানীয়করণের ধারণা

২.২. এসডিজি স্থানীয়করণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নের স্থানীয়করণ দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়ন দর্শন বিশেষত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলার সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়কে অগ্রাধিকার প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, কেননা এটি অন্তর্ভুক্তিকে নিশ্চিত করে এবং জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আবার, যেহেতু বিকেন্দ্রীকরণ নাগরিকদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম, সেহেতু বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমেও উন্নয়নের স্থানীয়করণ ঘটতে পারে।

নব্বই এর দশক হতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারণা জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই এটি উন্নয়ন দর্শনের অংশে পরিণত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তি বলতে মূলত সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সমান সুযোগ পাওয়ার বা সকল ক্ষেত্রে সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকারকে বোঝায়। বহুল প্রচলিত টপ-ডাউন পলিসির পরিবর্তে জনগণকে উন্নয়নের অংশীদারিত্ব প্রদানের ধারণাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনার মূল বিষয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এটি একটি কার্যকর পরিবর্তন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমাজের অধিকাংশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরো বেগবান করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এসডিজি'র সাথে সম্পৃক্ত করা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরির সক্ষমতা, স্থানীয় জনগণের মধ্যে অংশীদারিত্ব, স্বত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিবোধ সঞ্চার করা প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মূলমন্ত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। সে আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের দক্ষতার উপর উন্নয়নের সকল পর্যায়ে আন্তঃসমন্বয় তথা এসডিজি বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে। স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য এসডিজি স্থানীয়করণ গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, এজেন্ডা ২০৩০ এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক রূপান্তর। বাস্তবে রূপান্তর সাধনের জন্য এই এজেন্ডাকে অবশ্যই সমাজের সকল স্তরে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। এটিকে অবশ্যই প্রচলিত সরকারি নীতি এবং কাঠামোর উর্ধ্বে বৃহত্তর সমাজের এজেন্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজেন্ডা ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরেও সাধারণ জনগণের সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

২.৩. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ ভাবনা

এসডিজি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়। এসডিজি প্রণয়নের সময় বাংলাদেশ থেকে ১১টি অভীষ্টের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ১০টি হুবহু অনুসৃত হয়েছে, অবশিষ্ট ১টি এসডিজি'র অন্য ৭টি অভীষ্টের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এসডিজি'র উন্নয়ন পরিকল্পনার অনেক মিল রয়েছে। তথাপি, এসডিজি একটি বৈশ্বিক ধারণা বিধায় এর ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩১টি সূচক সব দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো অর্জনে যেসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। এসডিজি অর্জনের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

ইতোমধ্যে এসডিজি অর্জনে বেশকিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার ম্যাপিং, তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি নিরূপণমূলক বিশ্লেষণী প্রতিবেদন, এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো, এসডিজি অর্থায়ন কৌশল, এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ২০১৮ ও ২০২২ সালে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২টি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অধিকন্তু, বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে দেশের বাস্তবতার আলোকে অর্জনের উদ্দেশ্যে এসডিজি'র কর্ম-কৌশল নির্ধারণে স্থানীয়করণ সংক্রান্ত একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক ধারণার এসডিজিকে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাবে নিজেদের চাহিদা মতো করে রূপায়িত করে নিয়েছে। স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এই রূপায়ণকেই এক কথায় বলা হয় এসডিজি স্থানীয়করণ। বাংলাদেশও তাঁর নিজস্ব চাহিদা ও বাস্তবতা বিবেচনায় এসডিজি স্থানীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করে স্থানীয়করণের কার্যক্রমকে নতুন মাত্রা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১টি করে অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে যাকে একত্রে বলা হচ্ছে ৩৯+১ স্থানীয় এসডিজি অগ্রাধিকার সূচক। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে দেশের বাস্তবতার আলোকে অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মকৌশল প্রণয়নে ৩৯+১ অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণের সমগ্র প্রক্রিয়াকেই 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২.৪. এসডিজি স্থানীয়করণে চ্যালেঞ্জ

এসডিজি স্থানীয়করণের জন্য সচেতনতা তৈরি, এডভোকেসি এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সরকারি সংস্থাগুলোর প্রস্তুতির পাশাপাশি এসডিজি অভীষ্টগুলো অর্জনের জন্য নীতিগত সমঝোতা এবং বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। এসডিজি স্থানীয়করণ এর কার্যক্রমেকে চারটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে; ১) সচেতনতা বৃদ্ধি, ২) এডভোকেসি, ৩) বাস্তবায়ন, এবং ৪) পরিবীক্ষণ।

এসডিজি সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এ ধারণাটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এ লক্ষ্যে প্রথমত, শিক্ষার প্রসার এবং গণপ্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এসডিজি স্থানীয়করণের জন্য সহায়ক পরিবেশ (আইনগত ও রাজনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকারে অর্থ স্থানান্তর) সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এবং স্থানীয় পর্যায়ের অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করে কর্মপরিকল্পনা করা আবশ্যক। স্থানীয়করণের ধারণা বৈশ্বিক হতে জাতীয় অথবা জাতীয় হতে স্থানীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তবে বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয় হতে স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ফোকাস করা হচ্ছে।

এজেন্ডা ২০৩০-এ অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও এর বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। স্থানীয় অংশীজনদের এসডিজি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও সম্পদ সীমিত হওয়ায় এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এজেন্ডার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকায় এসডিজি স্থানীয়করণ এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন পর্যন্ত এসডিজি স্থানীয়করণের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই রয়েছে। এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় Voluntary National Review (VNR) এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক দেশ তাদের এসডিজি পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসডিজি প্রক্রিয়ায় আরও সক্রিয় ও সামগ্রিক ভূমিকা পালন করার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল। তাছাড়া, জাতিসংঘের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, অনেক দেশে এসডিজি'র সাথে স্থানীয় সম্পৃক্ততা এখনো সুপ্ত রয়ে গেছে যা বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

২.৫. এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ বাংলাদেশ মডেল

এসডিজি আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা বিধায় এর সাথে স্থানীয় বাস্তবতাকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়করণের অর্থ হলো ২০৩০ এজেন্ডা অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করা। এসডিজি'র প্রায় সবকটি লক্ষ্যমাত্রা সরাসরি স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রণীত পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয়করণের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করেছে। অগ্রাধিকার সূচকগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে অন্যান্য

সূচকসমূহও বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া, আঞ্চলিক পর্যায়ে (জেলা) এবং স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা) আরো একটি অতিরিক্ত অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা রেখে স্থানীয়করণের ৩৯+১ শীর্ষক একটি মডেল প্রস্তাব ও অনুমোদন করা হয়েছে যেখানে ৩৯ হলো জাতীয় অগ্রাধিকার এবং +১ হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত একটি অগ্রাধিকার। অর্থাৎ প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক হবে (৩৯+১) = ৪০টি। স্থানীয়করণের এই ৩৯+১ মডেলটিকেই 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল' নামে প্রস্তাব করা হয়েছে। এসকল সূচক স্থানীয় পর্যায়ে এবং প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হলেও তা মূলত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল'-এ জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি, প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে ৬৪টি এবং প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।

পর্যায়	এসডিজি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক
জাতীয়	৩৯টি
জেলা	৬৪টি
উপজেলা	৪৯২টি

এসডিজি একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা। এই উন্নয়ন এজেন্ডা উন্নয়নের তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। বৈশ্বিক এজেন্ডার ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩১টি সূচক থাকলেও প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব অগ্রাধিকার প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া, প্রতিটি দেশ স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সূচকসমূহের স্থানীয়করণও করছে। এভাবেই, প্রতিটি দেশ নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বাংলাদেশও নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

২.৬. এসডিজি স্থানীয়করণে 'জেলা মডেল'

এসডিজি স্থানীয়করণের আরেকটি মডেল হল 'জেলা মডেল'। সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় সমস্যা এবং সম্ভাবনার ভিত্তিতে জেলার একটি সার্বিক ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাই ছিল উক্ত জেলা মডেলের মূল ভিত্তি। রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলায় তৎকালীন জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনমানুষের অংশগ্রহণে সর্বপ্রথম একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যা 'নাটোর মডেল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তায় নাটোর জেলা কর্মপরিকল্পনা মোট ৩৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৬৩টি জেলা পর্যায়ের সরকারি অফিস, ১৬টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ) এবং ৭টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের অংশগ্রহণে প্রণীত হয়। পরবর্তীতে জিআইইউ-র পৃষ্ঠপোষকতায় বাকি জেলাসমূহের স্থানীয় এসডিজি পরিকল্পনা তথা জেলা মডেল প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে বৃহত্তর পরিসরে উক্ত পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি। তথাপি, এসডিজি'র বাস্তবায়নসহ জেলার সার্বিক উন্নয়নে এরূপ একটি মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে ৩৯+১ অগ্রাধিকার সূচক: বাংলাদেশ মডেল

৩.১. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের পটভূমি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট জাতিসংঘ ঘোষিত একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা। উক্ত এজেন্ডাতে ১৭টি অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩১টি (পুনরাবৃত্তিসহ ২৪৮টি) সূচক রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি অভীষ্টের ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে হবে। তবে প্রতিটি সূচক সকল দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। এসডিজি সূচকসমূহের বিস্তৃতি ব্যাপক। প্রতিটি সূচক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে আর্থিক বিষয় জড়িত আছে। আর্থিক সক্ষমতা ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রতিটি দেশ এসডিজি বাস্তবায়নে তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। সূচকসমূহের ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত যে, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের দেশগুলোর জন্য সবগুলো সূচক বাস্তবায়ন আর্থিক সক্ষমতা ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিবেচনায় অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।

এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এমনকি সূচকসমূহ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। পর্যালোচনা ও গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ একে অন্যের উপর একদিকে যেমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তেমনি অন্যদিকে অত্যধিক নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এসডিজি অভীষ্ট-১ অর্জনের ক্ষেত্রে অভীষ্ট-২, ৩, ৪, ৬, ১০, ১২, ১৫ ইত্যাদির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আবার অভীষ্ট-১ অর্জনের প্রভাব অভীষ্ট-৩, ৪, ৫, ৬, ১০ ইত্যাদির উপর সরাসরি পড়বে। তদ্রূপ, এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ এবং সূচকসমূহ বিভিন্ন গোলের অনেক সূচকের সাথে যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি অনেক সূচক একে অন্যের উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। একটি সূচক বাস্তবায়ন করলে তা অন্য সূচকের উপর প্রভাব ফেলে। আবার অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বেশ কিছু সূচক রয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন করলে অন্য অনেক সূচক আপনা-আপনি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কোনো একটি লক্ষ্যমাত্রায় ভালো ফলাফল প্রত্যাশা করা মানে এর সাথে যুক্ত সকল সূচকে ভালো ফলাফল নিশ্চিত করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনায় এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি দেশই তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ও চাহিদা এবং আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার আলোকে এসডিজি'র সূচকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেছে। এই অগ্রাধিকার তালিকা হলো বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের আলোকে জাতীয় অগ্রাধিকার কৌশল। এই পদ্ধতি এসডিজি বাস্তবায়নের একটি স্থানীয় কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিকেই এসডিজি স্থানীয়করণ বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে বৈশ্বিক সূচকসমূহ হতে বিভিন্ন দেশের প্রযোজ্যতা, উপযোগিতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সাজিয়ে নেয়া বা বৈশ্বিক সূচকসমূহের আলোকে কোনো নির্দিষ্ট দেশের জন্য সূচকসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করাই হলো এসডিজি স্থানীয়করণ। এসডিজি'র বৈশ্বিক সূচকের আলোকে কোনো একটি দেশের উক্ত সূচকগুলোকে স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক বলা যায়। একে এসডিজি সূচকের জাতীয়করণও বলা যেতে পারে। এসডিজি'র জাতীয় সূচকের আলোকে দেশের অভ্যন্তরীণ স্থানীয় আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণ এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণও এসডিজির স্থানীয়করণের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর আর্থিক সক্ষমতায় যেমন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায়ও দুর্বলতা রয়েছে। এসডিজির সকল বৈশ্বিক সূচক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমনি সমভাবে প্রযোজ্য নয়, তেমনি সকল সূচক একই সাথে বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। উক্ত বাস্তবতায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক সূচকসমূহের আলোকে তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দিক নির্দেশনায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালাসমূহের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক ১৭টি অভীষ্ট হতে জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক অনুমোদনের পর তা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণের এমন সব বিষয় বিবেচনা করা হয়, যাতে করে ঐসব বিষয়গুলো অর্জিত হলে এসডিজি'র ২৩১টি সূচক অর্জনই বাংলাদেশের জন্য সহজ হয়ে যায়। কারণ, এসডিজি'র একটি সূচকের সাথে অন্যান্য সূচক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে, ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকসমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে এসকল সূচকে ভালো করলে বাংলাদেশের পক্ষে বাকিগুলো অর্জন অনায়াসেই করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, উক্ত ৩৯টি জাতীয় স্থানীয় সূচকের মধ্যে ২৯টির বৈশ্বিক ২৩১টি সূচকের সাথে মিল রয়েছে বাকি ১০টি বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন সূচক।

এসডিজি আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা বিধায় এর সাথে স্থানীয় বাস্তবতাকে সম্পৃক্ত করা লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরভাবে অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়করণের অর্থ হলো ২০৩০ এজেন্ডা অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রসঙ্গগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করা। অতীতে, স্থানীয়করণ বলতে মূলত স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার দ্বারা লক্ষ্য বাস্তবায়নকে বোঝানো হতো। কিন্তু এই ধারণাটি বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে।

এসডিজি'র প্রায় সবকটি লক্ষ্যমাত্রা সরাসরি স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকারের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই আগের চেয়ে বেশি, সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রণীত পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয়করণের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে (জেলা) এবং স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা) অগ্রাধিকার সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এসকল সূচকসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে এবং প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হলেও তা মূলত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি, প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে ৬৪টি এবং প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩.২. এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বৈশ্বিক সূচকসমূহ প্রতিটি দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অনেক দেশের জন্য অনেক সূচক প্রয়োজনও নেই। প্রতিটি দেশের বৈশিষ্ট্য এবং আর্থসামাজিক অবস্থা অনুসারে অগ্রাধিকার সূচক তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়। উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এর সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে অতিরিক্ত অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের সুযোগ রেখে ৩৯+১ শীর্ষক একটি অগ্রাধিকার মডেল প্রস্তাব করা হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উক্ত মডেলটি চূড়ান্ত করা হয়। অতঃপর মডেলটি মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন লাভ করে। উক্ত ৩৯+১ শীর্ষক অগ্রাধিকার মডেলকেই 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল' হিসাবে অভিহিত করা হয়। ৩৯+১ শীর্ষক বাংলাদেশ মডেলটি এসডিজি স্থানীয়করণের একটি অনন্য সাধারণ মডেল যা তৃণমূল পর্যায়ে অংশীজনদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.৩. জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ মডেল প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্ব ও সার্বিক দিকনির্দেশনায় সারাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১৬ সালে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) নামে একটি পদ সৃজন করেন। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এর নেতৃত্বে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে এসডিজি ওয়ার্কিং টিম গঠন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কিং টিমে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রাম, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর এসডিজি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সদস্য হিসাবে রয়েছেন।

এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দিক নির্দেশনায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম' এই কাজে জিআইইউকে সহায়তা প্রদান করে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালাসমূহের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক যে সকল সূচক সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, যে সূচকগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে এবং যে সূচকগুলো বাস্তবায়নের প্রভাব অন্যান্য বৈশ্বিক সূচকসমূহের উপর সরাসরি পড়বে এরূপ ৩৯টি সূচক চিহ্নিত করা হয় এবং বাংলাদেশের জন্য উক্ত ৩৯টি সূচকের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত চিহ্নিত জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে প্রতিটি স্থানীয় অধিক্ষেত্রে আরো একটি সূচক যোগ করার সুযোগ রেখে জিআইইউ ৩৯+১ শীর্ষক একটি মডেল প্রস্তাব করে। উক্ত মডেলে ৩৯ হল জাতীয় সূচক এবং +১ সূচকটি অতিরিক্ত সূচক যা জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া কোন বিষয়কে স্থানীয় বিবেচনায় গ্রহণ করা হবে। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এলাকার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা হবে ৩৯+১ = ৪০টি। ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক সবার জন্য একই হলেও প্রতিটি স্থানীয় এলাকার জন্য +১ সূচকটি আলাদা বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচক হবে। অতঃপর প্রস্তাবিত মডেলটি এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর উক্ত অগ্রাধিকার মডেল মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়। জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের আলোকেই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত ৩৯টি জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ২৯টির বৈশ্বিক ২৩১টি সূচকের সাথে মিল রয়েছে বাকি ১০টি বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন সূচক। বাংলাদেশ মনে করে উক্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে অধিকাংশ বৈশ্বিক সূচক অর্জিত হবে।

৩.৪. চিহ্নিত ৩৯ জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর ১৭টি অভীষ্টের আওতায় বাংলাদেশের জন্য ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে ২৯টি সূচক জাতিসংঘ ঘোষিত ২৩১টি সূচকের মধ্য হতে গৃহীত বাকি ১০টি সূচক সম্পূর্ণ নতুন। অভীষ্টভিত্তিক সূচকসমূহের বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্রম	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (২০৩০)
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	• চরম দারিদ্র্যের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা
		• দারিদ্র্যের হার ১০% এর নিচে নামিয়ে আনা
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	• অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বিত শিশুর হার ১২% এ নামিয়ে আনা
		• আবাদযোগ্য জমির হার ন্যূনতম ৫৫% বজায় রাখা
৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	• প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার ১২ এ নামিয়ে আনা
		• প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ২৫ এ নামিয়ে আনা
		• প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ৭০ এ নামিয়ে আনা
		• সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১.২ এ নামিয়ে আনা
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	• প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• মাধ্যমিক স্তরে (এসএসসি, দাখিল, ও ভকেশনাল) প্রতি বছরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় এসএসসি কারিগরি স্তরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর অনুপাত ২০ এর উর্ধ্বে রাখা
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা ক. বিদ্যুৎ খ. ইন্টারনেট গ. নিরাপদ খাবার পানি ঘ. পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	• ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহ সংঘটনের হার শূন্যে নামিয়ে আনা
		• ১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহ সংঘটনের হার ১০% এ নামিয়ে আনা
		• উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা
৬	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	• নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
		• নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।

ক্রম	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (২০৩০)
৭	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা	• বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
		• নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ১০% এ উন্নীত করা।
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	• জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০% এর উর্ধ্বে উন্নীত করা
		• বেকারত্বের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা
		• শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বা কর্মে নিয়োজিত নয় এমন যুব জনসংখ্যার (১৫-২৯ বছর) অনুপাত ১০% এর নিচে নামিয়ে আনা
৯	অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	• শতভাগ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
		• জিডিপিতে উৎপাদন-শিল্পখাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) অবদান ৩৫% এ উন্নীত করা
		• উৎপাদন-শিল্পখাতে (ম্যানুফ্যাকচারিং) মোট কর্মসংস্থানের হার ২৫% এ উন্নীত করা
		• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তার সংখ্যা দশগুণ করা
১০	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	• আয় বিচারে উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমায় অবস্থানকারী ১০% জনসংখ্যার আয়ের অনুপাত ২০ এ নামিয়ে আনা
		• বিদেশগামী শ্রমিকের অভিবাসন ব্যয় এবং তার বার্ষিক আয়ের গড় অনুপাত ১০% এ সীমিত রাখা
১১	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা	• সকল গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব ব্যবস্থা (ন্যূনতম ২০% আসন) নিশ্চিত করা
১২	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা	• শতভাগ শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ	• প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি ১,০০,০০০ জনে বছরে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১,৫০০ এর নিচে নামিয়ে আনা
১৪	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার	• মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি ৫% এ উন্নীত করা

ক্রম	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (২০৩০)
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	• মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির পরিমাণ ১৮% এ উন্নীত করা
		• মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করা
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	• অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের হার শতভাগে উন্নীত করা ও বজায় রাখা
		• জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ
১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	• জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ২০% এ উন্নীত করা
		• শতভাগ জনসংখ্যাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা

৩.৫. জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় চিহ্নিত নতুন সূচকসমূহ: একটি পর্যালোচনা

বৈশ্বিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সূচক এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা এবং সে আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা এসডিজি স্থানীয়করণের একটি প্রক্রিয়া। এসডিজি'র স্থানীয়করণে উক্ত প্রক্রিয়া বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ উক্ত প্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক সূচকসমূহের আলোকে নিজস্ব অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসডিজি অগ্রাধিকার নির্ধারণে বাংলাদেশ বাস্তব আর্থসামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা এবং জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি স্থানীয়করণের প্রক্রিয়ায় জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বৈশ্বিক সূচকের পাশাপাশি সম্পূর্ণ নতুন সূচকও জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ১০টি নতুন সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত সূচকসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সূচকগুলো নতুন হলেও এগুলো এসডিজি'র কোনো না কোনো অভীষ্টের সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলো জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় নতুন সূচকসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে প্রাপ্ত নতুন ১০টি সূচক নিম্নরূপ:

অভীষ্ট নম্বর	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক (২০৩০)	থিমেটিক বিষয়
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	• আবাদযোগ্য জমির হার ন্যনূতম ৫৫% বজায় রাখা	টেকসই কৃষি

অভীষ্ট নম্বর	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক (২০৩০)	থিমেটিক বিষয়
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	• প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা	গুণগত শিক্ষা
		• নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা	
		• মাধ্যমিক স্তরে (এসএসসি, দাখিল, ও ভকেশনাল) প্রতি বছরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় এসএসসি কারিগরি স্তরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর অনুপাত ২০ এর ঊর্ধ্বে রাখা	
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা	
৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	• উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা	জেন্ডার সমতায়ন
৯	অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	• শতভাগ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	• আয় বিচারে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমায় অবস্থানকারী ১০% জনসংখ্যার আয়ের অনুপাত ২০ এ নামিয়ে আনা	অসমতা হ্রাস
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	• মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করা	জলবায়ু পরিবর্তন
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	• জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান

প্রাপ্ত নতুন সূচকগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যে সম্পৃক্ত তা নিম্নের আলোচনায় পরিষ্কার হতে পারে। যেমন গুণগত শিক্ষা এসডিজি অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট। শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশ নিবন্ধন এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করছে। তবে ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিস্টিকস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে এখনও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায় সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার অংশগ্রহণের হারে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিসংখ্যান মতে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ এবং কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধিত ছাত্র অনুপাত (১১.১৩: ১) (ব্যানবেইস, ২০১৮)। অগ্রাধিকার নির্ধারণে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে এবং বাংলাদেশ তার অগ্রাধিকার নির্ধারণে গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষায় নিবন্ধিত ছাত্র ২০১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধিত ছাত্র ২০১৮
১,১৮,৭১,০০০	১০,৬৭,০০০

সুত্র: ব্যানবেইস, ২০১৮

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাকে মূলধারায় অর্ন্তভুক্ত করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী-শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা পূর্ব শর্ত। তথ্য ও উপাত্ত পর্যলোচনায় দেখা যায় ২০১৮ সালে প্রায় ৪৬ হাজার বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় (ব্যানবেইস, ২০১৮)। এর মধ্যে প্রায় ২১ হাজার মেয়ে শিশু। তবে বেসরকারি ক্ষেত্রের উপাত্ত বিবেচনায় নিলে এ সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। এ বিষয়টি জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে এবং বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে শতভাগ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি জাতীয় অগ্রাধিকারে স্থান পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অগ্রাধিকার এর নতুন সূচক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে বলে বিদ্যমান তথ্য উপাত্ত নির্দেশ করে।

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ বিষয়টি জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের সময়ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। এটা সত্য যে, আগের তুলনায় জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে গেছে। স্বাধীনতার প্রথম দশকে জিডিপির চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ আসতো এ খাত থেকে। এখন তা ১২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে গেলেও এখনও 'কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি' (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)। তাছাড়া সার্বিক জিডিপিতে কৃষির রয়েছে পরোক্ষ অবদান। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের রয়েছে মূল্যবান অবদান। তাছাড়া সক্ষম শ্রমশক্তির ৪০ ভাগের বেশি কৃষিতে নিয়োজিত। তথ্য উপাত্ত নির্দেশ করছে যে প্রতি বছর দেশে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে । বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২ কোটি ১ লাখ ৫৭ হাজার একর বা ৮০ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৪৪ হেক্টরে। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট নির্মাণসহ নানা কারণে প্রতিবছর দেশের প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিবছরই এদেশ থেকে ১ শতাংশ হারে কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন কমছে প্রায় ২১৯ হেক্টর আবাদি জমি। পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কৃষি বিভাগের হিসাব মতে, প্রতি বছর দেশের কৃষি জমির পরিমাণ কমছে ৬৮ হাজার ৭০০ হেক্টর, অর্থাৎ প্রতি বছর শতকরা এক ভাগ হিসাবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমতে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে খাদ্য নিরাপত্তার এ বিষয়টি অভীষ্ট ২ এর নতুন সূচকটিতে উঠে এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে দেশের আবাদযোগ্য জমির হার ন্যূনতম ৫৫% বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সূচক অবধারিত ভাবে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য সহায়ক হবে। এ নতুন সূচকটি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় পর্যায়ের জনগণও খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি অত্যধিক সচেতন।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি আঞ্চলিক এমনকি বৈশ্বিক বিবেচনায়ও প্রশংসার দাবিদার। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অগ্রগতি থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণে অধিকতর উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৪ সালে দেশে কর্মক্ষেত্রে নারী ছিল মাত্র ৪ শতাংশ যা সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, বৈশ্বিক পরিমাপ (The Global Gender Gap Index 2022) অনুযায়ী বাংলাদেশ সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ৭১তম অবস্থানে থাকলেও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৪১তম স্থানে অবস্থান করছে। ফলে রাষ্ট্র হিসেবে অভীষ্ট-৫ অর্জনে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে, উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৩৫%। ভারত, নেপাল ও মালয়েশিয়ায় এ হার যথাক্রমে ১৯%, ৭৯% ও ৫১%। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করতে না পারলে বাংলাদেশের সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সুদূরপরাহত হতে পারে। সে প্রেক্ষিতে এসডিজি'র অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় প্রাকৃতিক উপায় হিসেবে বনায়ন বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার। অন্যান্য সকল বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি বনায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। দেশের আয়তন এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় প্রকৃত বনভূমি এর পাশাপাশি বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। বর্তমানে দেশের বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের ১৫.৫৮% এবং দেশের বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের আয়তনের ২২.৩৭%, (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২০২২)। অধিক জনসংখ্যার কারণে বসতবাড়ি নির্মাণ, জ্বালানি ও আসবাবপত্র তৈরি বা অনেক ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষিকাজে ব্যবহারের নিমিত্ত বনভূমির পরিমাণ কমতে থাকে। তাছাড়া, জবর-দখল, অবৈধ বৃক্ষ নিধন, বনভূমিকে বন ব্যতীত অন্য কাজের জন্য ব্যবহার/ হস্তান্তরের কারণে দেশের বনাঞ্চল হুমকির মুখে রয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু বনভূমির এ বিষয়টি স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও অবহিত এবং বনভূমির বিষয়টি তাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বনভূমি বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। এ অবস্থায় মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করা টেকসই পরিবেশের জন্য আবশ্যক। এসডিজি'র জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে এ অতিরিক্ত সূচকটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য ও উপাত্ত নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বৈষম্যও কিছুটা বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সমতার সমৃদ্ধির সূত্র অনুযায়ী, গত আড়াই দশকে বিশ্বের ৪৯টি দেশের গরিব ৪০ শতাংশ মানুষের আয় বেড়ে যাওয়ায় সমতাভিত্তিক সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশ আছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে আয় বৈষম্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। গত কয়েক দশকের টেকসই প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এর সঠিক বণ্টনব্যবস্থা এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপের উপাত্ত থেকে বলা চলে যে, নব্বইয়ের দশক থেকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্যও বেড়ে চলেছে। আশির দশকে বৈষম্য বিশ্লেষণের জন্য প্রচলিত গিনি গুণাঙ্ক ছিল ০.৩৮, যা নব্বইয়ের দশকে বেড়ে দাঁড়ায় ০.৪৪। আর ২০০০-এর দশকে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ০.৪৬। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর প্রাপ্ত তথ্য মতে, এই গুণাঙ্ক পৌঁছেছে ০.৪৮৩-এ যেখানে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের কাছে সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়ের ২৭.৮৯ শতাংশ কেন্দ্রীভূত রয়েছে, আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫শতাংশের হাতে রয়েছে ১ শতাংশেরও কম আয় (খানা জরিপ, ২০১৬)। উক্ত পরিস্থিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য আয় বৈষম্য হ্রাস করা আবশ্যক। বাংলাদেশের জন্য এসডিজি'র অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আয় বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং একটি নতুন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয় বিচারে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমায় অবস্থানকারী ১০% জনসংখ্যার আয়ের অনুপাত ২০ এ নামিয়ে আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হতে পারে। জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে আয় বৈষম্য হ্রাসে এ নতুন সূচকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানবাধিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যেখানে গুরুত্ব প্রদান করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জরুরি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সুশাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সুশাসন নিশ্চিতকরণে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ আমলে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এসডিজি'র জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়েও এ বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এ আলোকে নতুন সূচকটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব বহন করে।

দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় সঠিক এবং কার্যকর অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ব্যতীত এসডিজি এর মতো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এ বিবেচনায় জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করেছে। এগুলো অগ্রাধিকার সূচক মাত্র। এর সাথে অন্যান্য বৈশ্বিক সূচকসমূহ বাস্তবায়নেও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ এমনভাবে চিহ্নিত করেছে যে, এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অগ্রাধিকার সূচকের সাথে অনেক বৈশ্বিক সূচকও বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের সাথে প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ে আরো অতিরিক্ত একটি স্থানীয় সূচক নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্থানীয় নতুন সূচকসমূহ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় নতুন সূচকসমূহ টেকসই কৃষি, অসমতা হ্রাস, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি বাংলাদেশের নিজস্ব অগ্রাধিকার প্রকাশ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে স্থানীয় পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ

৪.১. স্থানীয় পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের পটভূমি

এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল তথা ৩৯+১ এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ৩৯টি জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ ও অনুমোদন হওয়ার পর তৃণমূল পর্যায়ে +১ বিশেষ অগ্রাধিকার সূচকটি চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এর নির্দেশনার আলোকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক ২০১৮ সালে +১ সূচক চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। +১ সূচকটি হলো তৃণমূল পর্যায়ের একটি বিশেষ অগ্রাধিকার সূচক যা জেলা ও উপজেলা হতে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা আঞ্চলিক অগ্রাধিকার বা বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা হতে একটি করে স্থানীয় বিশেষ অগ্রাধিকার সূচক স্থানীয় অংশীজনদের আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলার জন্য ৬৪টি স্থানীয় বিশেষ অগ্রাধিকার এবং ৪৯২টি উপজেলার জন্য ৪৯২টি স্থানীয় বিশেষ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত সূচকগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে পরিমিতকরণ ও চূড়ান্তকরণ করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় সূচকগুলোকে অধিকতর পরিমিত ও পরিমাপযোগ্য করা হয়।

৪.২. স্থানীয়করণ পর্যায়ে +১ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া

২০১৮ সালেই মূলত এসডিজি সূচকের স্থানীয়করণ কার্যক্রম শুরু হয়। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এর নির্দেশনা মোতাবেক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এ কার্যক্রম শুরু করে এবং এসডিজি স্থানীয়করণের লক্ষ্যে এসডিজি সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালাসমূহের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক ১৭টি অভীষ্ট হতে জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক অনুমোদনের পর তা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পাশাপাশি প্রতিটি জেলা এবং উপজেলার জন্য একটি করে অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করার জন্য জিআইইউ কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিটি জেলা/উপজেলার এই ১টি করে স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচককে বলা হচ্ছে +১ অগ্রাধিকার সূচক। ফলে জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি এবং প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য ১টি সূচকের সমন্বয়ে এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল বা ৩৯+১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক প্রণীত হয়েছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ৩৯+১ বাংলাদেশ মডেলের আওতায় ৩৯টি জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক প্রণয়নের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) ৩৯+১ মডেলের +১ সূচক চিহ্নিতকরণে দেশব্যাপী বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। ২০১৮-২০২১ সময়ে জিআইইউ +১ সূচক চিহ্নিতকরনে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলায় কর্মশালা আয়োজন করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী /চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি (নারী উদ্যোক্তা ও নবীন উদ্যোক্তাসহ), বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উক্ত কর্মশালাগুলো আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ে ১০০ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৮০ জন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উক্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের এসডিজি, এসডিজি স্থানীয়করণ এবং ৩৯+১ মডেল বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। অতঃপর গ্রুপ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি এলাকার জন্য একটি আলাদা বিশেষ অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়। এভাবে জেলা পর্যায়ে জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের অতিরিক্ত স্থানীয় ৬৪টি সূচক এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় ৪৯২টি সূচক পাওয়া যায়। কর্মশালা আয়োজন, স্থানীয় সূচক চিহ্নিতকরণ, প্রমিতকরণ ও অনুমোদনের পর্যায়গুলো নিম্নরূপ:

এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক প্রণয়ন কার্যক্রমের ফ্লো-চার্ট

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) কর্তৃক ধারণাপত্র প্রণয়ন এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের বাজেট বরাদ্দ প্রদান

বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জিআইইউ এর সহযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জিআইইউ এর সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং উপজেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক নিরূপণ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণের নিকট উপজেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক প্রেরণ

জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক জিআইইউ এর সহযোগিতায় জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং জেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক নিরূপণ

জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট জেলা ও উপজেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক প্রেরণ

বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সংকলন ও জিআইইউ-তে প্রেরণ

জিআইইউ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সংকলন

জিআইইউ কর্তৃক এসডিজি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং কর্মশালার মাধ্যমে এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ পরিমাপযোগ্য এবং অধিকতর প্রমিত আকারে রূপান্তর	এটুআই ও বিবিএস কর্তৃক পৃথকভাবে উক্ত +১ অগ্রাধিকারসমূহ সংগ্রহপূর্বক পরিমাপযোগ্য করার নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজন

এসডিজি ওয়ার্কিং টিমে এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নিয়ে আলোচনা এবং জিআইইউ কর্তৃক প্রকাশনার জন্য সিদ্ধান্ত

এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ অধিকতর পরিমাপযোগ্যকরণ এবং এটুআই প্রোগ্রাম ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত কর্মশালা ও কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত জিআইইউ কর্তৃক বিবিএস এর নিকট প্রেরণ

জিআইইউ কর্তৃক এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটির সভায় এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	বিবিএস কর্তৃক এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার তালিকাসমূহ জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (এনডিসিসি)-তে উপস্থাপন
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটির সভায় জিআইইউ কর্তৃক প্রণীত এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার তালিকা নীতিগত অনুমোদন	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর সভাপতিত্বে এনডিসিসির সভায় এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার তালিকাসমূহ অনুমোদন

এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বিবিএস হতে জিআইইউ এর নিকট প্রেরণ

জিআইইউ কর্তৃক এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ অধিকতর প্রমিতকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারযোগ্য আকারে রূপান্তর

জিআইইউ কর্তৃক এসডিজি +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ প্রকাশ

৪.৩. বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এসডিজি স্থানীয়করণের প্রাথমিক ধাপে বিভাগীয় পর্যায়ে মূলত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে ১০০ জনের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী / চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি (নারী উদ্যোক্তা ও নবীন উদ্যোক্তাসহ), বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ইত্যাদি। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালাগুলো মূলত অংশগ্রহণকারীদের এসডিজি, এসডিজি স্থানীয়করণ এবং এসডিজি স্থানীয়করণের কৌশলগুলো বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী বিশেষত সরকারি কর্মকর্তাগণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনে প্রশিক্ষক হিসাবে এবং এসডিজি'র স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণে ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করেন। ৮টি বিভাগীয় শহরে আয়োজিত কর্মশালাগুলোতে প্রায় ৮০০ এর অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: খুলনা বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এবং এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

৪.৪. উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে মূল কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ৩৯+১ মডেলের আওতায় +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৮০ জন অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করেন। উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী / চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি (নারী উদ্যোক্তা ও নবীন উদ্যোক্তাসহ), বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ উপজেলার আওতাধীন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সরকারি কর্মকর্তাগণ।

বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী বিশেষত সরকারি কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালায় ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করেন। প্রথম পর্যায়ে এসডিজি, এসডিজি স্থানীয়করণ এবং উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি'র স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে ৩৯+১ মডেলের আওতায় +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ করা হয়। গ্রুপ ওয়ার্কে অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণের জন্য এসডিজি'র বৈশ্বিক এবং জাতীয় সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপ উক্ত বিশ্লেষণের আলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এসডিজি অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর একটি সূচককে উক্ত এলাকার জন্য অগ্রাধিকার সূচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্র: হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান।

৪.৫. উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১	১০০৪০৯	বরগুনা	আমতলী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২	১০০৪১৯	বরগুনা	বামনা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩	১০০৪২৮	বরগুনা	বরগুনা সদর	তৃতীয় লিঙ্গের শতভাগ জনগোষ্ঠীর টেকসই পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৪	১০০৪৪৭	বরগুনা	বেতাগী	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৫০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা	১৭	অংশীদারিত্ব
৫	১০০৪৮৫	বরগুনা	পাথরঘাটা	প্রতি ১,০০০জনে একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী (ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফ) নিশ্চিত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৬	১০০৪৯০	বরগুনা	তালতলী	প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৭	১০০৬০২	বরিশাল	আগৈলঝাড়া	কৃষিতে টেকসই সেচ নিশ্চিত করতে শতভাগ খাল সংস্কার/পুনঃখনন নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি
৮	১০০৬০৩	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৯	১০০৬০৭	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	শতভাগ গ্রামের সাথে উপজেলা শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০	১০০৬১০	বরিশাল	বানারীপাড়া	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
১১	১০০৬৩২	বরিশাল	গৌরনদী	পানের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
১২	১০০৬৩৬	বরিশাল	হিজলা	কৃষি উৎপাদনে জৈবসার ও কীটপতঙ্গ দমনে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি	২	টেকসই কৃষি
১৩	১০০৬৫১	বরিশাল	বরিশাল সদর	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১৪	১০০৬৬২	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	১	দারিদ্র্যের অবসান
১৫	১০০৬৬৯	বরিশাল	মুলাদী	মৎস্যের অভয়াশ্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার শতভাগ জনগণকে সংবেদনশীল করা	১৪	জলজ জীবন

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১৬	১০০৬৯৪	বরিশাল	উজিরপুর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
১৭	১০০৯১৮	ভোলা	ভোলা সদর	চরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৮	১০০৯২১	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	তেঁতুলিয়া ও মেঘনা নদীকে কেন্দ্র করে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও মৎস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ	১৪	জলজ জীবন
১৯	১০০৯২৫	ভোলা	চরফ্যাশন	আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সক্ষমতা দ্বিগুণ করা	১৪	জলজ জীবন
২০	১০০৯২৯	ভোলা	দৌলতখান	১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২১	১০০৯৫৪	ভোলা	লালমোহন	রপ্তানিমুখী মৎস্য সংরক্ষণাগার স্থাপন ও চালু করা	১৪	জলজীবন
২২	১০০৯৬৫	ভোলা	মনপুরা	ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৩	১০০৯৯১	ভোলা	তজুমদ্দিন	মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৪	১০৪২৪০	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৫	১০৪২৪৩	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	বিষখালী নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৬	১০৪২৭৩	ঝালকাঠি	নলছিটি	কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৭	১০৪২৮৪	ঝালকাঠি	রাজাপুর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৮	১০৭৮৩৮	পটুয়াখালী	বাউফল	নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৯	১০৭৮৫২	পটুয়াখালী	দশমিনা	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩০	১০৭৮৫৫	পটুয়াখালী	দুমকি	উপজেলায় স্বাস্থ্যখাতের সকল সেবাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে একটি প্লাটফর্মে সংযুক্ত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩১	১০৭৮৫৭	পটুয়াখালী	গলাচিপা	শতভাগ জমিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩২	১০৭৮৬৬	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চাষের আওতাধীন শতভাগ আবাদযোগ্য জমির লবণাক্ততামুক্ত করা	২	টেকসই কৃষি
৩৩	১০৭৮৭৬	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী জেলা সদর পর্যন্ত পায়রা নদীর উপর সংযোগ সেতু ও ভাঙনপ্রবণ অংশে নদী রক্ষাবাঁধ নির্মাণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৪	১০৭৮৯৫	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
৩৫	১০৭৮৯৭	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা	৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি
৩৬	১০৭৯১৪	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	ফসলের নিবিড়তা দ্বিগুণে উন্নীত করা	২	টেকসই কৃষি
৩৭	১০৭৯৪৭	পিরোজপুর	কাউখালী	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ গ্রোথ সেন্টারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৮	১০৭৯৫৮	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৯	১০৭৯৭৬	পিরোজপুর	নাজিরপুর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪০	১০৭৯৮০	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা	৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি
৪১	১০৭৯৮৭	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	প্রতি ০৩টি ওয়ার্ডের বিপরীতে ০১টি করে শিশু বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা	১১	টেকসই নগর
৪২	১০৭৯৯০	পিরোজপুর	ইন্দুরকানী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪৩	২০০৩০৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	আলীকদম	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৪	২০০৩১৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৫	২০০৩৫১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	লামা	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ৫০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে বৃদ্ধি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৬	২০০৩৭৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	নাইক্ষ্যংছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৪৭	২০০৩৮৯	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	রোয়াংছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪৮	২০০৩৯১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	রুমা	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৯	২০০৩৯৫	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	থানচি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৫০	২০১২০২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	উপজেলার আওতাধীন এলাকায় মাদক পাচার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৫১	২০১২০৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	আধুনিক মৎস্য আহরণ কেন্দ্র স্থাপন	১৪	জলজ জীবন
৫২	২০১২০৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর	কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৫৩	২০১২১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৫৪	২০১২৩৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৫৫	২০১২৬৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৫৬	২০১২৮৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	পারস্পরিক সম্প্রীতি উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বিবাদ সংক্রান্ত মামলার হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৫৭	২০১২৯০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৫৮	২০১২৯৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সরাইল	আধুনিক মিল্ক চিলিং প্লান্ট স্থাপন	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৫৯	২০১৩২২	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৬০	২০১৩৪৫	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৫০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা	১৭	অংশীদারিত্ব
৬১	২০১৩৪৭	চাঁদপুর	হাইমচর	মৎস্য আহরণ মৌসুম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে প্রণোদনা সুবিধাভোগী জেলের হার শতভাগে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৬২	২০১৩৪৯	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৬৩	২০১৩৫৮	চাঁদপুর	কচুয়া	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৬৪	২০১৩৭৬	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ ইউনিয়নকে সারাবছর ব্যবহার উপযোগী পাকা সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৬৫	২০১৩৭৯	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	ইলিশ আহরণের পরিমাণ ৩০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ	১৪	জলজ জীবন
৬৬	২০১৩৯৫	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৬৭	২০১৫০৪	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৬৮	২০১৫০৮	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৬৯	২০১৫১২	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৭০	২০১৫১৮	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	লেবু ও পেয়ারা ফসল বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
৭১	২০১৫৩৩	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	সংরক্ষিত বনায়নের বিদ্যমান আয়তন বজায় রাখা	১৫	জীববৈচিত্র্য
৭২	২০১৫৩৭	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কর্তন ও অপসারণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৭৩	২০১৫৩৯	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৭৪	২০১৫৪৭	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া	চুনতি অভয়ারণ্যের শতভাগ টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বজায় রাখা	১৫	জীববৈচিত্র্য
৭৫	২০১৫৫৩	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	শতভাগ নদী পুনঃখনন নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
৭৬	২০১৫৬১	চট্টগ্রাম	পটিয়া	শতভাগ নদী পুনঃখনন নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
৭৭	২০১৫৭০	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	পাহাড়ী পতিত শতভাগ জমিতে উন্নত জাতের ফলবাগান সৃজন করা	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৭৮	২০১৫৭৪	চট্টগ্রাম	রাউজান	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৭৯	২০১৫৭৮	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৮০	২০১৫৮২	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	পাহাড় কর্তন শূন্যে নামিয়ে আনা	১১	টেকসই নগর
৮১	২০১৫৮৬	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	জাহাজ ভাঙা শিল্পে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৮২	২০১৯০৯	কুমিল্লা	বরুড়া	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৮৩	২০১৯১৫	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৮৪	২০১৯১৮	কুমিল্লা	বুড়িচং	কারিগরি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৮৫	২০১৯২৭	কুমিল্লা	চান্দিনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৮৬	২০১৯৩১	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৮৭	২০১৯৩৩	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৮৮	২০১৯৩৬	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	ইলিয়টগঞ্জ থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত মহাসড়কের পাশে বিকল্প রাস্তা/টাউন সার্ভিস চালুকরণ, ওভারপাস ও আন্ডারপাস শতভাগ নির্মাণ সম্পন্নকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৮৯	২০১৯৪০	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯০	২০১৯৫৪	কুমিল্লা	হোমনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯১	২০১৯৬৭	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯২	২০১৯৭২	কুমিল্লা	লাকসাম	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৯৩	২০১৯৭৩	কুমিল্লা	লালমাই	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯৪	২০১৯৭৪	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
৯৫	২০১৯৭৫	কুমিল্লা	মেঘনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯৬	২০১৯৮১	কুমিল্লা	মুরাদনগর	দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইসিটি-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের হার দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৯৭	২০১৯৮৭	কুমিল্লা	নাঙ্গালকোট	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৯৮	২০১৯৯৪	কুমিল্লা	তিতাস	শতভাগ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি
৯৯	২০২২১৬	কক্সবাজার	চকরিয়া	১০টি লবণ শোধনাগার এবং ৫টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০০	২০২২২৪	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	পর্যটন ভিত্তিক পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০১	২০২২৪৫	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	কুতুবদিয়া দ্বীপের চারদিকে শতভাগ বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১০২	২০২২৪৯	কক্সবাজার	মহেশখালী	শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের হার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১০৩	২০২২৫৬	কক্সবাজার	পেকুয়া	১০টি লবণ শোধনাগার এবং ৫টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১০৪	২০২২৬৬	কক্সবাজার	রামু	৩৪,৩৪২টি কৃষক পরিবারকে সরাসরি আত্মনিয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কিত কর্মসৃজন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১০৫	২০২২৯০	কক্সবাজার	টেকনাফ	মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১০৬	২০২২৯৪	কক্সবাজার	উখিয়া	সামাজিক বনায়ন/ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উপজেলায় বনায়নের আওতাধীন জমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ	১৫	জীববৈচিত্র্য

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১০৭	২০৩০১৪	ফেনী	ছাগলনাইয়া	২০২৫ সালের মধ্যে তিন ফসলী জমিতে শতভাগ নিবিড়তা নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি
১০৮	২০৩০২৫	ফেনী	দাগনভূঞা	২০২৫ সালের মধ্যে আবাদযোগ্য অনাবাদী কৃষি জমির শতভাগ চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা	২	টেকসই কৃষি
১০৯	২০৩০২৯	ফেনী	ফেনী সদর	সকল সড়কের দুই পাশসহ প্রান্তিক ও পতিত ভূমি শতভাগ বনায়ন নিশ্চিত করা	১৫	জীববৈচিত্র্য
১১০	২০৩০৪১	ফেনী	ফুলগাজী	আবাদযোগ্য জমির মাটি কাটা ও অপসারণের পরিমাণ শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
১১১	২০৩০৫১	ফেনী	পরশুরাম	২০২৫ সালের মধ্যে সিলোনিয়া, মহুরী ও কহুয়া নদী তীরের শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১১২	২০৩০৯৪	ফেনী	সোনাগাজী	২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ জনসংখ্যাকে দুর্যোগ সহনীয় আবাসন ব্যবস্থার আওতায় আনা	১১	টেকসই নগর
১১৩	২০৪৬৪৩	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	দিঘীনালা	২০২৫ সালের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা	৪	গুণগত শিক্ষা
১১৪	২০৪৬৪৭	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	গুইমারা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১১৫	২০৪৬৪৯	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর	২০২৫ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
১১৬	২০৪৬৬১	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	লক্ষ্মীছড়ি	উপজেলার কৃষিপণ্যের উৎপাদন ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
১১৭	২০৪৬৬৫	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মহালছড়ি	২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তির হার দেড়গুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১১৮	২০৪৬৬৭	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মানিকছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১১৯	২০৪৬৭০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মাটিরাঙ্গা	পর্যটন খাতে শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ পর্যটন কেন্দ্র আধুনিকীকরণ	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১২০	২০৪৬৭৭	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	পানছড়ি	২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটন খাতে শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ একটি পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১২১	২০৪৬৮০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	রামগড়	২০২৫ সালের মধ্যে শিল্পখাতের কর্মসংস্থান ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১২২	২০৫১৩৩	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর	মেঘনা নদী ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১২৩	২০৫১৪৩	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১২৪	২০৫১৫৮	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্যে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১২৫	২০৫১৬৫	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১২৬	২০৫১৭৩	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১২৭	২০৭৫০৭	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি	২	টেকসই কৃষি
১২৮	২০৭৫১০	নোয়াখালী	চাটখিল	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
১২৯	২০৭৫২১	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	শতভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৩০	২০৭৫৩৬	নোয়াখালী	হাতিয়া	নদীভাঙন কবলিত শতভাগ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা	১১	টেকসই নগর
১৩১	২০৭৫৪৭	নোয়াখালী	কবিরহাট	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৩২	২০৭৫৮০	নোয়াখালী	সেনবাগ	আবাদযোগ্য জমির ৮০ শতাংশে জলাবদ্ধতার নিরসন	২	টেকসই কৃষি
১৩৩	২০৭৫৮৩	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	সকল হাট-বাজারে ১টি করে বর্জ্য অপসারণ অবকাঠামো নির্মাণ	১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন
১৩৪	২০৭৫৮৫	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	ত্রিফসলী কৃষি জমির অন্য কাজে ব্যবহার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
১৩৫	২০৭৫৮৭	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতে শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস কার্যক্রম চালুকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১৩৬	২০৮৪০৭	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বাঘাইছড়ি	স্থানীয় বনজ ও কৃষি ফসলের উৎপাদন হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৩৭	২০৮৪২১	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বরকল	কর্ণফুলী নদী তীরের শতভাগ অবৈধ দখলমুক্ত করা	১৪	জলজ জীবন
১৩৮	২০৮৪২৫	রাঙ্গামাটি	কাউখালী	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে	৩	সুস্বাস্থ্য

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
		পার্বত্য জেলা		মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা		
১৩৯	২০৮৪২৯	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বিলাইছড়ি	প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
১৪০	২০৮৪৩৬	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	কাপ্তাই	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৪১	২০৮৪৪৭	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	জুরাছড়ি	প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার শিক্ষার্থীর হার ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৪২	২০৮৪৫৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	লংগদু	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ ইউনিয়নকে সারাবছর ব্যবহার উপযোগী পাকা সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১৪৩	২০৮৪৭৫	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	নানিয়ারচর	দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইসিটি-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের হার দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৪৪	২০৮৪৭৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাজস্থলী	৬০ শতাংশ খানার পুকুর/জলাশয়/আঙিনায় আধুনিক মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
১৪৫	২০৮৪৮৭	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর	৬০ শতাংশ খানার পুকুর/জলাশয়/আঙিনায় আধুনিক মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
১৪৬	৩০২৬১৪	ঢাকা	ধামরাই	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৬০ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
১৪৭	৩০২৬১৮	ঢাকা	দোহার	আইসিটিতে ন্যূনতম দক্ষতার হার ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১৪৮	৩০২৬৩৮	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ	ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৪৯	৩০২৬৬২	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জের সাথে সংযুক্ত সকল ইউনিয়ন সড়ক শতভাগ পাকাকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১৫০	৩০২৬৭২	ঢাকা	সাভার	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৫১	৩০২৬৯০	ঢাকা	তেজগাঁও	বস্তিবাসীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১১	টেকসই নগর
১৫২	৩০২৯০৩	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১৫৩	৩০২৯১০	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৫৪	৩০২৯১৮	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১৫৫	৩০২৯২১	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	প্রাথমিক স্তরে গণিতে অকৃতকার্যের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৫৬	৩০২৯৪৭	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
১৫৭	৩০২৯৫৬	ফরিদপুর	মধুখালী	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১৫৮	৩০২৯৬২	ফরিদপুর	নগরকান্দা	শতভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাবার পানি এবং সাবান ও পানিসহ পৃথক হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১৫৯	৩০২৯৮৪	ফরিদপুর	সদরপুর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৬০	৩০২৯৯০	ফরিদপুর	সালথা	সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার শতভাগ অর্জন	৪	গুণগত শিক্ষা
১৬১	৩০৩৩৩০	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	শতভাগ প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা	১৪	জলজ জীবন
১৬২	৩০৩৩৩২	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৬৩	৩০৩৩৩৪	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
১৬৪	৩০৩৩৩৬	গাজীপুর	কাপাসিয়া	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৬৫	৩০৩৩৮৬	গাজীপুর	শ্রীপুর	শতভাগ কলকারখানায় নারী-পুরুষ বেতন-বৈষম্য দূরীকরণ	৫	জেন্ডার সমতায়ন
১৬৬	৩০৩৫৩২	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৬৭	৩০৩৫৪৩	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ শতভাগ নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
১৬৮	৩০৩৫৫১	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা	১৪	জলজ জীবন
১৬৯	৩০৩৫৫৮	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ শতভাগ নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১৭০	৩০৩৫৯১	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৭১	৩০৪৮০২	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৭২	৩০৪৮০৬	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
১৭৩	৩০৪৮১১	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
১৭৪	৩০৪৮২৭	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ প্রান্তিক পেশার মানুষের মধ্যে ঋণ প্রদানের মোট পরিমাণ দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১৭৫	৩০৪৮৩৩	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে দর্শনার্থীর সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৭৬	৩০৪৮৪২	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৬০ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
১৭৭	৩০৪৮৪৫	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদী	হাওর অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৭৮	৩০৪৮৪৯	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ কমিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
১৭৯	৩০৪৮৫৪	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৮০	৩০৪৮৫৯	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	হাওরভিত্তিক আধুনিক ও টেকসই প্রাকৃতিক মৎস্য খামারভিত্তিক কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৮১	৩০৪৮৭৬	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৮২	৩০৪৮৭৯	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	খাদ্য উৎপাদনকারী খানার সংখ্যা ৫০ শতাংশ বজায় রাখা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৮৩	৩০৪৮৯২	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
১৮৪	৩০৫৪৪০	মাদারীপুর	কালকিনি	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা	১০	অসমতা হ্রাস
১৮৫	৩০৫৪৫৪	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা	১০	অসমতা হ্রাস
১৮৬	৩০৫৪৮০	মাদারীপুর	রাজৈর	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা	১০	অসমতা হ্রাস

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১৮৭	৩০৫৪৮৭	মাদারীপুর	শিবচর	অভিবাসন প্রত্যাশীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের মাধ্যমে শতভাগ কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ	১০	অসমতা হ্রাস
১৮৮	৩০৫৬১০	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৮৯	৩০৫৬২২	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	শতভাগ প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা	১৪	জলজ জীবন
১৯০	৩০৫৬২৮	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯১	৩০৫৬৪৬	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯২	৩০৫৬৭০	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯৩	৩০৫৬৭৮	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১৯৪	৩০৫৬৮২	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯৫	৩০৫৯২৪	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৯৬	৩০৫৯৪৪	মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং	প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০-এ উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯৭	৩০৫৯৫৬	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৯৮	৩০৫৯৭৪	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	পল্লী সড়ক ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক যানবাহনের অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
১৯৯	৩০৫৯৮৪	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
২০০	৩০৫৯৯৪	মুন্সীগঞ্জ	টংগীবাড়ি	ধলেশ্বরী নদীর নাব্যতা ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ	১৪	জলজ জীবন
২০১	৩০৬৭০২	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	নদ-নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্লাস্টিক আবর্জনার ঘনত্ব ও রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১৪	জলজ জীবন
২০২	৩০৬৭০৪	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২০৩	৩০৬৭০৬	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
২০৪	৩০৬৭৫৮	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত নারীর হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২০৫	৩০৬৭৬৮	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২০৬	৩০৬৮০৭	নরসিংদী	বেলাবো	বায়োভিলেজ (নিরাপদ সবজি জোন) স্থাপনের মাধ্যমে অর্গানিক কৃষি/কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
২০৭	৩০৬৮৫২	নরসিংদী	মনোহরদী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২০৮	৩০৬৮৬০	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	অভিবাসন প্রত্যাশী শতভাগ জনশক্তিকে নিবন্ধন ও কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় আনা	১০	অসমতা হ্রাস
২০৯	৩০৬৮৬৩	নরসিংদী	পলাশ	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২১০	৩০৬৮৬৪	নরসিংদী	রায়পুরা	শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
২১১	৩০৬৮৭৬	নরসিংদী	শিবপুর	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২১২	৩০৮২০৭	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৩	সুস্বাস্থ্য
২১৩	৩০৮২২৯	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	দৌলতদিয়া পতিতা পল্লিসহ সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শতভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
২১৪	৩০৮২৪৭	রাজবাড়ী	কালুখালী	উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ	২	টেকসই কৃষি
২১৫	৩০৮২৭৩	রাজবাড়ী	পাংশা	উৎপাদিত কৃষিপণ্যের আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা দেড়গুণে উন্নীত করা	২	টেকসই কৃষি
২১৬	৩০৮২৭৬	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	নিরাপদ সবজির উৎপাদন দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
২১৭	৩০৮৬১৪	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২১৮	৩০৮৬২৫	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২১৯	৩০৮৬৩৬	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২২০	৩০৮৬৬৫	শরীয়তপুর	নড়িয়া	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২২১	৩০৮৬৬৯	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২২২	৩০৮৬৯৪	শরীয়তপুর	জাজিরা	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২২৩	৩০৯৩০৯	টাঙ্গাইল	বাসাইল	আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের হার দ্বিগুণ করা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২২৪	৩০৯৩১৯	টাঙ্গাইল	ভুয়াপুর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত নারীর হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২২৫	৩০৯৩২৩	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
২২৬	৩০৯৩২৫	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	নারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
২২৭	৩০৯৩২৮	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	নদীর নাব্যতা নিশ্চিতকরণে শতভাগ পুনঃখনন করা	১৪	জলজ জীবন
২২৮	৩০৯৩৩৮	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের হার ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২২৯	৩০৯৩৪৭	টাঙ্গাইল	কালিহাতী	পরিকল্পিতভাবে নদী খনন এবং বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	১৪	জলজ জীবন
২৩০	৩০৯৩৫৭	টাঙ্গাইল	মধুপুর	আদিবাসী পল্লি স্থাপনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মধুপুর গড় বনের শতভাগ পুনরুদ্ধার করে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	১৫	জীববৈচিত্র্য
২৩১	৩০৯৩৬৬	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	শতভাগ স্থানীয় সংযোগ সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৩২	৩০৯৩৭৬	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৩৩	৩০৯৩৮৫	টাঙ্গাইল	সখিপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৩৪	৩০৯৩৯৫	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	তাঁতশিল্প ট্রেড কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৪	গুণগত শিক্ষা
২৩৫	৪০০১০৮	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা	১৪	জলজ জীবন

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২৩৬	৪০০১১৪	বাগেরহাট	চিতলমারী	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা	১৪	জলজ জীবন
২৩৭	৪০০১৩৪	বাগেরহাট	ফকিরহাট	৫০ শতাংশ আবাদযোগ্য জমিতে জৈব (অর্গানিক) পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
২৩৮	৪০০১৩৮	বাগেরহাট	কচুয়া	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৩৯	৪০০১৫৬	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা	১৪	জলজ জীবন
২৪০	৪০০১৫৮	বাগেরহাট	মোংলা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৪১	৪০০১৬০	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৪২	৪০০১৭৩	বাগেরহাট	রামপাল	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৪৩	৪০০১৭৭	বাগেরহাট	শরণখোলা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৪৪	৪০১৮০৭	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
২৪৫	৪০১৮২৩	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
২৪৬	৪০১৮৩১	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
২৪৭	৪০১৮৫৫	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উৎপাদন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিপিআর টিকা প্রদানের হার শতভাগে উন্নীতকরণ	২	টেকসই কৃষি
২৪৮	৪০৪১০৪	যশোর	অভয়নগর	পরিকল্পিতভাবে নদী খনন ও বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	১৪	জলজ জীবন
২৪৯	৪০৪১০৯	যশোর	বাঘারপাড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৫০	৪০৪১১১	যশোর	চৌগাছা	আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে সন্তুষ্টির হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
২৫১	৪০৪১২৩	যশোর	ঝিকরগাছা	কপোতাক্ষ নদ দখলমুক্তকরণ ও পুনঃখননের মাধ্যমে অবাধ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২৫২	৪০৪১৩৮	যশোর	কেশবপুর	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দেড়গুণ করা	২	টেকসই কৃষি
২৫৩	৪০৪১৪৭	যশোর	যশোর সদর	হস্তশিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৫৪	৪০৪১৬১	যশোর	মণিরামপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৫৫	৪০৪১৯০	যশোর	শার্শা	গ্রামীণ সড়কের শতভাগ পাকা নিশ্চিতকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৫৬	৪০৪৪১৪	ঝিনাইদহ	হরিণাকুণ্ডু	গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা	১১	টেকসই নগর
২৫৭	৪০৪৪১৯	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৫৮	৪০৪৪৩৩	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ	গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা	১১	টেকসই নগর
২৫৯	৪০৪৪৪২	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	উৎপাদন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৬০	৪০৪৪৭১	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	উৎপাদন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৬১	৪০৪৪৮০	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	সামাজিক কোন্দল কমিয়ে এনে মিথ্যা মামলা দায়েরের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
২৬২	৪০৪৭১২	খুলনা	বটিয়াঘাটা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
২৬৩	৪০৪৭১৭	খুলনা	দাকোপ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৬৪	৪০৪৭২১	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	চরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে শতভাগ পদায়ন ও কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	৩	সুস্বাস্থ্য
২৬৫	৪০৪৭৩০	খুলনা	ডুমুরিয়া	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
২৬৬	৪০৪৭৪০	খুলনা	দিঘলিয়া	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৬৭	৪০৪৭৫৩	খুলনা	কয়রা	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৬৮	৪০৪৭৬৪	খুলনা	পাইকগাছা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২৬৯	৪০৪৭৬৯	খুলনা	ফুলতলা	পানি ব্যবহারে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৭০	৪০৪৭৭৫	খুলনা	রূপসা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৭১	৪০৪৭৯৪	খুলনা	তেরখাদা	প্রাক-প্রাথমিকে শিশুর অংশগ্রহণকারীর হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
২৭২	৪০৫০১৫	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৭৩	৪০৫০৬৩	কুষ্টিয়া	খোকসা	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৭৪	৪০৫০৭১	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	মোট তাঁতের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৭৫	৪০৫০৭৯	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	পরিকল্পিতভাবে গড়াই নদীর ন্যূনতম ৮০ শতাংশ ড্রেজিং করে টেকসই প্রবাহ নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
২৭৬	৪০৫০৯৪	কুষ্টিয়া	মিরপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৭৭	৪০৫৫৫৭	মাগুরা	মাগুরা সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৭৮	৪০৫৫৬৬	মাগুরা	মহম্মদপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
২৭৯	৪০৫৫৮৫	মাগুরা	শালিখা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৮০	৪০৫৫৯৫	মাগুরা	শ্রীপুর	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৮১	৪০৫৭৪৭	মেহেরপুর	গাংনী	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
২৮২	৪০৫৭৬০	মেহেরপুর	মুজিবনগর	সমবায়ভিত্তিক কৃষি উদ্যোগের সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৮৩	৪০৫৭৮৭	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত জনসংখ্যার হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৮৪	৪০৬৫২৮	নড়াইল	কালিয়া	মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা	১৪	জলজ জীবন

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
২৮৫	৪০৬৫৫২	নড়াইল	লোহাগড়া	স্থানীয় কৃষি পণ্য বাজারকরণের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৩টি কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৮৬	৪০৬৫৭৬	নড়াইল	নড়াইল সদর	স্থানীয় কৃষি পণ্য বাজারকরণের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৩টি কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৮৭	৪০৮৭০৪	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৮৮	৪০৮৭২৫	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৮৯	৪০৮৭৪৩	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
২৯০	৪০৮৭৪৭	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
২৯১	৪০৮৭৮২	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	সুপরিকল্পিত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা	১৪	জলজ জীবন
২৯২	৪০৮৭৮৬	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	মৎস্যচাষী বান্ধব সুবিধা নিশ্চিত করে মৎস্য উৎপাদন দেড়গুণ করা	১৪	জলজ জীবন
২৯৩	৪০৮৭৯০	সাতক্ষীরা	তালা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
২৯৪	৪৫৩৯০৭	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
২৯৫	৪৫৩৯১৫	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	নদীভাঙন কবলিত শতভাগ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা	১১	টেকসই নগর
২৯৬	৪৫৩৯২৯	জামালপুর	ইসলামপুর	চরাঞ্চলসহ কর্মসংস্থানের হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৯৭	৪৫৩৯৩৬	জামালপুর	জামালপুর সদর	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২৯৮	৪৫৩৯৫৮	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	শতভাগ রাস্তা, বাঁধ ও খাসজমি বৃক্ষরোপণের আওতায় আনা	১৫	জীববৈচিত্র্য
২৯৯	৪৫৩৯৬১	জামালপুর	মেলান্দহ	নদীর শতভাগ এলাকা দখলমুক্তকরণ নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
৩০০	৪৫৩৯৮৫	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	বন্ধ হয়ে যাওয়া শতভাগ কলকারখানা পুনঃসচল করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩০১	৪৫৬১১৩	ময়মনসিংহ	ভালুকা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩০২	৪৫৬১১৬	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩০৩	৪৫৬১২০	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩০৪	৪৫৬১২২	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩০৫	৪৫৬১২৩	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩০৬	৪৫৬১২৪	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীদের বিগত ১২ মাসে যৌন নির্যাতনের শিকারের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৩০৭	৪৫৬১৩১	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	কর্মস্থলে নারীবান্ধব পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নারীর সংখ্যা ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩০৮	৪৫৬১৫২	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	নারী নির্যাতনের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৩০৯	৪৫৬১৬৫	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩১০	৪৫৬১৭২	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীদের বিগত ১২ মাসে যৌন নির্যাতনের শিকারের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৩১১	৪৫৬১৮১	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	প্রতি ১,০০০ জনে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার দ্বিগুণ করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩১২	৪৫৬১৮৮	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	জলাবদ্ধতা নিরসনে বিল, নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় দখলমুক্তকরণ ও সংরক্ষণের আওতায় আনা	১৪	জলজ জীবন
৩১৩	৪৫৬১৯৪	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	নারী নির্যাতনের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৩১৪	৪৫৭২০৪	নেত্রকোণা	আটপাড়া	মগড়া নদীর জমি পুনরুদ্ধার, খনন ও নদীর উভয় তীরে অংশগ্রহণমূলক বনায়ন নিশ্চিতকরণ	১৪	জলজ জীবন
৩১৫	৪৫৭২০৯	নেত্রকোণা	বারহাট্টা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৩১৬	৪৫৭২১৮	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৩১৭	৪৫৭২৩৮	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৩১৮	৪৫৭২৪০	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩১৯	৪৫৭২৪৭	নেত্রকোণা	কেন্দুয়া	শতভাগ জনসংখ্যার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের হার নিশ্চিত করা	৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি
৩২০	৪৫৭২৫৬	নেত্রকোণা	মদন	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৩২১	৪৫৭২৬৩	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৩২২	৪৫৭২৭৪	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক স্বাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৩২৩	৪৫৭২৮৩	নেত্রকোণা	পূর্বধলা	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৩২৪	৪৫৮৯৩৭	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	গজনীসহ অন্যান্য অবকাশ/পর্যটন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩২৫	৪৫৮৯৬৭	শেরপুর	নকলা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩২৬	৪৫৮৯৭০	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	ভোগাই নদে ভাঙন রোধে টেকসই স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩২৭	৪৫৮৯৮৮	শেরপুর	শেরপুর সদর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
৩২৮	৪৫৮৯৯০	শেরপুর	শ্রীবরদী	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩২৯	৫০১০০৬	বগুড়া	আদমদীঘি	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৩৩০	৫০১০২০	বগুড়া	বগুড়া সদর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৩১	৫০১০২৭	বগুড়া	ধুনট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৩২	৫০১০৩৩	বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৩৩	৫০১০৪০	বগুড়া	গাবতলী	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৩৪	৫০১০৫৪	বগুড়া	কাহালু	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৩৫	৫০১০৬৭	বগুড়া	নন্দীগ্রাম	জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনকারী বিদ্যমান কৃষকের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩৩৬	৫০১০৮১	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনকারী বিদ্যমান কৃষকের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
৩৩৭	৫০১০৮৫	বগুড়া	শাজাহানপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৩৮	৫০১০৮৮	বগুড়া	শেরপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৩৯	৫০১০৯৪	বগুড়া	শিবগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৪০	৫০১০৯৫	বগুড়া	সোনাতলা	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৩৪১	৫০৩৮১৩	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মুরগির মাংস উৎপাদন ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৩৪২	৫০৩৮৪৭	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩৪৩	৫০৩৮৫৮	জয়পুরহাট	কালাই	দুটি কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৪৪	৫০৩৮৬১	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	শতভাগ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি
৩৪৫	৫০৩৮৭৪	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩৪৬	৫০৬৪০৩	নওগাঁ	আত্রাই	আত্রাই নদীতে বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি রাবার ড্যাম স্থাপন	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৪৭	৫০৬৪০৬	নওগাঁ	বদলগাছী	ছোট যমুনা নদীতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও দখলমুক্তকরণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩৪৮	৫০৬৪২৮	নওগাঁ	ধামইরহাট	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৪৯	৫০৬৪৪৭	নওগাঁ	মান্দা	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৫০	৫০৬৪৫০	নওগাঁ	মহাদেবপুর	আত্রাই নদী সংস্কার করে পর্যটন কেন্দ্র, মৎস্য ও অতিথি/পরিযায়ী পাখিদের অভয়াশ্রম স্থাপন	১৪	জলজ জীবন
৩৫১	৫০৬৪৬০	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৫২	৫০৬৪৬৯	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	শতভাগ খাল, বিল, নদী ও পুকুর সংস্কার ও উন্নয়ন	১৪	জলজ জীবন
৩৫৩	৫০৬৪৭৫	নওগাঁ	পত্নীতলা	আধুনিক আম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩৫৪	৫০৬৪৭৯	নওগাঁ	পোরশা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
৩৫৫	৫০৬৪৮৫	নওগাঁ	রাণীনগর	ছোট যমুনা নদীতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও দখলমুক্তকরণ	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩৫৬	৫০৬৪৮৬	নওগাঁ	সাপাহার	আধুনিক আম প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট সুবিধাসহ একটি কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম ২টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৫৭	৫০৬৯০৯	নাটোর	বাগাতিপাড়া	জেলা সদরের সাথে ২০ কিলোমিটার সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৫৮	৫০৬৯১৫	নাটোর	বড়াইগ্রাম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৩৫৯	৫০৬৯৪১	নাটোর	গুরুদাসপুর	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ২৫:১ নিশ্চিতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৩৬০	৫০৬৯৪৪	নাটোর	লালপুর	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৬১	৫০৬৯৫৫	নাটোর	নলডাঙ্গা	২০২৫ সালের মধ্যয় বিদ্যমান শস্যের নিবিড়তা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
৩৬২	৫০৬৯৬৩	নাটোর	নাটোর সদর	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৬৩	৫০৬৯৯১	নাটোর	সিংড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৬৪	৫০৭০১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ১০টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৬৫	৫০৭০৩৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ৫টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৬৬	৫০৭০৫৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৬৭	৫০৭০৬৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ৫টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
				আম সংরক্ষণাগার স্থাপন		
৩৬৮	৫০৭০৮৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৭০ শতাংশ আম ম্যাংগো পাল্পে রূপান্তরের সক্ষমতাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্ল্যান্ট স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৬৯	৫০৭৬০৫	পাবনা	আটঘরিয়া	সবজি সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
৩৭০	৫০৭৬১৬	পাবনা	বেড়া	উপজেলার সাথে গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়কসমূহের হাটবাজার সংলগ্ন অংশ শতভাগ প্রশস্তকরণ ও ভারী যানবাহন চলাচল উপযোগী করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৭১	৫০৭৬১৯	পাবনা	ভাঙ্গুড়া	দিলপাশা ইউনিয়নের সাথে উপজেলা সংযোগ সড়ক পাকা করা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেতু নির্মাণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৭২	৫০৭৬২২	পাবনা	চাটমোহর	একটি গার্লিক রিসোর্স সেন্টার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৭৩	৫০৭৬৩৩	পাবনা	ফরিদপুর	জেলা সংযোগ সড়কটি ফুটপাতসহ দুই লেনে রূপান্তর	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৭৪	৫০৭৬৩৯	পাবনা	ঈশ্বরদী	ঈশ্বরদী উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ প্রণয়ন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৭৫	৫০৭৬৫৫	পাবনা	পাবনা সদর	শতভাগ জলাধার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা	১৪	জলজ জীবন
৩৭৬	৫০৭৬৭২	পাবনা	সাঁথিয়া	জৈবসার ব্যবহারের অনুপাত অর্ধেক উন্নীতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৩৭৭	৫০৭৬৮৩	পাবনা	সুজানগর	প্রতি ইউনিয়নে পাট ও পেঁয়াজ ক্রয় কেন্দ্র এবং সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৭৮	৫০৮১১০	রাজশাহী	বাঘা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৩৭৯	৫০৮১১২	রাজশাহী	বাগমারা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৩৮০	৫০৮১২৫	রাজশাহী	চারঘাট	স্থানীয় খয়েরের উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৮১	৫০৮১৩১	রাজশাহী	দুর্গাপুর	২০২৫ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংকেজ তৈরি করা	২	টেকসই কৃষি
৩৮২	৫০৮১৩৪	রাজশাহী	গোদাগাড়ি	৫টি কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৮৩	৫০৮১৫৩	রাজশাহী	মোহনপুর	মোট আবাদযোগ্য জমির ১ শতাংশ পান চাষের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৩৮৪	৫০৮১৭২	রাজশাহী	পবা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা	২	টেকসই কৃষি
৩৮৫	৫০৮১৮২	রাজশাহী	পুঠিয়া	পুঠিয়া রাজবাড়ী ও তার অধীন দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৮৬	৫০৮১৯৪	রাজশাহী	তানোর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৮৭	৫০৮৮১১	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩৮৮	৫০৮৮২৭	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	নদীভাঙন থেকে রক্ষার জন্য টেকসই উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩৮৯	৫০৮৮৪৪	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৫০০০ প্লটবিশিষ্ট একটি বিশেষ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৯০	৫০৮৮৫০	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	প্রতিটি চরে কৃষিপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	২	টেকসই কৃষি
৩৯১	৫০৮৮৬১	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	একটি বিশেষ কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৯২	৫০৮৮৬৭	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	নদীভাঙন থেকে রক্ষার জন্য উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৩৯৩	৫০৮৮৭৮	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন করে তীরবর্তী এলাকায় সৃষ্ট চরে ৫,০০০ মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৯৪	৫০৮৮৮৯	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি আধুনিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপন	১৪	জলজ জীবন
৩৯৫	৫০৮৮৯৪	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৯৬	৫৫২৭১০	দিনাজপুর	বিরামপুর	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৩৯৭	৫৫২৭১২	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৪০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৩৯৮	৫৫২৭১৭	দিনাজপুর	বিরল	বিরল স্থলবন্দর চালুকরণ	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৩৯৯	৫৫২৭২১	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	নদী-নালা, খাল-বিলে পরিচালিত দূষণবিরোধী অভিযানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪০০	৫৫২৭৩০	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
				ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা		
৪০১	৫৫২৭৩৮	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪০২	৫৫২৭৪৩	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪০৩	৫৫২৭৪৭	দিনাজপুর	হাকিমপুর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪০৪	৫৫২৭৫৬	দিনাজপুর	কাহারোল	বনায়নের আওতাধীন মোট ভূমি ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ	১৫	জীববৈচিত্র্য
৪০৫	৫৫২৭৬০	দিনাজপুর	খানসামা	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪০৬	৫৫২৭৬৪	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	চাল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
৪০৭	৫৫২৭৬৯	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান ও আশুরার বিল পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তর করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪০৮	৫৫২৭৭৭	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪০৯	৫৫৩২২১	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
৪১০	৫৫৩২২৪	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪১১	৫৫৩২৩০	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	হোশিয়ারি শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪১২	৫৫৩২৬৭	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪১৩	৫৫৩২৮২	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	গবাদি প্রাণি উৎপাদনের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	২	টেকসই কৃষি
৪১৪	৫৫৩২৮৮	গাইবান্ধা	সাঘাটা	রেলওয়ের পরিত্যক্ত ৬০০ বিঘা জমিতে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪১৫	৫৫৩২৯১	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪১৬	৫৫৪৯০৬	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা স্থাপন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪১৭	৫৫৪৯০৮	কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর	শতভাগ কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর	৩	সুস্বাস্থ্য

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
				প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা		
৪১৮	৫৫৪৯০৯	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪১৯	৫৫৪৯১৮	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪২০	৫৫৪৯৫২	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	নদীভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৪২১	৫৫৪৯৬১	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪২২	৫৫৪৯৭৭	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৪২৩	৫৫৪৯৭৯	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৪২৪	৫৫৪৯৯৪	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪২৫	৫৫৫২০২	লালমনিরহাট	আদিতমারী	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪২৬	৫৫৫২৩৩	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা	৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি
৪২৭	৫৫৫২৩৯	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪২৮	৫৫৫২৫৫	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৪২৯	৫৫৫২৭০	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৩০	৫৫৭৩১২	নীলফামারী	ডিমলা	মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ২০ শতাংশ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৩১	৫৫৭৩১৫	নীলফামারী	ডোমার	কর্মসংস্থানের হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৩২	৫৫৭৩৩৬	নীলফামারী	জলঢাকা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৩৩	৫৫৭৩৪৫	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৩৪	৫৫৭৩৬৪	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৪৩৫	৫৫৭৩৮৫	নীলফামারী	সৈয়দপুর	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা দেড়গুণ করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪৩৬	৫৫৭৭০৪	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৩৭	৫৫৭৭২৫	পঞ্চগড়	বোদা	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৩৮	৫৫৭৭৩৪	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৩৯	৫৫৭৭৭৩	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৪০	৫৫৭৭৯০	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৪১	৫৫৮৫০৩	রংপুর	বদরগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৪২	৫৫৮৫২৭	রংপুর	গংগাচড়া	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৪৩	৫৫৮৫৪২	রংপুর	কাউনিয়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৪৪	৫৫৮৫৪৯	রংপুর	রংপুর সদর	২০৩০ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৪৪৫	৫৫৮৫৫৮	রংপুর	মিঠাপুকুর	স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব দ্বিগুণ করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৪৬	৫৫৮৫৭৩	রংপুর	পীরগাছা	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫	জেন্ডার সমতায়ন
৪৪৭	৫৫৮৫৭৬	রংপুর	পীরগঞ্জ	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবীণদের জন্য পৃথক হেলথ কর্নার স্থাপন	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৪৮	৫৫৮৫৯২	রংপুর	তারাগঞ্জ	তামাক চাষের অধীন জমির পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৪৯	৫৫৯৪০৮	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৫০	৫৫৯৪৫১	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শতভাগ জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৫১	৫৫৯৪৮২	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	শতভাগ ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের আওতায় আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৫২	৫৫৯৪৮৬	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
						প্রবৃদ্ধি
৪৫৩	৫৫৯৪৯৪	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৫৪	৬০৩৬০২	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৫৫	৬০৩৬০৫	হবিগঞ্জ	বাহুবল	শতভাগ চা-শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনি সুবিধার আওতায় আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৫৬	৬০৩৬১১	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	মোট আয়তনের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ জলাভূমিতে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা	১৪	জলজ জীবন
৪৫৭	৬০৩৬২৬	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৫৮	৬০৩৬৪৪	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৫৯	৬০৩৬৬৮	হবিগঞ্জ	লাখাই	ভাসমান কৃষি কার্যক্রম দেড়গুণে উন্নীত করা	২	টেকসই কৃষি
৪৬০	৬০৩৬৭১	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদক পাচার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা	১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
৪৬১	৬০৩৬৭৭	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সুবিধাভোগীর আওতায় জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীতকরণ	৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি
৪৬২	৬০৫৮১৪	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	শতভাগ পতিত কৃষিজমিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৪৬৩	৬০৫৮৩৫	মৌলভীবাজার	জুড়ী	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৬৪	৬০৫৮৫৬	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সন্তুষ্টির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৬৫	৬০৫৮৬৫	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	চা-শ্রমিক, হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার শতভাগে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৬৬	৬০৫৮৭৪	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	প্রাক-প্রাথমিকে শিশুর অংশগ্রহণকারীর হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৬৭	৬০৫৮৮০	মৌলভীবাজার	রাজনগর	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৪৬৮	৬০৫৮৮৩	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গাল	পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪৬৯	৬০৯০১৮	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	শতভাগ বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
৪৭০	৬০৯০২৩	সুনামগঞ্জ	ছাতক	শতভাগ পতিত কৃষিজমি খাদ্য উৎপাদনের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৭১	৬০৯০২৭	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	শতভাগ নদী পুনঃখনন সম্পন্ন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য রাবার ড্যাম্প/স্লুইচ গেইট নির্মাণ করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
৪৭২	৬০৯০২৯	সুনামগঞ্জ	দিরাই	শতভাগ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নিশ্চিতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৪৭৩	৬০৯০৩২	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	শতভাগ কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	৩	সুস্বাস্থ্য
৪৭৪	৬০৯০৩৩	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	রিটেইনিং ওয়ালসহ শতভাগ আরসিসি সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪৭৫	৬০৯০৪৭	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	হাওর অঞ্চলের শতভাগ জনসংখ্যাকে অন্যূন ২ কিলোমিটারের মধ্যে অভিঘাত সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব পাকা সড়ক সুবিধার আওতায় আনা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪৭৬	৬০৯০৫০	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৭৭	৬০৯০৮৬	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	শতভাগ নদী খনন সম্পন্নকরণ	১৪	জলজ জীবন
৪৭৮	৬০৯০৮৯	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১	দারিদ্র্যের অবসান
৪৭৯	৬০৯০৯২	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর	হাওরে ন্যূনতম ১০০০টি হাঁসবিশিষ্ট খামারের সংখ্যা এক হাজারে উন্নীতকরণ	২	টেকসই কৃষি
৪৮০	৬০৯১০৮	সিলেট	বালাগঞ্জ	খনন ও সংস্কারযোগ্য শতভাগ নদী ও হাওড়ের খনন নিশ্চিত করে মৎস্যচাষের আওতায় আনা	১৪	জলজ জীবন
৪৮১	৬০৯১১৭	সিলেট	বিয়ানীবাজার	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৮২	৬০৯১২০	সিলেট	বিশ্বনাথ	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৮৩	৬০৯১২৭	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	বালু ও পাথর আহরণে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশের বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৮৪	৬০৯১৩১	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি

ক্রঃ	জিও কোড	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
৪৮৫	৬০৯১৩৫	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	কুশিয়ারা নদীর ভাঙন ৭৫ শতাংশ হ্রাস করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
৪৮৬	৬০৯১৩৮	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৮৭	৬০৯১৪১	সিলেট	গোয়াইনঘাট	স্থানীয় পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪৮৮	৬০৯১৫৩	সিলেট	জৈন্তাপুর	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৮৯	৬০৯১৫৯	সিলেট	কানাইঘাট	শতভাগ এক ফসলী কৃষি জমিকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর করা	২	টেকসই কৃষি
৪৯০	৬০৯১৬০	সিলেট	ওসমানীনগর	ইউনিয়নভিত্তিক শতভাগ উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
৪৯১	৬০৯১৬২	সিলেট	সিলেট সদর	অনাবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৪৯২	৬০৯১৯৪	সিলেট	জকিগঞ্জ	কৃষি খাতে নিয়োজিত জনবলের ৭৫ শতাংশকে কৃষি ও উন্নত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

৪.৬. জেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা:

উপজেলার পর জেলা পর্যায়ে এসডিজি'র স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণে জেলায়সমূহে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জেলার আওতাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী / চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি (নারী উদ্যোক্তা ও নবীন উদ্যোক্তাসহ), বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কর্মশালায় প্রথমে একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালার উদ্দেশ্য, এসডিজি, এসডিজি স্থানীয়করণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। অতঃপর গ্রুপ ওয়ার্ক এবং আলোচনার মাধ্যমে উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহের মধ্যে হতে একটি অথবা জেলার জন্য অন্য একটি নতুন অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণের জন্য এসডিজি বৈশ্বিক ও জাতীয় সূচকসমূহ এবং উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপ উক্ত বিশ্লেষণের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এসডিজি অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর একটি সূচককে উক্ত জেলার জন্য অগ্রাধিকার সূচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্র: মুন্সীগঞ্জ জেলা কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার।

৪.৭. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তবতা, জনসাধারণের চাহিদা এবং সরকারের সক্ষমতা বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা এবং স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার জন্য ১টি করে অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের সাথে জেলা পর্যায়ের একটি অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে এসডিজি স্থানীয়করণে জেলা পর্যায়ে ৩৯+১ মডেল প্রণয়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কুমিল্লা জেলার জন্য উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ১টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ১টি অগ্রাধিকার সূচক জাতীয় ৩৯ অগ্রাধিকার সূচকের সাথে যুক্ত করে কুমিল্লার জন্য ৩৯+১ স্থানীয়করণ মডেল চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট
বরিশাল	নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থদের শতভাগ পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ	১
ঝালকাঠি	উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	১
সাতক্ষীরা	মৎস্য আহরণকারী জেলেদের ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	১
ফেনী	আবাদযোগ্য জমি থেকে ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে উপরস্তরের মাটি কর্তন ও অপসারণ শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২
গাজীপুর	শতভাগ কৃষিজমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২
কিশোরগঞ্জ	খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে মাঝারি ও তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২
রাজবাড়ী	সবজি ও মসলাজাতীয় ফসলের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে বিষমুক্ত সবজি এবং মসলা জাতীয় ফসল (সরিষা, কালোজিরা, ধনিয়া ও পেঁয়াজ) উৎপাদনের মোট পরিমাণ দেড়গুণ করা	২
চুয়াডাঙ্গা	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা	২
ঝিনাইদহ	টেকসই কৃষির আওতায় কৃষি জমির অনুপাত ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণ	২

জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট
নাটোর	শস্যের নিবিড়তার হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নিরাপদ আমের উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কর্মসংস্থানের অনুপাত ১০ শতাংশে উন্নীত করা	২
পাবনা	আবাদের অধীন মোট জমির ৫০ শতাংশে জৈবসারের ব্যবহার নিশ্চিত করা	২
রাজশাহী	আবাদযোগ্য কৃষিজমির অনুপাত ৬০ শতাংশ বজায় রাখা	২
গাইবান্ধা	চরাঞ্চলে অনাবাদী জমির শতভাগ আবাদযোগ্য জমিতে উন্নীতকরণ	২
সিলেট	শতভাগ পতিত কৃষিজমি আবাদের আওতায় আনা	২
বরগুনা	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৩
পটুয়াখালী	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিত করা	৩
রাঙ্গামাটি	২০২৮ সালের পূর্বে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে এনে পরপর ৩ বছর সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা	৩
জয়পুরহাট	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিতকরণ	৩
লালমনিরহাট	সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১.২ এ নামিয়ে আনা	৩
কুমিল্লা	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪
ফরিদপুর	১১-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার শতভাগে উন্নীত করা	৪
মানিকগঞ্জ	কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ তরুণ (১৫-২৪) জনসংখ্যার হার দ্বিগুণ করা	৪
মুন্সীগঞ্জ	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪
টাঙ্গাইল	শতভাগ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ তাঁতশিল্প বিষয়ক ট্রেড কোর্স চালুকরণ	৪
নেত্রকোণা	মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ১:১ নিশ্চিত করা	৪
ঠাকুরগাঁও	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করা	৪
মৌলভীবাজার	চা বাগানে বসবাসরত শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীত করা	৪
ভোলা	১৫ বছরের পূর্বে নারীদের বিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫
শরীয়তপুর	১৫ বছরের পূর্বে নারীদের বিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৫
শেরপুর	বয়স ও ঘটনাস্থল ভেদে স্বামী বহির্ভূত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও কন্যার শতকরা হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা	৫
পিরোজপুর	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা	৬
নোয়াখালী	নোয়াখালী শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে শতভাগ ড্রেন ও খালসমূহ দখলমুক্ত ও পরিষ্কার নিশ্চিত করা	৬
খুলনা	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা	৬
বগুড়া	করতোয়া নদীর ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এলাকা দূষণমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন করা।	৬
গোপালগঞ্জ	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮
মাগুরা	মোট কর্মসংস্থানে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের অংশ দেড় গুণে উন্নীত করা	৮
মেহেরপুর	শোভন কর্মসংস্থানের হার দেড়গুণ করা	৮
নড়াইল	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণে উন্নীত করা	৮
রংপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণ করা	৮
দিনাজপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত ২০ শতাংশে উন্নীত করা	৮

জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ	অভীষ্ট
কুড়িগ্রাম	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা	৮
নীলফামারী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা	৮
বান্দরবান	বান্দরবান জেলাকে টেকসই পর্যটন জেলা ঘোষণা করে পর্যটন বিকাশের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন	৯
কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলাকে টেকসই পর্যটন নগরীতে পরিণত করতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন	৯
খাগড়াছড়ি	পর্যটন শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প খাতের রাজস্ব আয় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৯
যশোর	হস্তশিল্পের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা	৯
কুষ্টিয়া	তাঁতশিল্পের অধীন মোট ইউনিট সংখ্যা ১২,০০০-এ উন্নীত করা	৯
ময়মনসিংহ	এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করা	৯
পঞ্চগড়	স্থানীয় কৃষিভিত্তিক শিল্প কারাখানা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা	৯
হবিগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৯
সুনামগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৯
মাদারীপুর	মোট অভিবাসীর সংখ্যা দেড়গুণ করা	১০
ঢাকা	ঢাকা মহানগরের মোট জনসংখ্যার তুলনায় বস্তিবাসী, অনানুষ্ঠানিক ও অপর্যাপ্ত গৃহায়নের আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১১
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামকে টেকসই ও ঝুঁকিমুক্ত বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে শতভাগ খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত করে পুনঃখনন করা	১৩
লক্ষ্মীপুর	মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩
জামালপুর	যমুনা তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩
সিরাজগঞ্জ	সকল নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ অংশের শতভাগে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩
চাঁদপুর	নদী হতে মৎস্য আহরণের পরিমাণ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা	১৪
নারায়ণগঞ্জ	নদ-নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্লাস্টিক আবর্জনার ঘনত্ব ও রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি ৫০ শতাংশ হ্রাসকরণ	১৪
বাগেরহাট	শতভাগ নদী ও খাল ২০২৫ সালের মধ্য দখলমুক্ত করে ২০৩০ সালের মধ্যে খনন নিশ্চিত করা	১৪
নওগাঁ	শতভাগ খাল-বিল ও পুকুরসমূহ খনন ও সংস্কার সাধন নিশ্চিত করা	১৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সম্প্রীতি উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণে সংঘটিত সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা	১৬
নরসিংদী	৫ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্মনিবন্ধন হার শতভাগে উন্নীত করা	১৬

৪.৮. জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ চূড়ান্তকরণ

স্থানীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা হতে জেলায় এবং জেলা প্রশাসকগণ জেলা হতে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার বরাবর প্রেরণ করে। বিভাগীয় কমিশনারগণ তাঁদের আওতাভুক্ত জেলা ও উপজেলাসমূহের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সমন্বিত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট-এর নিকট প্রেরণ করেন।

চিত্র: জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট পরবর্তী পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত ৬৪টি জেলা অগ্রাধিকার সূচক এবং ৪৯২টি উপজেলা সূচক প্রমিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ বিষয়ে প্রথমেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট-এর আয়োজনে একত্রীকৃত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহকে অধিকতর প্রমিত করার লক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে এসডিজি সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এসডিজি বাস্তবায়নকাজে সরাসরি সম্পৃক্ত ৫০জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ , পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় +১ অগ্রাধিকারসমূহকে অধিকতর প্রমিতকরণ ও পরিমাপযোগ্যকরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)-এর মৌখিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে মাঠ থেকে প্রাপ্ত +১ অগ্রাধিকার সূচকসমূহের তথ্য সংগ্রহপূর্বক পৃথকভাবে সমন্বয়ের কাজ শুরু করে। এ বিষয়ে ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশব্যাপী জিআইইউ কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত ৬৪টি জেলা সূচক এবং ৪৯২টি উপজেলা সূচক এবং এটুআই-বিবিএস কর্তৃক মাঠ থেকে সরাসরি সংগ্রহকৃত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সমন্বয় ও পরিমার্জিত করার পর জিআইইউ কর্তৃক একটি প্রকাশনা বের করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সমন্বয়ের কাজটি সম্পাদনের জন্য বিবিএসকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিবিএস-এর থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক গবেষণা টিমের মাধ্যমে সূচকসমূহ পর্যালোচনা করে একটি সমন্বিত +১ তালিকা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে। গবেষণা টিমসমূহ উল্লিখিত কার্যক্রমটি সম্পাদনের পর বিষয়টি অনুমোদনের জন্য জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির ১২শ সভায় উপস্থাপন করা হলে টেবিল ওয়ার্কের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলাসমূহের একই জাতীয় সূচকের মধ্যে সামঞ্জস্যকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। অতঃপর ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সভাকক্ষে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটির চতুর্দশ সভায় জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির সুপারিশসহ স্থনীয়করণে ৩৯+১ বাংলাদেশ মডেলটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেলের বা ৩৯+১ অগ্রাধিকার মডেলের

আওতায় জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয় এবং সূচকসমূহ বিবিএস কর্তৃক আরও পরমিাপযোগ্য করার সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর বিবিএস এর গবেষণা টিমসমূহ সূচকসমূহ আরও পরিমিত ও পরিমাপযোগ্য করে চূড়ান্ত খসড়া জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩শ সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়। +১ সূচকসমূহ বিবিএস কর্তৃক জিআইইউ-তে প্রেরণের পর জিআইইউ টিম কর্তৃক উক্ত সূচকসমূহকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে সর্বজনের নিকট উপস্থাপনযোগ্য করার নিরিখে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি 'এসডিজি স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' শীর্ষক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পুস্তক প্রকাশনার নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

চিত্র: জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ।

পঞ্চম অধ্যায়

এসডিজি স্থানীয়করণে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহের একটি সার্বিক পর্যালোচনা

৫.১. জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ এসডিজি স্থানীয়করণের প্রথম ধাপ। উক্ত জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক সূচকসমূহ বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্ব ও চাহিদার আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অগ্রাধিকার সূচকগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে, তা অন্য সকল বৈশ্বিক সূচকগুলোর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই অগ্রাধিকার তালিকায় বৈশ্বিক ২৩১টি সূচকের ৩৯টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তালিকাটি অপরিবর্তনশীল নয়। প্রয়োজনে এটা যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। আবার, অগ্রাধিকার ৩৯টি সূচক মানে এই নয় যে, অন্য সূচকের বাস্তবায়ন বন্ধ বা স্থগিত থাকবে। বরং অগ্রাধিকার ৩৯টি সূচকের সাথে অন্য সূকচগুলোও বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি নিতে হবে। তবে, জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচককে প্রাধান্য দিতে হবে।

জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসডিজি'র প্রতিটি অভীষ্ট হতে সমান সংখ্যক সূচক জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কোনো অভীষ্ট থেকে একটি আবার কোনো অভীষ্ট থেকে একাধিক সূচক জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে অভীষ্ট ও সূচকসমূহের গুরুত্ব এবং প্রযোজ্যতা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার তালিকায় সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৯ টি জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে অভীষ্ট-১ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক হলো ২টি, অভীষ্ট-২ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি, অভীষ্ট-৩ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ৪টি, অভীষ্ট-৪ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ৫টি, অভীষ্ট-৫ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ৩টি, অভীষ্ট-৬ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি, অভীষ্ট-৭ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি, অভীষ্ট-৮ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ৩টি, অভীষ্ট-৯ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ৪টি, অভীষ্ট-১০ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি, অভীষ্ট-১১ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ১টি, অভীষ্ট-১২ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ১টি, অভীষ্ট-১৩ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ১টি, অভীষ্ট-১৪ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ১টি, অভীষ্ট-১৫ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি, অভীষ্ট-১৬ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি এবং অভীষ্ট-১৭ এর অন্তর্ভুক্ত সূচক ২টি। থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক উক্ত ৩৯টি সূচক নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা যায়।

অভীষ্ট নম্বর	অভীষ্টের (Goal) শিরোনাম	থিমেটিক বিষয়	জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক সংখ্যা
১.	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	দারিদ্র্যের অবসান	২
২.	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	টেকসই কৃষি	২
৩.	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	সুস্বাস্থ্য	৪
৪.	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	গুণগত শিক্ষা	৫
৫.	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	জেন্ডার সমতায়ন	৩
৬.	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	২
৭.	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	২
৮.	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	৩
৯.	অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	৪
১০.	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	অসমতা হ্রাস	২
১১.	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা	টেকসই নগর	১
১২.	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	১

অভীষ্ট নম্বর	অভীষ্টের (Goal) শিরোনাম	থিমেটিক বিষয়	জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক সংখ্যা
১৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ	জলবায়ু পরিবর্তন	১
১৪.	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার	জলজ জীবন	১
১৫.	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	জীববৈচিত্র্য	২
১৬.	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	২
১৭.	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	অংশীদারিত্ব	২
	মোট		৩৯

অভীষ্ট অনুসারে প্রাপ্ত সূচকসমূহকে লেখচিত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

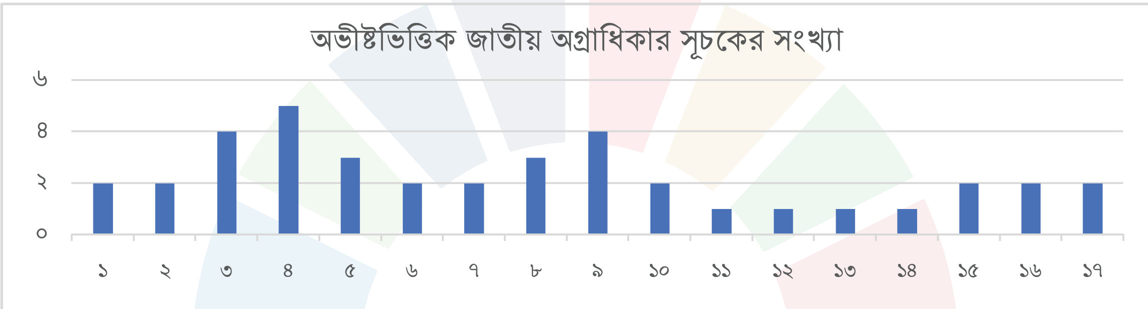

অভীষ্টভিত্তিক সূচক সংখ্যা বিবেচনা করলে আরো দেখা যায়, জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতা -এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের গতিধারা ও সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা করলে চিহ্নিত অগ্রাধিকারসমূহ দেশের উন্নয়নে ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্যের অবসান ও ক্ষুধামুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

তবে, অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বাস্তবতা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, কোনো একটি নির্দিষ্ট অভীষ্টের গুরুত্ব এর আওতায় গৃহীত কেবল সূচকের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারণ করা যৌক্তিক হবে না, বরং গৃহীত সূচকের গুরুত্বও বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বাছাইয়ে যে সকল বিষয়/থিমেটিক বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত সূচকগুলো সেসকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে। জেলা ও উপজেলা সূচকগুলোতে শিক্ষা, টেকসই কৃষি, শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদিকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে।

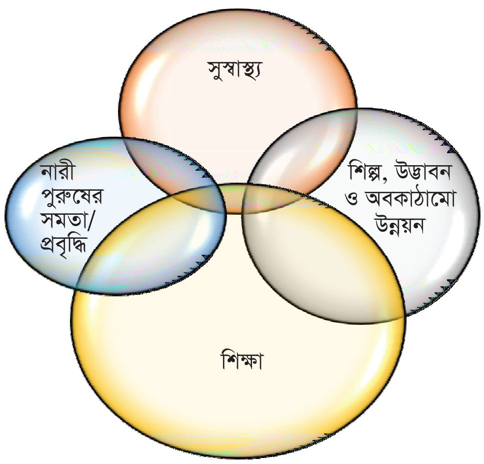

চিত্রঃ জাতীয় অগ্রাধিকার এর প্রাধান্য

জাতীয় অগ্রাধিকার ৩৯টি সূচকের মধ্য হতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১০টি নতুন সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১০টি সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিটি সূচকই কোনো না কোনো অভীষ্টের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের মধ্য হতে চিহ্নিত ১০টি নতুন সূচক, অভীষ্ট ও থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক দেখানো হলো।

জাতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় নতুন সূচকসমূহ

অভীষ্ট নম্বর	অভীষ্ট (Goal)	বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক (২০৩০)
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	• আবাদযোগ্য জমির হার ন্যূনতম ৫৫% বজায় রাখা
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	• প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• মাধ্যমিক স্তরে (এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল) প্রতি বছরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় এসএসসি কারিগরি স্তরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর অনুপাত ২০ এর উর্ধ্বে রাখা
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	• উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা
৯	অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	• শতভাগ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
১০	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	• আয় বিচারে উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমায় অবস্থানকারী ১০% জনসংখ্যার আয়ের অনুপাত ২০ এ নামিয়ে আনা
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	• মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করা
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	• জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত অভিযোগের নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ

জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা এসডিজি স্থানীয়করণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার মধ্যেই এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং আরো তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। যেহেতু প্রতিটি জেলা ও উপজেলার নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা সমস্যা ও সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু এসকল পর্যায়ের চাহিদা ও বাস্তবতা বিবেচনায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.২. জেলা +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক

৬৪টি জেলার ৬৪টি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহের থিমেটিক গুচ্ছের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ ১২টি জেলা টেকসই কৃষির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ৯টি জেলা শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোকে, ৮টি জেলা গুণগত শিক্ষাকে এবং ৮টি জেলা শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তব উন্নয়ন অবস্থা বিবেচনা করলে জেলাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে টেকসই কৃষি ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জেলা অগ্রাধিকারসমূহের মূল থিমেটিক বিষয়ের সামঞ্জস্য রয়েছে।

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম
১	দারিদ্র্যের অবসান	৩	বরিশাল, ঝালকাঠি ও সাতক্ষীরা
২	টেকসই কৃষি	১২	ফেনী, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, গাইবান্ধা ও সিলেট
৩	সুস্বাস্থ্য	৫	বরগুনা, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, জয়পুরহাট ও লালমনিরহাট
৪	গুণগত শিক্ষা	৮	কুমিল্লা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, ঠাকুরগাঁও ও মৌলভীবাজার
৫	জেন্ডার সমতায়ন	৩	ভোলা, শরীয়তপুর ও শেরপুর
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	৪	পিরোজপুর, নোয়াখালী, খুলনা ও বগুড়া
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	৮	গোপালগঞ্জ, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	৯	বান্দরবান, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ
১০	অসমতা হ্রাস	১	মাদারীপুর
১১	টেকসই নগর	১	ঢাকা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	৪	চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ
১৪	জলজ জীবন	৪	চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট ও নওগাঁ
১৬	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী
মোট		৬৪	

চিত্র: এসডিজি অভীষ্ট ও জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

জেলা সংক্রান্ত জাতীয় তথ্য-উপাত্তের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে চিহ্নিত অগ্রাধিকারসমূহ জেলার বিদ্যমান প্রকৃত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, যেসকল জেলা গুণগত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জেলাসমূহ শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, যা জাতীয় গড় শিক্ষার হার (৭৪.৯) এর তুলনায় কম (মানিকগঞ্জ ৬৪.৩৭, মুন্সীগঞ্জ ৬৫.২৭, টাঙ্গাইল ৬৫.৩৫, নেত্রকোণা ৬৪.৪৯, মৌলভীবাজার ৬৯.৫৬)। অনুরূপ, যে ১২টি জেলা টেকসই কৃষিকে অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে সেসব জেলা দেশের মোট ধান উৎপাদনের (৩৬.৩ লাখ মেট্রিক টন/২০২১, বিবিএস, ২০২২) প্রায় ১৭% (৬.৪ লাখ মেট্রিক টন/২০২১, বিবিস, ২০২২) যোগান দিয়ে থাকে এবং ২০২০ থেকে উৎপাদন হ্রাসের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী এর মতো জেলা জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর, যারা 'শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি'-কে অগ্রাধিকার হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে। সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় রাঙ্গামাটি, জয়পুরহাট জেলা শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে জাতীয় গড় হারের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে (রাঙ্গামাটি শিশু মৃত্যু হার ৬৩.৮, জয়পুরহাট শিশু মৃত্যু হার ৩৭.৪)। এছাড়া বরগুনা, পটুয়াখালী এবং লালমনিরহাট জেলাসমূহ নিরাপদ প্রসবসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর (বরগুনা ২৯.৮, লালমনিরহাট, ৩১.৯, পটুয়াখালী ৩৩.১)। এসব জেলা 'সুস্বাস্থ্য' তাদের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে। কয়েকটি থিমেটিক বিষয় বিশ্লেষণ করলে জেলাভিত্তিক অগ্রাধিকারের বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে।

জাতীয় তথ্য ও উপাত্ত	অগ্রাধিকার প্রদানকারী জেলা
শিক্ষার হার মানিকগঞ্জ ৬৪.৩৭; মুন্সীগঞ্জ ৬৫.২৭ টাঙ্গাইল ৬৫.৩৫; নেত্রকোণা ৬৪.৪৯; মৌলভীবাজার ৬৯.৫৬	**গুণগত শিক্ষা** মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও মৌলভীবাজার
কৃষিতে অবদান মোট ধান উৎপাদনের (৩৬.৩ লাখ মেট্রিক টন/২০২১, বিবিএস, ২০২২) প্রায় ১৭% (৬.৪ লাখ মেট্রিক টন/২০২১, বিবিএস, ২০২২) যোগান দিয়ে থাকে।	**টেকসই কৃষি** ফেনী, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, গাইবান্ধা ও সিলেট
স্বাস্থ্য পরিস্থিতি রাঙ্গামাটি শিশু মৃত্যু হার ৬৩.৮, জয়পুরহাট শিশু মৃত্যু হার ৩৭.৪ নিরাপদ প্রসব এর হার বরগুনা ২৯.৮, লালমনিরহাট ৩১.৯, পটুয়াখালী ৩৩.১	**সুস্বাস্থ্য** বরগুনা, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, জয়পুরহাট ও লালমনিরহাট

চিত্রঃ জাতীয় তথ্য- উপাত্তের আলোকে নির্ধারিত অগ্রাধিকার

৬৪ টি জেলার অগ্রাধিকার সূচকসমূহের মধ্যে ২৫টি জেলার সূচকের সাথে জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের মিল রয়েছে, ২৬টি জেলার সূচকের সাথে বৈশ্বিক সূচকের মিল রয়েছে, ১৭টি সূচক উভয় সূচকের সাথে মিল রয়েছে। অর্থাৎ মোট (২৫ + ২৬ - ১৭ =) ৩৪টি সূচক জাতীয়/বৈশ্বিক সূচকের সাথে মিল রয়েছে। বকি ৩০টি সূচক সম্পূর্ণ নতুন। চিহ্নিত নতুন সূচকসমূহ এলাকা ভিত্তিক পৃথক এবং স্বতন্ত্র বাস্তবতাকে নির্দেশ করে এবং বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের পাশাপাশি এসডিজি স্থানীয়করণের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে পুনরায় প্রমাণ করেছে।

৫.৩. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত নতুন অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত ৬৪টি সূচকের মধ্যে ৩০টি নতুন সূচক পাওয়া গেছে। এই নতুন সূচকগুলো বৈশ্বিক ২৩১টি সূচক হতে অথবা জাতীয় অগ্রাধিকার ৩৯ সূচক হতে আলাদা। তবে এসকল সূচকসমূহ এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যেই পড়ে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক জেলা হতে প্রাপ্ত নতুন ৩০টি অগ্রাধিকার সূচক নিম্নরূপ:

ক্রমিক	জেলার নাম	সমন্বিত ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১	বরিশাল	নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের শতভাগ পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ	১	দারিদ্র্যের অবসান
২	সাতক্ষীরা	মৎস্য আহরণকারী জেলেদের ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	১	দারিদ্র্যের অবসান
৩	ফেনী	আবাদযোগ্য জমি থেকে ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে উপরস্তরের মাটি কর্তন ও অপসারণ শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	২	টেকসই কৃষি
৪	রাজবাড়ী	সবজি ও মসলাজাতীয় ফসলের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে বিষমুক্ত সবজি এবং মসলা জাতীয় ফসল (সরিষা, কালোজিরা, ধনিয়া ও পেঁয়াজ) উৎপাদনের মোট পরিমাণ দেড়গুণ করা	২	টেকসই কৃষি
৫	চুয়াডাঙ্গা	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা	২	টেকসই কৃষি
৬	নাটোর	শস্যের নিবিড়তার হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	২	টেকসই কৃষি
৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নিরাপদ আমের উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কর্মসংস্থানের অনুপাত ১০ শতাংশে উন্নীত করা	২	টেকসই কৃষি
৮	পাবনা	আবাদের অধীন মোট জমির ৫০ শতাংশে জৈবসারের ব্যবহার নিশ্চিত করা	২	টেকসই কৃষি
৯	কুমিল্লা	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১০	মুন্সীগঞ্জ	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা	৪	গুণগত শিক্ষা
১১	টাঙ্গাইল	শতভাগ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ তাঁতশিল্প বিষয়ক ট্রেড কোর্স চালুকরণ	৪	গুণগত শিক্ষা
১২	নেত্রকোণা	মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ১:১ নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৩	ঠাকুরগাঁও	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করা	৪	গুণগত শিক্ষা
১৪	নোয়াখালী	নোয়াখালী শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে শতভাগ ড্রেন ও খালসমূহ দখলমুক্ত ও পরিষ্কার নিশ্চিত করা	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৫	বগুড়া	করতোয়া নদীর ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা দূষণমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন করা।	৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা
১৬	মাগুরা	মোট কর্মসংস্থানে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের অংশ দেড় গুণে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৭	নড়াইল	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ক্রমিক	জেলার নাম	সমন্বিত ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা	অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়
১৮	রংপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণ করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১৯	দিনাজপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত ২০ শতাংশে উন্নীত করা	৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
২০	বান্দরবান	বান্দরবান জেলাকে টেকসই পর্যটন জেলা ঘোষণা করে পর্যটন বিকাশের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২১	কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলাকে টেকসই পর্যটন নগরীতে পরিণত করতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২২	খাগড়াছড়ি	পর্যটন শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প খাতের রাজস্ব আয় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৩	হবিগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৪	সুনামগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা	৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
২৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামকে টেকসই ও ঝুঁকিমুক্ত বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে শতভাগ খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত করে পুনঃখনন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৬	লক্ষ্মীপুর	মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৭	জামালপুর	যমুনা তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৮	সিরাজগঞ্জ	সকল নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ অংশের শতভাগে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন
২৯	বাগেরহাট	শতভাগ নদী ও খাল ২০২৫ সালের মধ্য দখলমুক্ত করে ২০৩০ সালের মধ্যে খনন নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন
৩০	নওগাঁ	শতভাগ খাল-বিল ও পুকুরসমূহ খনন ও সংস্কার সাধন নিশ্চিত করা	১৪	জলজ জীবন

জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত নতুন অগ্রাধিকার সূচকসমূহের থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নতুন সূচকসমূহেও টেকসই কৃষির উপরই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৩০টি নতুন সূচকের মধ্যে ৬টি সূচকই টেকসই কৃষি সম্পর্কিত। গুণগত শিক্ষা এবং শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে নতুন সূচকগুলোতে। তৃতীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর। জেলা হতে প্রাপ্ত নতুন সূচকগুলো এবং জেলার অগ্রাধিকার সূচকগুলো পর্যালোচনায় সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। জেলাগুলোর সমুদয় সূচক বিবেচনা করলে গুরুত্বের যে ক্রম পরিলক্ষিত হয় সে একই রকম গুরুত্ব জেলাগুলো হতে প্রাপ্ত নতুন সূচকগুলোর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম
১	দারিদ্র্যের অবসান	২	বরিশাল, সাতক্ষীরা
২	টেকসই কৃষি	৬	ফেনী, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা
৪	গুণগত শিক্ষা	৫	কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, ঠাকুরগাঁও
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	২	নোয়াখালী, খুলনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	৪	মাগুরা, নড়াইল, রংপুর, দিনাজপুর
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	৫	বান্দরবান, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	৪	চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ
১৪	জলজ জীবন	২	বাগেরহাট, নওগাঁ
	মোট	৩০	

৫.৪. জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানকারী থিমেটিক বিষয়সমূহ

জেলা পর্যায়ে চিহ্নিত সূচকসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, টেকসই কৃষি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, টেকসই কৃষিতে প্রায় ২০%, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়নে ১৪%, শিক্ষা এবং শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ১২.৫% জেলা গুরুত্ব প্রদান করেছে।

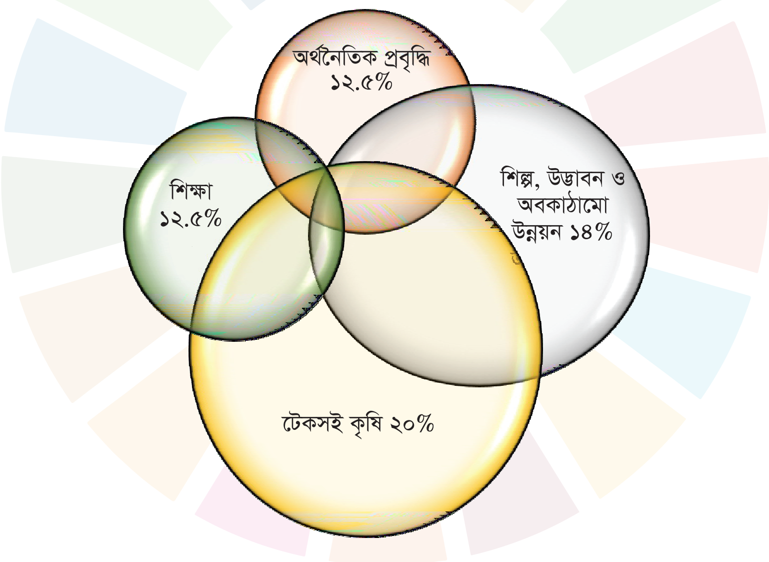

চিত্রঃ জেলার অগ্রাধিকার এর প্রাধান্য

৫.৫. বাংলাদেশ মডেলের উপজেলা পর্যায়ের +১ স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর সূচকসমূহের স্থানীয়করণে উপজেলাকে স্থানীয়করণের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসাবে ধরা হয়েছে এবং ৪৯২টি উপজেলার প্রতিটিতেই কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় অংশীজনদের আলোচনার ভিত্তিতে একটি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয়করণের ৩৯+১ মডেলের ভিত্তিতে উপজেলা সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তবতা, জনসাধারণের চাহিদা এবং সরকারের সক্ষমতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলার জন্য ১টি করে অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের সাথে উপজেলা পর্যায়ের একটি অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে এসডিজি স্থানীয়করণে জেলা পর্যায়ে ৩৯+১ মডেল প্রণয়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, জয়পুরহাট সদর উপজেলার জন্য উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ১টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত ১টি অগ্রাধিকার সূচক জাতীয় ৩৯ অগ্রাধিকার সূচকের সাথে যুক্ত করে জয়পুরহাট সদর উপজেলার জন্য ৩৯+১ স্থানীয়করণ মডেল চূড়ান্ত করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত মোট ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'টেকসই কৃষি'-কে অধিকাংশ উপজেলা গুরুত্বারোপ করে তাদের অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করেছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট ৮৪টি উপজেলা 'টেকসই কৃষি' অর্থাৎ 'ক্ষুধা হ্রাস' এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে তাদের অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করেছে। জেলা স্থানীয় সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২টি জেলা টেকসই কৃষিতে গুরুত্বারোপ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষিই যে অন্যতম অনুষঙ্গ, তা এই এসডিজি স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় আবার প্রমাণিত হল। প্রাপ্ত সূচকগুলো বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, টেকসই কৃষির পরই গুণগত শিক্ষা এবং শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অবস্থান। প্রতিটি থিমেটিক এরিয়ায় ৭০টি করে উপজেলা তাদের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে গুণগত শিক্ষা যেমন অপরিহার্য তেমনি কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো স্থানীয় পর্যায়ে অংশীজনের আলোচনায় ও স্থানীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সূচক পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি (৫), অসমতা হ্রাস (৫), দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন (১), অংশীদারিত্ব (২) শীর্ষক থিমেটিক বিষয়গুলোতে স্থানীয় অংশীজনগণ কম গুরুত্ব প্রদান করেছে। এসকল থিমেটিক বিষয়গুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এগুলো মূলত স্থানীয়ভাবে সমাধানে করণীয় কম। জাতীয় পর্যায়ে বা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এসকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব কম প্রদান করা হয়েছে। থিমেটিক বিষয় অনুসারে উপজেলার সংখ্যা নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১	দারিদ্র্যের অবসান	২৪	ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম; ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি; রাজাপুর, ঝালকাঠি; ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ; হরিপুর, ঠাকুরগাঁও; পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও; পার্বতীপুর, দিনাজপুর; বড়াইগ্রাম, নাটোর; নীলফামারী সদর, নীলফামারী; বারহাট্টা, নেত্রকোণা; মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল; কচুয়া, বাগেরহাট; ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; গংগাচড়া, রংপুর; বাগমারা, রাজশাহী; ডামুড্যা, শরীয়তপুর; নাড়িয়া, শরীয়তপুর; শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর; জাজিরা, শরীয়তপুর; দেবহাটা, সাতক্ষীরা; কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা; জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ; সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ; বাহুবল, হবিগঞ্জ
২	টেকসই কৃষি	৮৪	বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ; করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ; তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ; চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা; তিতাস, কুমিল্লা; খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; বটিয়াঘাটা, খুলনা; ডুমুরিয়া, খুলনা; ফুলছড়ি, গাইবান্ধা; সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা; কালীগঞ্জ, গাজীপুর; চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা; দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা; জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা; আক্কেলপুর, জয়পুরহাট; কালাই, জয়পুরহাট; ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট; বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও; ধামরাই, ঢাকা; চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; পোরশা, নওগাঁ; সাপাহার, নওগাঁ; বেলাবো, নরসিংদী; নলডাঙ্গা, নাটোর; বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী; চাটখিল, নোয়াখালী; সেনবাগ, নোয়াখালী; সুবর্ণচর, নোয়াখালী; গলাচিপা, পটুয়াখালী; পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী; কলাপাড়া, পটুয়াখালী; আটঘরিয়া, পাবনা; চাটমোহর, পাবনা; সাঁথিয়া, পাবনা; সুজানগর, পাবনা; ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর; ছাগলনাইয়া, ফেনী; দাগনভূঞা, ফেনী; ফুলগাজী, ফেনী; নন্দিগ্রাম, বগুড়া; সারিয়াকান্দি, বগুড়া; আগৈলঝাড়া, বরিশাল; বানারীপাড়া, বরিশাল; গৌরনদী, বরিশাল; হিজলা, বরিশাল; ফকিরহাট, বাগেরহাট; বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; গাংনী, মেহেরপুর; বড়লেখা, মৌলভীবাজার; কেশবপুর, যশোর; রংপুর সদর, রংপুর; তারাগঞ্জ, রংপুর; রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; কালুখালী, রাজবাড়ী; পাংশা, রাজবাড়ী; রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী; দুর্গাপুর, রাজশাহী; গোদাগাড়ি, রাজশাহী; মোহনপুর, রাজশাহী; পবা, রাজশাহী; শেরপুর সদর, শেরপুর; কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ; বিয়ানীবাজার, সিলেট; বিশ্বনাথ, সিলেট; দক্ষিণ সুরমা, সিলেট; গোলাপগঞ্জ, সিলেট; জৈন্তাপুর, সিলেট; কানাইঘাট, সিলেট; সিলেট সদর, সিলেট; ছাতক, সুনামগঞ্জ; দিরাই, সুনামগঞ্জ; তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ; হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ; লাখাই, হবিগঞ্জ

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
৩	সুস্বাস্থ্য	৩২	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ; চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম; দৌলতপুর, কুষ্টিয়া; বাঁশখালী, চট্টগ্রাম; সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর; শাহরাস্তি, চাঁদপুর; জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট; পাঁচবিবি, জয়পুরহাট; হাকিমপুর, দিনাজপুর; বন্দর, নারায়ণগঞ্জ; পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়; দশমিনা, পটুয়াখালী; দুমকি, পটুয়াখালী; পাথরঘাটা, বরগুনা; উজিরপুর, বরিশাল; আলীকদম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ফুলপুর, ময়মনসিংহ; চৌগাছা, যশোর; মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ; কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী; বাঘা, রাজশাহী; কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; পাটগ্রাম, লালমনিরহাট; নকলা, শেরপুর; ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ
৪	গুণগত শিক্ষা	৭০	বরুড়া, কুমিল্লা; ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা; বুড়িচং, কুমিল্লা; চান্দিনা, কুমিল্লা; সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা; দেবিদ্বার, কুমিল্লা; হোমনা, কুমিল্লা; আদর্শ সদর, কুমিল্লা; লাকসাম, কুমিল্লা; লালমাই, কুমিল্লা; মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা; মেঘনা, কুমিল্লা; মুরাদনগর, কুমিল্লা; নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা; দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; তেরখাদা, খুলনা; গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা; রাউজান, চট্টগ্রাম; চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা; বকশীগঞ্জ, জামালপুর; দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল; ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল; টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল; ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও; দোহার, ঢাকা; রায়পুরা, নরসিংদী; গুরুদাসপুর, নাটোর; জলঢাকা, নীলফামারী; দুর্গাপুর, নেত্রকোণা; খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা; মদন, নেত্রকোণা; মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা; নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা; পূর্বধলা, নেত্রকোণা; কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী; নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী; আটোয়ারী, পঞ্চগড়; আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর; ভাঙ্গা, ফরিদপুর; বোয়ালমারী, ফরিদপুর; চরভদ্রাসন, ফরিদপুর; মধুখালী, ফরিদপুর; নগরকান্দা, ফরিদপুর; সদরপুর, ফরিদপুর; সালথা, ফরিদপুর; আদমদীঘি, বগুড়া; বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ভোলা সদর, ভোলা; হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ; মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ; সিংগাইর, মানিকগঞ্জ; লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ ; মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ; শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ; জুড়ী, মৌলভীবাজার; কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার; কুলাউড়া, মৌলভীবাজার; মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার; জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী; লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর; রায়পুর, লক্ষ্মীপুর; রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর; কলারোয়া, সাতক্ষীরা; বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
৫	জেন্ডার সমতায়ন	২৫	রাজারহাট, কুড়িগ্রাম; মিরপুর, কুষ্টিয়া; শ্রীপুর, গাজীপুর; কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ; মহেশপুর, ঝিনাইদহ; বাসাইল, টাঙ্গাইল; গোপালপুর, টাঙ্গাইল; সখিপুর, টাঙ্গাইল; রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর; বগুড়া সদর, বগুড়া; ধুনট, বগুড়া; গাবতলী, বগুড়া; শেরপুর, বগুড়া; শাজাহানপুর, বগুড়া; শিবগঞ্জ, বগুড়া; সোনাতলা, বগুড়া; বরগুনা সদর, বরগুনা; দৌলতখান, ভোলা; মহম্মদপুর, মাগুরা; মণিরামপুর, যশোর; পীরগাছা, রংপুর; ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর; গোসাইরহাট, শরীয়তপুর; শ্রীবরদী, শেরপুর
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	৪২	গুইমারা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; দাকোপ, খুলনা; পাইকগাছা, খুলনা; ফুলতলা, খুলনা; রূপসা, খুলনা; কালিয়াকৈর, গাজীপুর; কাপাসিয়া, গাজীপুর; আনোয়ারা, চট্টগ্রাম; কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম; হাজীগঞ্জ, চট্টগ্রাম; নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সাভার, ঢাকা; বীরগঞ্জ, দিনাজপুর; বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর; ফুলবাড়ী, দিনাজপুর; আত্রাই, নওগাঁ; পলাশ, নরসিংদী; শিবপুর, নরসিংদী; সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ; কলমাকান্দা, নেত্রকোণা; কবিরহাট, নোয়াখালী; মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর; নাজিরপুর, পিরোজপুর; ইন্দুরকানী, পিরোজপুর; দুপচাঁচিয়া, বগুড়া; কাহালু, বগুড়া; আমতলী, বরগুনা; বামনা, বরগুনা; মোংলা, বাগেরহাট; মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট; রামপাল, বাগেরহাট; শরণখোলা, বাগেরহাট; নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা;

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
			রোয়াংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; থানচি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; শালিখা, মাগুরা; দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ; গজারিয়া,মুন্সীগঞ্জ; তানোর, রাজশাহী; তালা, সাতক্ষীরা; দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	৫	কেন্দুয়া, নেত্রকোণা; রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী; পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর; হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট; নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	৭০	মহেশখালী, কক্সবাজার; টেকনাফ, কক্সবাজার; অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ; ইটনা, কিশোরগঞ্জ; কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ; কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ; মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ; নিকলী, কিশোরগঞ্জ; পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ; চিলমারী, কুড়িগ্রাম; নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম; উলিপুর, কুড়িগ্রাম; ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা; সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা; গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ; টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ; হাইমচর, চাঁদপুর; কচুয়া, চাঁদপুর; ইসলামপুর, জামালপুর; জামালপুর সদর, জামালপুর; নলছিটি, ঝালকাঠি; ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল; নাগরপুর, টাঙ্গাইল; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও; কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা; বিরামপুর, দিনাজপুর; ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর; খানসামা, দিনাজপুর; নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর; ধামইরহাট, নওগাঁ; মান্দা, নওগাঁ; নওগাঁ সদর, নওগাঁ; মনোহরদী, নরসিংদী; লালপুর, নাটোর; নাটোর সদর, নাটোর; সিংড়া, নাটোর; নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ; ডিমলা, নীলফামারী; ডোমার, নীলফামারী; কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী; বোদা, পঞ্চগড়; দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়; তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়; লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ; ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; মাগুরা সদর, মাগুরা; শ্রীপুর, মাগুরা; মুজিবনগর, মেহেরপুর; মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর; বাঘারপাড়া, যশোর; বদরগঞ্জ, রংপুর; কাউনিয়া, রংপুর; বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; চারঘাট, রাজশাহী; পুঠিয়া, রাজশাহী; আদিতমারী, লালমনিরহাট; ঝিনাইগাতী, শেরপুর; উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ; কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট; গোয়াইনঘাট, সিলেট; জকিগঞ্জ, সিলেট; আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ; চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	৪৮	চকরিয়া, কক্সবাজার; কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার; পেকুয়া, কক্সবাজার; হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ; ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম; দাউদকান্দি, কুমিল্লা; খোকসা, কুষ্টিয়া; কুমারখালী, কুষ্টিয়া; দিঘলিয়া, খুলনা; গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; সাঘাটা, গাইবান্ধা; বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম; সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম; মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর; সরিষাবাড়ী, জামালপুর; মির্জাপুর, টাঙ্গাইল; নবাবগঞ্জ, ঢাকা; বিরল, দিনাজপুর; পত্নীতলা, নওগাঁ; লোহাগড়া, নড়াইল; নড়াইল সদর, নড়াইল; বাগাতিপাড়া, নাটোর; সৈয়দপুর, নীলফামারী; মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী; বেড়া, পাবনা; ভাঙ্গুড়া, পাবনা; ফরিদপুর, পাবনা; ঈশ্বরদী, পাবনা; কাউখালী, পিরোজপুর; বাকেরগঞ্জ, বরিশাল; বরিশাল সদর, বরিশাল; ভালুকা, ময়মনসিংহ; ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ; গফরগাঁও, ময়মনসিংহ; গৌরীপুর, ময়মনসিংহ; মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ; সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ; রাজনগর, মৌলভীবাজার; শ্রীমঙ্গাল, মৌলভীবাজার; যশোর সদর, যশোর; শার্শা, যশোর; লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ; রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; ওসমানীনগর, সিলেট; দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ; জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
১০	অসমতা হ্রাস	৫	নরসিংদী সদর, নরসিংদী; কালকিনি, মাদারীপুর; মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর; রাজৈর, মাদারীপুর; শিবচর, মাদারীপুর
১১	টেকসই নগর	৮	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর; হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ; কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ; তেজগাঁও, ঢাকা; হাতিয়া, নোয়াখালী; নেছারাবাদ, পিরোজপুর; সোনাগাজী, ফেনী

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	১	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	২৪	কুতুবদিয়া, কক্সবাজার; রামু, কক্সবাজার; কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম; রৌমারী, কুড়িগ্রাম; কয়রা, খুলনা; কাঠালিয়া, ঝালকাঠি; বদলগাছী, নওগাঁ; রাণীনগর, নওগাঁ; বাউফল, পটুয়াখালী; পরশুরাম, ফেনী; তালতলী, বরগুনা; বাবুগঞ্জ, বরিশাল; মনপুরা, ভোলা; তজুমদ্দিন, ভোলা; শিবালয়, মানিকগঞ্জ; কমলনগর, লক্ষ্মীপুর; রামগতি, লক্ষ্মীপুর; লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট; নালিতাবাড়ী, শেরপুর; আশাশুনি, সাতক্ষীরা; বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ; চৌহালি, সিরাজগঞ্জ; শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
১৪	জলজ জীবন	৩৭	কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া; গাজীপুর সদর, গাজীপুর; কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ; মীরসরাই, চট্টগ্রাম; পটিয়া, চট্টগ্রাম; মতলব উত্তর, চাঁদপুর; মেলান্দহ, জামালপুর; ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; কালিহাতী, টাঙ্গাইল; মহাদেবপুর, নওগাঁ; নিয়ামতপুর, নওগাঁ; কালিয়া, নড়াইল; আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; আটপাড়া, নেত্রকোণা; পাবনা সদর, পাবনা; মুলাদী, বরিশাল; বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট; চিতলমারী, বাগেরহাট; মোল্লাহাট, বাগেরহাট; বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; বোরহানউদ্দিন, ভোলা; চরফ্যাশন, ভোলা; লালমোহন, ভোলা; তারাকান্দা, ময়মনসিংহ; ঘিওর, মানিকগঞ্জ; টংগীবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ; অভয়নগর, যশোর; ঝিকরগাছা, যশোর; বরকল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা; শ্যামনগর, সাতক্ষীরা; তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ; বালাগঞ্জ, সিলেট; শাল্লা, সুনামগঞ্জ; বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
১৫	জীববৈচিত্র্য	৭	উখিয়া, কক্সবাজার; ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম; মাদারগঞ্জ, জামালপুর; মধুপুর, টাঙ্গাইল; কাহারোল, দিনাজপুর; ফেনী সদর, ফেনী
১৬	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	৮	শৈলকুপা, ঝিনাইদহ; আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ; নান্দাইল, ময়মনসিংহ; ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; মাধবপুর, হবিগঞ্জ
১৭	অংশীদারিত্ব	২	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর; বেতাগী, বরগুনা
	মোট	৪৯২	

৫.৬. উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত নতুন অগ্রাধিকার সূচকসমূহ

মাঠ পর্যায়ের অগ্রাধিকারকে কার্যকরভাবে নীতি সহায়তার আওতায় আনার লক্ষ্যে এসডিজি স্থানীয়করণের বিষয়টি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। স্থানীয় বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে অগ্রাধিকার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪৯২টি উপজেলার স্থানীয় সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৮৪টি উপজেলা টেকসই কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৭০টি উপজেলা শোভন কর্মসংস্থান, ৭০টি উপজেলা গুণগত শিক্ষা, ৪২টি উপজেলা নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা, ৩৭টি উপজেলা জলজ জীবন, ৩২টি উপজেলা সুস্বাস্থ্য এবং ২৪টি উপজেলা দারিদ্র্যের অবসানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে ৪৯২টি উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ১৭৫টি উপজেলার সূচকের জাতীয় সূচকের সাথে মিল রয়েছে, ১৮৪টি উপজেলার সূচকের বৈশ্বিক সূচকের সাথে মিল রয়েছে, ১৫১টি উপজেলার সূচকের উভয় সূচকের সাথে মিল রয়েছে। অর্থাৎ মোট (১৭৫ + ১৮৪ - ১৫১ =) ২০৮টি সূচক জাতীয়/বৈশ্বিক সূচকের সাথে মিল রয়েছে। বাকি ২৮৪টি উপজেলার সূচক সম্পূর্ণ নতুন। তবে নতুন সূচকগুলো কোনো না কোনোভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি গোলের আওতায় পড়ে। অভীষ্ট অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়:

অভীষ্ট	জাতীয় অগ্রাধিকার সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট	বৈশ্বিক অগ্রাধিকার সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট	উভয় সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট	বিদ্যমান সূচকের সাথে মিলে যায়	নতুন সূচক	মোট
১	২০	২১	২০	২১	৩	২৪
২	২২	২৪	২২	২৪	৬২	৮৬
৩	৪	১৩	৪	১৩	২০	৩৩
৪	৩০	৩৬	২৪	৪২	২৭	৬৯
৫	২০	২৩	১৯	২৪	৫	২৯
৬	৩১	৩১	৩১	৩১	৫	৩৬
৭	৩	৫	৩	৫	০	৫
৮	১৩	১২	১১	১৪	৫৩	৬৭
৯	১৩	২	২	১৩	৩৬	৪৯
১০	৩	৩	৩	৩	২	৫
১১	২	১	০	৩	৫	৮
১২	৬	৬	৬	৬	১	৭
১৩	৩	৩	৩	৩	২১	২৪
১৪	০	০	০	০	৩৭	৩৭
১৫	৩	২	১	৪	৩	৭
১৬	০	০	০	০	৪	৪
১৭	২	২	২	২	০	২
সর্বমোট	১৭৫	১৮৪	১৫১	২০৮	২৮৪	৪৯২

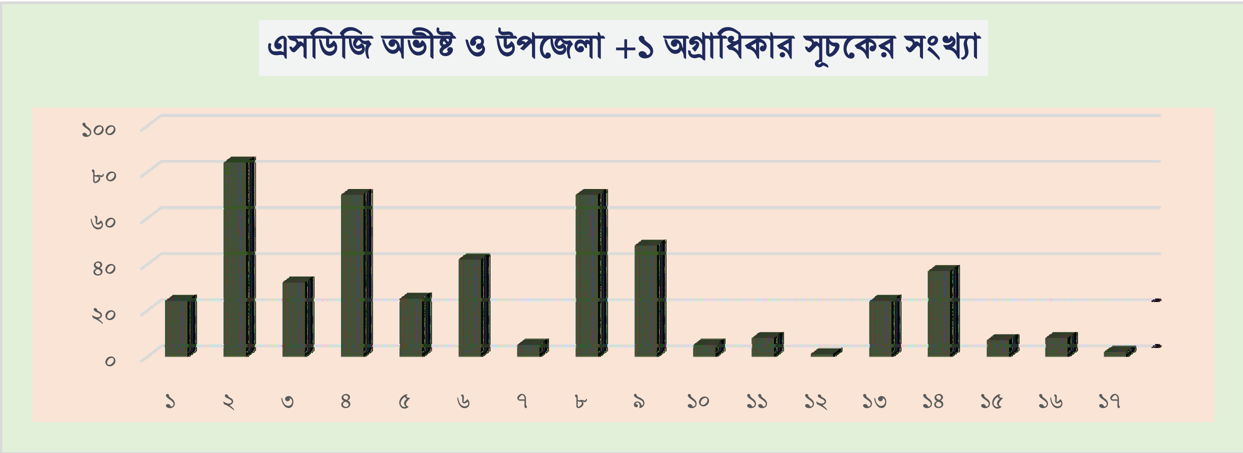

উপজেলা পর্যায়ে চিহ্নিত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে উপজেলা পর্যায়ে টেকসই কৃষি তথা খাদ্য নিরাপত্তার উপর সর্বাধিক সংখ্যক উপজেলা গুরুত্ব প্রদান করেছে। শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন এবং হার বৃদ্ধিতে স্থানীয় চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অগ্রাধিকার তালিকায় গুরুত্ব পেয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে শিল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়নও এসডিজি'র বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরভাবে অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

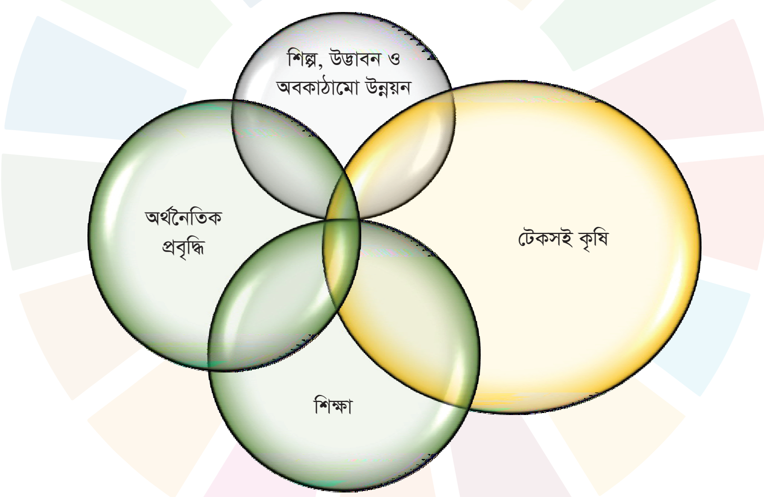

চিত্রঃ উপজেলার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য

৫.৭. জেলা সূচকের সাথে উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

দেশভেদে, আর্থসামাজিক অবস্থানভেদে এমনকি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যভেদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সূচকের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একই দেশের মধ্যে এলাকাভেদেও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সূচকের ভিন্নতা থাকতে পারে। আবার সময়ের পরিবর্তনেও অগ্রাধিকারে পরিবর্তন আসতে পারে। অগ্রাধিকার স্থান ভেদে পরিবর্তনশীল এই মূলমন্ত্রেই এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এই অগ্রাধিকার এর ভিন্নতা বাংলাদেশে স্থানীয়করণের সূচক চিহ্নিতকরণের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে। এক জেলার সাথে অন্য জেলার, জেলার সাথে তার আওতাধীন উপজেলার এবং একই জেলার বিভিন্ন উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকসমূহে ভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দুটি জেলা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কক্সবাজার জেলায় শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো শীর্ষক থিমেটিক বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জেলার উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলা শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো শীর্ষক থিমেটিক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে, ২টি করে উপজেলা যথাক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং একটি উপজেলা জীববৈচিত্র্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কক্সবাজার জেলা শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অনুরূপভাবে ময়মনসিংহ জেলায়ও শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো-এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জেলার নাম	জেলার অগ্রাধিকার	উপজেলার নাম	উপজেলা সমুহের অগ্রাধিকার
কক্সবাজার	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুতুবদিয়া	জলবায়ু পরিবর্তন
		রামু	জলবায়ু পরিবর্তন
		উখিয়া	জীববৈচিত্র্য
		সদর	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		পেকুয়া	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		চকরিয়া	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		মহেশখালি	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
		টেকনাফ	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
ময়মনসিংহ	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	হালুয়াঘাট	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
		সদর	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
		নান্দাইল	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
		ত্রিশাল	শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
		তারাকান্দা	জলজ জীবন
		ভালুকা	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		ধোবাউড়া	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		গফরগাঁও	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		গৌরীপুর	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		মুক্তাগাছা	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
		ফুলবাড়িয়া	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
		ঈশ্বরগঞ্জ	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

দুটি ভিন্ন বিভাগের দুটি জেলা এবং এর আওতাধীন উপজেলার অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জেলা দুইটির অগ্রাধিকার সূচকের সাথে উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকের পার্থক্য রয়েছে তবে জেলার অগ্রাধিকারের সাথে এক বা একাধিক উপজেলার অগ্রাধিকারের মিল থাকতে পারে। প্রায় প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই এ বাস্তবতা বিদ্যমান।

৫.৮. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকের ভিন্নতা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচক উক্ত জেলাস্থ উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ হতে ভিন্ন। পর্যালোচনায় এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রতিটি উপজেলারই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকার রয়েছে যা অন্য উপজেলা হতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আবার অনেক বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকার রয়েছে রয়েছে যা প্রায় অভিন্ন। কিন্তু জেলার ক্ষেত্রে জেলাস্থ বিভিন্ন উপজেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকার সমভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অথবা জেলার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উক্ত জেলার অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে জেলার অগ্রাধিকার সূচক এবং উপজেলার অগ্রাধিকার সূচকে ভিন্নতা যেমন রয়েছে তেমনি জেলাস্থ উপজেলাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত সূচকের ক্ষেত্রে অভিন্নতাও রয়েছে।

৫.৯. নতুন অগ্রাধিকার সূচক: জাতীয়, জেলা এবং উপজেলার তুলনামূলক চিত্র

এসডিজি স্থানীয়করণের প্রক্রিয়ায় জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি স্তর বৈশ্বিক সূচকের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্পূর্ণ নতুন অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত হয়েছে । যদিও সূচকসমূহ কোনো না কোনো বৈশ্বিক অভীষ্ট বা লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত তথাপি নতুন সূচকসমূহ স্থানীয় প্রয়োজন এবং বাস্তবতাকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ১০টি, জেলা পর্যায়ে চিহ্নিত ৬৪টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ৩০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে চিহ্নিত ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে ২৮৪টি সূচক নতুন পাওয়া গেছে।

পর্যায়	মোট সূচক	নতুন সূচক	হার
জাতীয় পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সংখ্যা	৩৯	১০	২৫%
জেলা পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সংখ্যা	৬৪	৩০	৪৬%
উপজেলা পর্যায়ে নতুন অগ্রাধিকার সংখ্যা	৪৯২	২৮৪	৫৭%

স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ সূচক নতুন যা স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

৫.১০. অগ্রাধিকার সূচকের তুলনামূলক থিমেটিক প্রাধান্য

থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় হতে চিহ্নিত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ সংখ্যা অনুসারে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার সূচকের সংখ্যা অনুসারে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টেকসই কৃষি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

অগ্রাধিকার-এর ক্রম	জাতীয় অগ্রাধিকার	জেলার অগ্রাধিকার	উপজেলার অগ্রাধিকার
১	শিক্ষা	টেকসই কৃষি	টেকসই কৃষি
২	স্বাস্থ্য	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন	শিক্ষা
৩	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	শিক্ষা	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৪	নারী-পুরুষের সমতা	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন

জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি থিমেটিক বিষয় জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে। জাতীয়, জেলা এবং উপজেলাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা মূলত অভিন্ন। সার্বিক বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত থিমেটিক বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে; ক) শিক্ষা, খ) শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গ) টেকসই কৃষি এবং ঘ) শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের আলোকে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে মর্মে প্রাপ্ত স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহের তালিকা হতে প্রতীয়মান হয়।

৫.১১. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের সীমাবদ্ধতা

এসডিজি স্থানীয়করণের ধারণা নতুন বিধায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক এবং ব্যাবহারিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় সূচক প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে সূচক প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মশালা কার্যকরভাবে পরিচালনা এবং তা থেকে সঠিক ফলাফল অর্জনের জন্য দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা ছিল উল্লেখ করার মতো। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের জনবল দিয়ে ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলায় সরাসরি কর্মশালা আয়োজন করা ছিল অসম্ভব। ফলে স্থানীয় মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের বিশেষ কর্মশালা আয়োজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক প্রস্তুত করা হয়। এক দিনের আয়োজনে এসডিজি স্থানীয়করণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে, এসডিজি এবং এর স্থানীয়করণে যথাযথ বিস্তারিত ধারণা দেওয়া সেভাবে সম্ভব হয়নি মর্মে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এজন্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারীগণের ধারণাগত সীমাবদ্ধতার ফলে যথাযথ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হতে পারে। এছাড়াও, যেহেতু অগ্রাধিকারসমূহ মূলত অংশীজনদের আলোচনার এবং ধারণার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিহ্নিত অগ্রাধিকার বিদ্যমান তথ্য ও উপাত্তের সাথে শত ভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে, অগ্রাধিকারসমূহকে যতটা সম্ভব বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সঠিকতা যাচাই করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫.১২. বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়নে সুপারিশ

এসডিজি স্থানীয়করণে +১ চিহ্নিতকরণ একটি প্রাথমিক কাজ। এসডিজি'র সার্বিক স্থানীয়করণের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের স্থানীয় ইউনিট হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করে তা স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় পর্যায় হতে একটি টার্গেটভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য যেমন পলিসি ইনটারভেনশন প্রয়োজন তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে রিসোর্স মবিলাইজেশন প্রয়োজন। এ বিষয়ে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলো কাজ করতে পারে। 'নাটোর মডেল' নামে এসডিজি'র জেলা স্থানীয়করণ মডেল ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে, যা ২০১৯ সালে জনপ্রশাসন পদক লাভ করেছে। উক্ত মডেল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তার মাধ্যমে সম্পৃক্ত ছিল। মূলত 'নাটোর মডেল' হলো একটি জেলার একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। জিআইইউ এর তত্ত্বাবধানে উক্ত মডেলের আলোকে সকল জেলাকে একটি করে জেলা এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জেলা উক্ত পরিকল্পনা তথা জেলা মডেল প্রস্তুত করেছে। এক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়েও এসডিজি বাস্তবায়নে একটি সামগ্রিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা থাকতে পারে। জেলা ও উপজেলা মডেলে কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে বাস্তবায়নযোগ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচিগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। জেলা মডেলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার আলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করবে। স্থানীয় পর্যায়েও রিসোর্স মবিলাইজেশনের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এসডিজি বাস্তবায়নে যেসব জেলা ও উপজেলা যেসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে শুধুমাত্র সেসব বিষয় নিয়েও স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের পাশাপাশি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিজেদের মত করে কাজ করছে। এগুলো সমন্বয় করা প্রয়োজন। একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় ব্যাপকভিত্তিক স্থানীয়করণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত সমন্বিত উদ্যোগ জাতীয় অগ্রাধিকারের বাইরে এসডিজি'র যেসব বিষয় স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করবে। চিহ্নিত সূচকের আলোকে তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি অভীষ্টের বিপরীতে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। উক্ত সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টের বিপরীতে যেসব জেলা, উপজেলার অগ্রাধিকার সূচক রয়েছে, সেসব জেলা ও উপজেলার অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে অভীষ্টভিত্তিক এসডিজি স্থানীয়করণের পৃথক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। অভীষ্টভিত্তিক এসডিজি স্থানীয়করণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়কগণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেটা ম্যাপিং ও ট্র্যাকিং এর জন্য বিবিএস ও এটুআই ভূমিকা রাখতে পারে।

জেলা ও উপজেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ কোনো একটি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে পাইলটিং করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা অথবা বেসরকারি এনজিও/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা উন্নয়ন সহযোগী শিক্ষা নিয়ে কাজ করে থাকে। তারা শিক্ষা বিষয়ক একটি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তখন যেসব জেলা/উপজেলা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেসব জেলা/উপজেলার মধ্য থেকে একটিতে তারা পাইলটিং করতে পারে। ফলে একই সাথে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা জেলা/উপজেলাগুলোর সমস্যাটি দ্রুত সমাধান হতে পারে। তাছাড়া নতুন নতুন ধারণা ও প্রকল্প তৈরি হবে যা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া বা রেপ্লিকেট করা সম্ভব হবে। এভাবে উক্ত সেক্টরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং এসডিজি অর্জন সহজতর হবে।

৫.১৩. উপসংহার

অএসডিজি স্থানীয়করণে দেশব্যাপী সরকারি পর্যায়ে এটি প্রথম উদ্যোগ। স্থানীয়করণে আমাদের সীমিত জ্ঞান ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে স্থানীয়করণের এ মহতী উদ্যোগটি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া যুগিয়েছে। এসডিজি স্থানীয়করণের এ উদ্যোগটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক এবং পেশাভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এসডিজি, এসডিজি স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে এসডিজি কী এবং কেনো, সে বিষয়ে যেমন স্থানীয় অংশীজন জানতে পেরেছে তেমনি এসডিজি স্থানীয়করণসহ তা বাস্তাবায়নের বিষয়েও সম্যক ধারণা লাভ করেছে। স্থানীয়করণের এ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যেসকল সূচক পাওয়া গেছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কয়েকটি এসডিজি অভীষ্টের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই কৃষি এবং শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো উন্নয়ন-এই চারটি অভীষ্টের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহে অধিক বরাদ্দ ও গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোতে অধিক বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হলে স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এবং এসডিজি'র যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ৭ বছর সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। তাই সামগ্রিক একটি কর্মপরিকল্পনার আওতায় এসডিজি স্থানীয়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ চিহ্নিতকরণ করা যেতে পারে।

এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয়করণ একটি অবশ্যকরণীয় অনুষঙ্গ। স্থানীয়করণ ব্যতীত এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩১টি সূচক অর্জন করা সম্ভন নয়। জাতীয়ভাবে এসডিজি'র অর্জন আশাব্যঞ্জক হলেও স্থানীয়করণে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এসডিজি স্থানীয়করণে পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর না হলে নির্ধারিত সময়ে এসডিজি'র সকল টার্গেট অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের পর ৩৯+১ বাংলাদেশ মডেলের আলোকে জেলা ও উপজলা পর্যায়ে মাত্র একটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু একটি কার্যকর এসডিজি স্থানীয়করণ মডেলের জন্য বৈশ্বিক ২৩১টি সূচক এবং জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকারের আলোকে প্রতিটি স্থানীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক একটি অগ্রাধিকার সূচক তালিকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি উক্ত সূচকসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের যোগানসহ সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। তবে, বর্তমানে যে অগ্রাধিকার সূচকসমূহ চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করলে তৃণমূল অংশীজনের মধ্যে সরকারি পরিকল্পনায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি যেমন স্বীকৃতি পাবে, তেমনি স্থানীয় জনগণও উপকৃত হবে। বাস্তব রূপ নিবে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' বা 'Leaving no one behind' শিরোনামে এসডিজি'র মূলমন্ত্র।

পরিশিষ্ট-১

অভীষ্টভিত্তিক জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক (২০৩০)
১	দারিদ্র্যের অবসান	• চরম দারিদ্র্যের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা
		• দারিদ্র্যের হার ১০% এর নিচে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	• অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বিত শিশুর হার ১২% এ নামিয়ে আনা
		• আবাদযোগ্য জমির হার ন্যূনতম ৫৫% বজায় রাখা
৩	সুস্বাস্থ্য	• প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার ১২ তে নামিয়ে আনা
		• প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ২৫ এ নামিয়ে আনা
		• প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ৭০ এ নামিয়ে আনা
		• সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১.২ এ নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	• প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনীতে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা এবং বজায় রাখা
		• মাধ্যমিক স্তরে (এসএসসি, দাখিল, ও ভোকেশনাল) প্রতি বছরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় এসএসসি কারিগরি স্তরে পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর অনুপাত ২০ এর উর্ধ্বে রাখা
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা ক. বিদ্যুৎ খ. ইন্টারনেট গ. নিরাপদ খাবার পানি ঘ. পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা
		• শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	• ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহ সংঘটনের হার শূন্যে নামিয়ে আনা
		• ১৮বছরের নিচে বাল্যবিবাহ সংঘটনের হার ১০% এ নামিয়ে আনা
		• উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ শতকরা হার ৫০% এ উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	• নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
		• নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	• বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
		• নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ১০%এ উন্নীত করা।
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	• জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০% এর উর্ধ্বে উন্নীত করা
		• বেকারত্বের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক (২০৩০)
		• শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বা কর্মে নিয়োজিত নয় এমন যুব জনসংখ্যার (১৫-২৯ বছর) অনুপাত ১০% এর নিচে নামিয়ে আনা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	• শতভাগ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
		• জিডিপিতে উৎপাদন-শিল্পখাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) অবদান ৩৫% এ উন্নীত করা
		• উৎপাদন-শিল্পখাতে (ম্যানুফ্যাকচারিং) মোট কর্মসংস্থানের হার ২৫% এ উন্নীত করা
		• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তার সংখ্যা দশগুণ করা
১০	অসমতা হ্রাস	• আয় বিচারে উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমায় অবস্থানকারী ১০% জনসংখ্যার আয়ের অনুপাত ২০ এ নামিয়ে আনা
		• বিদেশগামী শ্রমিকের অভিবাসন ব্যয় এবং তার বার্ষিক আয়ের গড় অনুপাত ১০% এ সীমিত রাখা
১১	টেকসই নগর	• সকল গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব ব্যবস্থা (ন্যূনতম ২০% আসন) নিশ্চিত করা
১২		• শতভাগ শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	• প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি ১,০০,০০০ জনে বছরে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১,৫০০ এর নিচে নামিয়ে আনা
১৪	জলজ জীবন	• মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি ৫% এ উন্নীত করা
১৫	জীববৈচিত্র্য	• মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির পরিমাণ ১৮% এ উন্নীত করা
		• মোট ভূমির তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	• অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের হার শতভাগে উন্নীত করা ও বজায় রাখা
		• জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আমলকৃত (cognizance) অভিযোগ এবং নিষ্পত্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ
১৭	অংশীদারিত্ব	• জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ২০% এ উন্নীত করা
		• শতভাগ জনসংখ্যাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা

পরিশিষ্ট-২

অভীষ্টভিত্তিক জেলা অগ্রাধিকার সূচক

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ
১	দারিদ্র্যের অবসান	বরিশাল	নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের শতভাগ পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঝালকাঠি	উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	সাতক্ষীরা	মৎস্য আহরণকারী জেলেদের ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ
২	টেকসই কৃষি	ফেনী	আবাদযোগ্য জমি থেকে ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে উপরস্তরের মাটি কর্তন ও অপসারণ শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	গাজীপুর	শতভাগ কৃষিজমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	কিশোরগঞ্জ	খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে মাঝারি ও তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	রাজবাড়ী	সবজি ও মসলাজাতীয় ফসলের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে বিষমুক্ত সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল (সরিষা, কালোজিরা, ধনিয়া ও পেঁয়াজ) উৎপাদনের মোট পরিমাণ দেড়গুণ করা
২	টেকসই কৃষি	চুয়াডাঙ্গা	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা
২	টেকসই কৃষি	ঝিনাইদহ	টেকসই কৃষির আওতায় কৃষি জমির অনুপাত ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	নাটোর	শস্যের নিবিড়তার হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নিরাপদ আমের উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কর্মসংস্থানের অনুপাত ১০ শতাংশে উন্নীত করা
২	টেকসই কৃষি	পাবনা	আবাদের অধীন মোট জমির ৫০ শতাংশে জৈবসারের ব্যবহার নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	আবাদযোগ্য কৃষিজমির অনুপাত ৬০ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	গাইবান্ধা	চরাঞ্চলে অনাবাদী জমির শতভাগ আবাদযোগ্য জমিতে উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	শতভাগ পতিত কৃষিজমি আবাদের আওতায় আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	বরগুনা	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	পটুয়াখালী	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	রাঙ্গামাটি	২০২৮ সালের পূর্বে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে এনে পরপর ৩ বছর সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা
৩	সুস্বাস্থ্য	জয়পুরহাট	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হার শতভাগ নিশ্চিতকরণ
৩	সুস্বাস্থ্য	লালমনিরহাট	সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১.২ এ নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	১১-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মানিকগঞ্জ	কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ তরুণ (১৫-২৪) জনসংখ্যার হার দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মুন্সীগঞ্জ	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	টাঙ্গাইল	শতভাগ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ তাঁতশিল্প বিষয়ক ট্রেড কোর্স চালুকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ১:১ নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ঠাকুরগাঁও	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মৌলভীবাজার	চা বাগানে বসবাসরত শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীত করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ভোলা	১৫ বছরের পূর্বে নারীদের বিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	শরীয়তপুর	১৫ বছরের পূর্বে নারীদের বিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	শেরপুর	বয়স ও ঘটনাস্থল ভেদে স্বামী বহির্ভূত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও কন্যার শতকরা হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	পিরোজপুর	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	নোয়াখালী	নোয়াখালী শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে শতভাগ ড্রেন ও খালসমূহ দখলমুক্ত ও পরিষ্কার নিশ্চিত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খুলনা	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বগুড়া	করতোয়া নদীর ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এলাকা দূষণমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন করা।
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	গোপালগঞ্জ	বেকারত্বের হারে ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মাগুরা	মোট কর্মসংস্থানে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের অংশ দেড় গুণে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মেহেরপুর	শোভন কর্মসংস্থানের হার দেড়গুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নড়াইল	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণে উন্নীত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	রংপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	দিনাজপুর	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের অনুপাত ২০ শতাংশে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কুড়িগ্রাম	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নীলফামারী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	বান্দরবান	বান্দরবান জেলাকে টেকসই পর্যটন জেলা ঘোষণা করে পর্যটন বিকাশের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলাকে টেকসই পর্যটন নগরীতে পরিণত করতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি	পর্যটন শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প খাতের রাজস্ব আয় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	যশোর	হস্তশিল্পের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুষ্টিয়া	তাঁতশিল্পের অধীন মোট ইউনিট সংখ্যা ১২,০০০-এ উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পঞ্চগড়	স্থানীয় কৃষিভিত্তিক শিল্প কারাখানা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	হবিগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সুনামগঞ্জ	টেকসই যোগাযোগ ও অবকাঠামো ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভ্রমণকৃত পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা
১০	অসমতা হ্রাস	মাদারীপুর	মোট অভিবাসীর সংখ্যা দেড়গুণ করা
১১	টেকসই নগর	ঢাকা	ঢাকা মহানগরের মোট জনসংখ্যার তুলনায় বস্তিবাসী, অনানুষ্ঠানিক ও অপর্যাপ্ত গৃহায়নের আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামকে টেকসই ও ঝুঁকিমুক্ত বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে শতভাগ খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত করে পুনঃখনন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	লক্ষ্মীপুর	মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	জামালপুর	যমুনা তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	জেলা অগ্রাধিকার সূচকসমূহ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সিরাজগঞ্জ	সকল নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ অংশের শতভাগে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৪	জলজ জীবন	চাঁদপুর	নদী হতে মৎস্য আহরণের পরিমাণ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা
১৪	জলজ জীবন	নারায়ণগঞ্জ	নদ-নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্লাস্টিক আবর্জনার ঘনত্ব ও রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি ৫০ শতাংশ হ্রাসকরণ
১৪	জলজ জীবন	বাগেরহাট	শতভাগ নদী ও খাল ২০২৫ সালের মধ্য দখলমুক্ত করে ২০৩০ সালের মধ্যে খনন নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	নওগাঁ	শতভাগ খাল-বিল ও পুকুরসমূহ খনন ও সংস্কার সাধন নিশ্চিত করা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সম্প্রীতি উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণে সংঘটিত সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	নরসিংদী	৫ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্মনিবন্ধন হার শতভাগে উন্নীত করা

পরিশিষ্ট-৩

অভীষ্টভিত্তিক উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১	দারিদ্র্যের অবসান	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঝালকাঠি	রাজাপুর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	শরীয়তপুর	নড়িয়া	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	শরীয়তপুর	জাজিরা	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	বাগেরহাট	কচুয়া	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	নেত্রকোণা	বারহাট্টা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	নাটোর	বড়াইগ্রাম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	রাজশাহী	বাগমারা	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	রংপুর	গংগাচড়া	দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শতভাগ জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	শতভাগ ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের আওতায় আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	হবিগঞ্জ	বাহুবল	শতভাগ চা-শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী সুবিধার আওতায় আনা
১	দারিদ্র্যের অবসান	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১	দারিদ্র্যের অবসান	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	বরিশাল	আগৈলঝাড়া	কৃষিতে টেকসই সেচ নিশ্চিত করতে শতভাগ খাল সংস্কার/পুনঃখনন নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	বরিশাল	বানারীপাড়া	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	বরিশাল	গৌরনদী	পানের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	বরিশাল	হিজলা	কৃষি উৎপাদনে জৈবসার ও কীটপতঙ্গ দমনে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি
২	টেকসই কৃষি	পটুয়াখালী	গলাচিপা	শতভাগ জমিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চাষের আওতাধীন শতভাগ আবাদযোগ্য জমির লবণাক্ততামুক্ত করা
২	টেকসই কৃষি	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	ফসলের নিবিড়তা দ্বিগুণে উন্নীত করা
২	টেকসই কৃষি	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	লেবু ও পেয়ারা ফসল বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কর্তন ও অপসারণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	পাহাড়ী পতিত শতভাগ জমিতে উন্নত জাতের ফলবাগান সৃজন করা
২	টেকসই কৃষি	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	কুমিল্লা	তিতাস	শতভাগ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	ফেনী	ছাগলনাইয়া	২০২৫ সালের মধ্যে তিন ফসলি জমিতে শতভাগ নিবিড়তা নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	ফেনী	দাগনভূঞা	২০২৫ সালের মধ্যে আবাদযোগ্য অনাবাদি কৃষি জমির শতভাগ চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা
২	টেকসই কৃষি	ফেনী	ফুলগাজী	আবাদযোগ্য জমির মাটি কাটা ও অপসারণের পরিমাণ শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর	২০২৫ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	লক্ষ্মীছড়ি	উপজেলার কৃষিপণ্যের উৎপাদন ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি
২	টেকসই কৃষি	নোয়াখালী	চাটখিল	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বজায় রাখা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
২	টেকসই কৃষি	নোয়াখালী	সেনবাগ	আবাদযোগ্য জমির ৮০ শতাংশে জলাবদ্ধতার নিরসন
২	টেকসই কৃষি	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	ত্রিফসলী কৃষি জমির অন্য কাজে ব্যবহার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাজস্থলী	৬০ শতাংশ খানার পুকুর/জলাশয়/আঙিনায় আধুনিক মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর	৬০ শতাংশ খানার পুকুর/জলাশয়/আঙিনায় আধুনিক মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	ঢাকা	ধামরাই	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৬০ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৬০ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	নরসিংদী	বেলাবো	বায়োভিলেজ (নিরাপদ সবজি জোন) স্থাপনের মাধ্যমে অরগানিক কৃষি/কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	রাজবাড়ী	কালুখালী	উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	রাজবাড়ী	পাংশা	উৎপাদিত কৃষিপণ্যের আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা দেড়গুণে উন্নীত করা
২	টেকসই কৃষি	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	নিরাপদ সবজির উৎপাদন দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	বাগেরহাট	ফকিরহাট	৫০ শতাংশ আবাদযোগ্য জমিতে জৈব (অর্গানিক) পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উৎপাদন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিপিআর টিকা প্রদানের হার শতভাগে উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	যশোর	কেশবপুর	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দেড়গুণ করা
২	টেকসই কৃষি	খুলনা	বটিয়াঘাটা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	খুলনা	ডুমুরিয়া	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	মেহেরপুর	গাংনী	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	শেরপুর	শেরপুর সদর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
২	টেকসই কৃষি	বগুড়া	নন্দিগ্রাম	জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনকারী বিদ্যমান কৃষকের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনকারী বিদ্যমান কৃষকের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মুরগির মাংস উৎপাদন ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	জয়পুরহাট	কালাই	দুটি কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	শতভাগ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা
২	টেকসই কৃষি	নওগাঁ	পোরশা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	নওগাঁ	সাপাহার	আধুনিক আম প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট সুবিধাসহ একটি কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম ২টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	নাটোর	নলডাঙ্গা	২০২৫ সালের মধ্যয় বিদ্যমান শস্যের নিবিড়তা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ১০টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ৫টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় আম বাজার স্থাপনসহ প্রতি ইউনিয়নে অন্তত ৫টি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৭০ শতাংশ আম ম্যাংগো পাল্পে রূপান্তরের সক্ষমতাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্ল্যান্ট স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	পাবনা	আটঘরিয়া	সবজি সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	পাবনা	চাটমোহর	একটি গার্লিক রিসোর্স সেন্টার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	পাবনা	সাঁথিয়া	জৈব সার ব্যবহারের অনুপাত অর্ধেক উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	পাবনা	সুজানগর	প্রতি ইউনিয়নে পাট ও পেঁয়াজ ক্রয় কেন্দ্র এবং সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	দুর্গাপুর	২০২৫ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংকেজ তৈরি করা
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	গোদাগাড়ি	৫টি কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	মোহনপুর	মোট আবাদযোগ্য জমির ১ শতাংশ পান চাষের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	পবা	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
২	টেকসই কৃষি	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	প্রতিটি চরে কৃষিপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন
২	টেকসই কৃষি	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	আবাদযোগ্য জমির অনুপাত ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা
২	টেকসই কৃষি	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	চাল উৎপাদনের পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
২	টেকসই কৃষি	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	গবাদি প্রাণি উৎপাদনের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	রংপুর	রংপুর সদর	২০৩০ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	রংপুর	তারাগঞ্জ	তামাক চাষের অধীন জমির পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	হবিগঞ্জ	লাখাই	ভাসমান কৃষি কার্যক্রম দেড়গুণে উন্নীত করা
২	টেকসই কৃষি	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	শতভাগ পতিত কৃষিজমিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	সুনামগঞ্জ	ছাতক	শতভাগ পতিত কৃষিজমি খাদ্য উৎপাদনের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সুনামগঞ্জ	দিরাই	শতভাগ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নিশ্চিতকরণ
২	টেকসই কৃষি	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর	হাওরে ন্যূনতম ১,০০০টি হাঁসবিশিষ্ট খামারের সংখ্যা এক হাজারে উন্নীতকরণ
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	বিয়ানীবাজার	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	বিশ্বনাথ	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	জৈন্তাপুর	শতভাগ পতিত কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	কানাইঘাট	শতভাগ এক ফসলি কৃষি জমিকে দুই বা তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করা
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	সিলেট সদর	অনাবাদি কৃষি জমির পরিমাণ ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
২	টেকসই কৃষি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বাঘাইছড়ি	স্থানীয় বনজ ও কৃষি ফসলের উৎপাদন হার দ্বিগুণ করা
২	টেকসই কৃষি	রাজশাহী	চারঘাট	স্থানীয় খয়েরের উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ
২	টেকসই কৃষি	সিলেট	জকিগঞ্জ	কৃষি খাতে নিয়োজিত জনবলের ৭৫ শতাংশকে কৃষি ও উন্নত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
৩	সুস্বাস্থ্য	বরগুনা	পাথরঘাটা	প্রতি ১,০০০ জনে একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী (ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফ) নিশ্চিত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	বরিশাল	উজিরপুর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৩	সুস্বাস্থ্য	পটুয়াখালী	দশমিনা	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	পটুয়াখালী	দুমকি	উপজেলায় স্বাস্থ্যখাতের সকল সেবাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	আলীকদম	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	জাহাজ ভাঙা শিল্পে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	কাউখালী	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বিলাইছড়ি	প্রতি ১০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ কমিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৩	সুস্বাস্থ্য	যশোর	চৌগাছা	আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে সন্তুষ্টির হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	চরাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে শতভাগ পদায়ন ও কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
৩	সুস্বাস্থ্য	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	প্রতি ১,০০০ জনে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার দ্বিগুণ করা
৩	সুস্বাস্থ্য	শেরপুর	নকলা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান প্রসবকালে দক্ষ সহায়তাকারীর হার শতভাগে উন্নীত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৩	সুস্বাস্থ্য	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	রাজশাহী	বাঘা	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	দিনাজপুর	হাকিমপুর	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মাদকসেবীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর	শতভাগ কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৩	সুস্বাস্থ্য	রংপুর	মিঠাপুকুর	স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব দ্বিগুণ করা
৩	সুস্বাস্থ্য	রংপুর	পীরগঞ্জ	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবীণদের জন্য পৃথক হেলথ কর্নার স্থাপন
৩	সুস্বাস্থ্য	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	শতভাগ কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৩	সুস্বাস্থ্য	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সন্তুষ্টির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর	কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ভোলা	ভোলা সদর	চরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	রুমা	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	চট্টগ্রাম	রাউজান	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	বরুড়া	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	বুড়িচং	কারিগরি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	চান্দিনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	হোমনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	লাকসাম	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	লালমাই	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	মেঘনা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	মুরাদনগর	দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইসিটি-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের হার দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	কুমিল্লা	নাঙ্গলকোট	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	দিঘীনালা	২০২৫ সালের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা
৪	গুণগত শিক্ষা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মহালছড়ি	২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তির হার দেড়গুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্যে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	শতভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৪	গুণগত শিক্ষা	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতে শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস কার্যক্রম চালুকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	জুরাছড়ি	প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার শিক্ষার্থীর হার ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	নানিয়ারচর	দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইসিটি-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের হার দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ঢাকা	দোহার	আইসিটিতে ন্যূনতম দক্ষতার হার ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	শতভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	প্রাথমিক স্তরে গণিতে অকৃতকার্যের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	মধুখালী	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	নগরকান্দা	শতভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাবার পানি এবং সাবান ও পানিসহ পৃথক হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	সদরপুর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	ফরিদপুর	সালথা	সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার শতভাগ অর্জন
৪	গুণগত শিক্ষা	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং	প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০-এ উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	নরসিংদী	রায়পুরা	শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৪	গুণগত শিক্ষা	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	দৌলতদিয়া পতিতা পল্লিসহ সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শতভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	নারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	তাঁতশিল্প ট্রেড কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৪	গুণগত শিক্ষা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	খুলনা	তেরখাদা	প্রাক-প্রাথমিকে শিশুর অংশগ্রহণকারীর হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	মদন	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক স্বাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	নেত্রকোণা	পূর্বধলা	মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	বগুড়া	আদমদীঘি	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	নাটোর	গুরুদাসপুর	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ২৫:১ নিশ্চিতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	নীলফামারী	জলঢাকা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতভাগে উন্নীত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৪	গুণগত শিক্ষা	মৌলভীবাজার	জুড়ী	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৪	গুণগত শিক্ষা	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	চা-শ্রমিক, হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৪	গুণগত শিক্ষা	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	প্রাক-প্রাথমিকে শিশুর অংশগ্রহণকারীর হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৪	গুণগত শিক্ষা	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	শতভাগ বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বরগুনা	বরগুনা সদর	তৃতীয় লিঙ্গের শতভাগ জনগোষ্ঠীর টেকসই পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ভোলা	দৌলতখান	১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	গাজীপুর	শ্রীপুর	শতভাগ কলকারখানায় নারী-পুরুষ বেতন-বৈষম্য দূরীকরণ
৫	জেন্ডার সমতায়ন	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	টাঙ্গাইল	বাসাইল	আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের হার দ্বিগুণ করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের হার ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৫	জেন্ডার সমতায়ন	টাঙ্গাইল	সখিপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	যশোর	মণিরামপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	উৎপাদন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	উৎপাদন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	কুষ্টিয়া	মিরপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	মাগুরা	মহম্মদপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	শেরপুর	শ্রীবরদী	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	বগুড়া সদর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	ধুনট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	গাবতলী	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	শাজাহানপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	শেরপুর	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	শিবগঞ্জ	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	বগুড়া	সোনাতলা	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	রংপুর	পীরগাছা	১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীদের বিগত ১২ মাসে যৌন নির্যাতনের শিকারের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	নারী নির্যাতনের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীদের বিগত ১২ মাসে যৌন নির্যাতনের শিকারের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৫	জেন্ডার সমতায়ন	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	নারী নির্যাতনের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বরগুনা	আমতলী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বরগুনা	বামনা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	পিরোজপুর	নাজিরপুর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	পিরোজপুর	ইন্দুরকানী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	নাইক্ষ্যংছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	রোয়াংছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	থানচি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	গুইমারা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মানিকছড়ি	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	নোয়াখালী	কবিরহাট	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বাগেরহাট	মোংলা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বাগেরহাট	রামপাল	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বাগেরহাট	শরণখোলা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খুলনা	দাকোপ	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খুলনা	পাইকগাছা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খুলনা	ফুলতলা	পানি ব্যবহারে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	খুলনা	রূপসা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	মাগুরা	শালিখা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	সাতক্ষীরা	তালা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	বগুড়া	কাহালু	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	নওগাঁ	আত্রাই	আত্রাই নদীতে বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি রাবার ড্যাম স্থাপন
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	রাজশাহী	তানোর	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৪০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	নদী-নালা, খাল-বিলে পরিচালিত দূষণবিরোধী অভিযানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	নিরাপদ ব্যবস্থাপনার খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৬	নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	শতভাগ নদী পুনঃখনন সম্পন্ন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য রাবার ড্যাম্প/স্লুইস গেইট নির্মাণ করা
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	নেত্রকোণা	কেন্দুয়া	শতভাগ জনসংখ্যার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের হার নিশ্চিত করা
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা	শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা
৭	সুলভ ও পরিষ্কার জ্বালানি	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সুবিধাভোগীর আওতায় জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীতকরণ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ঝালকাঠি	নলছিটি	কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	লামা	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ৫০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে বৃদ্ধি করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সরাইল	আধুনিক মিল্ক চিলিং প্লান্ট স্থাপন
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	চাঁদপুর	হাইমচর	মৎস্য আহরণ মৌসুম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে প্রণোদনা সুবিধাভোগী জেলের হার শতভাগে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	চাঁদপুর	কচুয়া	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কক্সবাজার	মহেশখালী	শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানের হার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কক্সবাজার	টেকনাফ	মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মাটিরাঙ্গা	পর্যটন খাতে শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ পর্যটন কেন্দ্র আধুনিকীকরণ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	পানছড়ি	২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটন খাতে শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ একটি পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	রামগড়	২০২৫ সালের মধ্যে শিল্পখাতের কর্মসংস্থান ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	কাপ্তাই	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ	ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে দর্শনার্থীর সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদী	হাওর অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	হাওরভিত্তিক আধুনিক ও টেকসই প্রাকৃতিক মৎস্য খামারভিত্তিক কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	খাদ্য উৎপাদনকারী খানার সংখ্যা ৫০ শতাংশ বজায় রাখা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত নারীর হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নরসিংদী	মনোহরদী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	টাঙ্গাইল	ভুয়াপুর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত নারীর হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	যশোর	বাঘারপাড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মাগুরা	মাগুরা সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মাগুরা	শ্রীপুর	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মেহেরপুর	মুজিবনগর	সমবায়ভিত্তিক কৃষি উদ্যোগের সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত জনসংখ্যার হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	জামালপুর	ইসলামপুর	চরাঞ্চলসহ কর্মসংস্থানের হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	জামালপুর	জামালপুর সদর	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	কর্মস্থলে নারীবান্ধব পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নারীর সংখ্যা ৮০ শতাংশে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	গজনীসহ অন্যান্য অবকাশ/পর্যটন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নওগাঁ	ধামইরহাট	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নওগাঁ	মান্দা	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নাটোর	লালপুর	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নাটোর	নাটোর সদর	স্থানীয় পর্যটন খাতে নিয়োজিত জনশক্তির হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নাটোর	সিংড়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	রাজশাহী	পুঠিয়া	পুঠিয়া রাজবাড়ী ও তার অধীন দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	দিনাজপুর	বিরামপুর	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতভাগ নিশ্চিত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	দিনাজপুর	খানসামা	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান ও আশুরার বিল পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তর করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	লালমনিরহাট	আদিতমারী	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নীলফামারী	ডিমলা	মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ২০ শতাংশ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নীলফামারী	ডোমার	কর্মসংস্থানের হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	বেকারত্বের হার ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	পঞ্চগড়	বোদা	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	রংপুর	বদরগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	রংপুর	কাউনিয়া	কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল	নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্বিগুণে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	বেকারত্বের হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	বালু ও পাথর আহরণে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশের বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা
৮	শোভন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	সিলেট	গোয়াইনঘাট	স্থানীয় পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	শতভাগ গ্রামের সাথে উপজেলা শহরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	বরিশাল	বরিশাল সদর	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী জেলা সদর পর্যন্ত পায়রা নদীর উপর সংযোগ সেতু ও ভাঙনপ্রবণ অংশে নদী রক্ষাবাঁধ নির্মাণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পিরোজপুর	কাউখালী	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ গ্রোথ সেন্টারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ ইউনিয়নকে সারাবছর ব্যবহার উপযোগী পাকা সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীতকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	ইলিয়টগঞ্জ থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত মহাসড়কের পাশে বিকল্প রাস্তা/টাউন সার্ভিস চালুকরণ, ওভারপাস ও আন্ডারপাস শতভাগ নির্মাণ সম্পন্নকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কক্সবাজার	চকরিয়া	১০টি লবণ শোধনাগার এবং ৫টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	পর্যটন ভিত্তিক পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কক্সবাজার	পেকুয়া	১০টি লবণ শোধনাগার এবং ৫টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	লংগদু	উপজেলা সদরের সাথে শতভাগ ইউনিয়নকে সারাবছর ব্যবহার উপযোগী পাকা সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জের সাথে সংযুক্ত সকল ইউনিয়ন সড়ক শতভাগ পাকাকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ প্রান্তিক পেশার মানুষের মধ্যে ঋণ প্রদানের মোট পরিমাণ দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	পল্লী সড়ক ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক যানবাহনের অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	শতভাগ স্থানীয় সংযোগ সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	যশোর	যশোর সদর	হস্তশিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	যশোর	শার্শা	গ্রামীণ সড়কের শতভাগ পাকা নিশ্চিতকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	খুলনা	দিঘলিয়া	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুষ্টিয়া	খোকসা	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	মোট তাঁতের সংখ্যা দেড়গুণে উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	নড়াইল	লোহাগড়া	স্থানীয় কৃষি পণ্য বাজারকরণের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৩টি কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	নড়াইল	নড়াইল সদর	স্থানীয় কৃষি পণ্য বাজারকরণের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৩টি কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা স্থাপন

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	বন্ধ হয়ে যাওয়া শতভাগ কলকারখানা পুনঃসচল করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	ভালুকা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার হার শতভাগে উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা দ্বিগুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	নওগাঁ	পত্নীতলা	আধুনিক আম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	নাটোর	বাগাতিপাড়া	জেলা সদরের সাথে ২০ কিলোমিটার সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পাবনা	বেড়া	উপজেলার সাথে গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়কসমূহের হাটবাজার সংলগ্ন অংশ শতভাগ প্রশস্তকরণ ও ভারী যানবাহন চলাচল উপযোগী করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পাবনা	ভাঙ্গুড়া	দিলপাশা ইউনিয়নের সাথে উপজেলা সংযোগ সড়ক পাকা করা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেতু নির্মাণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পাবনা	ফরিদপুর	জেলা সংযোগ সড়কটি ফুটপাতসহ দুই লেনে রূপান্তর
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	পাবনা	ঈশ্বরদী	ঈশ্বরদী উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ প্রণয়ন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৫,০০০ প্লটবিশিষ্ট একটি বিশেষ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	একটি বিশেষ কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন করে তীরবর্তী এলাকায় সৃষ্ট চরে ৫,০০০ মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	দিনাজপুর	বিরল	বিরল স্থলবন্দর চালুকরণ
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	হোশিয়ারি শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	গাইবান্ধা	সাঘাটা	রেলওয়ের পরিত্যক্ত ৬০০ বিঘা জমিতে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা স্থাপন

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	নীলফামারী	সৈয়দপুর	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা দেড়গুণ করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	মৌলভীবাজার	রাজনগর	শতভাগ গ্রামীণ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	পর্যটকের সংখ্যা ৩ গুণে উন্নীত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	রিটেইনিং ওয়ালসহ শতভাগ আরসিসি সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	হাওর অঞ্চলের শতভাগ জনসংখ্যাকে অন্যূন ২ কিলোমিটারের মধ্যে অভিঘাত সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব পাকা সড়ক সুবিধার আওতায় আনা
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সিলেট	ওসমানীনগর	ইউনিয়নভিত্তিক শতভাগ উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
১০	অসমতা হ্রাস	মাদারীপুর	কালকিনি	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা
১০	অসমতা হ্রাস	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা
১০	অসমতা হ্রাস	মাদারীপুর	রাজৈর	গড় অভিবাসন ব্যয়ের পরিমাণ ৪ লাখ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ রাখা
১০	অসমতা হ্রাস	মাদারীপুর	শিবচর	অভিবাসন প্রত্যাশীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের মাধ্যমে শতভাগ কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ
১০	অসমতা হ্রাস	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	অভিবাসন প্রত্যাশী শতভাগ জনশক্তিকে নিবন্ধন ও কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় আনা
১১	টেকসই নগর	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	প্রতি ০৩টি ওয়ার্ডের বিপরীতে ০১টি করে শিশু বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
১১	টেকসই নগর	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	পাহাড় কর্তন শূন্যে নামিয়ে আনা
১১	টেকসই নগর	ফেনী	সোনাগাজী	২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ জনসংখ্যাকে দুর্যোগ সহনীয় আবাসন ব্যবস্থার আওতায় আনা
১১	টেকসই নগর	নোয়াখালী	হাতিয়া	নদীভাঙন কবলিত শতভাগ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা
১১	টেকসই নগর	ঢাকা	তেজগাঁও	বস্তিবাসীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১১	টেকসই নগর	ঝিনাইদহ	হরিণাকুণ্ডু	গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা
১১	টেকসই নগর	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ	গণপরিবহনে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা
১১	টেকসই নগর	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	নদীভাঙন কবলিত শতভাগ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	ঢাকা	সাভার	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	গাজীপুর	কাপাসিয়া	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	নরসিংদী	পলাশ	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	নরসিংদী	শিবপুর	শতভাগ শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন নিশ্চিতকরণ
১২	দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	সকল হাট-বাজারে ১টি করে বর্জ্য অপসারণ অবকাঠামো নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	বরগুনা	তালতলী	প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	ভোলা	মনপুরা	ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	ভোলা	তজুমদ্দিন	মেঘনা নদীর তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	বিষখালী নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	পটুয়াখালী	বাউফল	নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	কুতুবদিয়া দ্বীপের চারদিকে শতভাগ বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	কক্সবাজার	রামু	৩৪,৩৪২টি কৃষক পরিবারকে সরাসরি আত্মনিয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কিত কর্মসৃজন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	ফেনী	পরশুরাম	২০২৫ সালের মধ্যে সিলোনিয়া, মহুরী ও কহুয়া নদী তীরের শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর	মেঘনা নদী ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	নদী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	খুলনা	কয়রা	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	ভোগাই নদে ভাঙন রোধে টেকসই স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	নওগাঁ	বদলগাছী	ছোট যমুনা নদীতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও দখলমুক্তকরণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	নওগাঁ	রাণীনগর	ছোট যমুনা নদীতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও দখলমুক্তকরণ
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	নদীভাঙন থেকে রক্ষার জন্য টেকসই উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	নদীভাঙন থেকে রক্ষার জন্য উপজেলা রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	নদীভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	নদী তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ শতভাগ অংশে টেকসই তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করা
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	কুশিয়ারা নদীর ভাঙন ৭৫ শতাংশ হ্রাস করা
১৪	জলজ জীবন	বরিশাল	মুলাদী	মৎস্যের অভয়াশ্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার শতভাগ জনগণকে সংবেদনশীল করা
১৪	জলজ জীবন	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	তেঁতুলিয়া ও মেঘনা নদীকে কেন্দ্র করে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও মৎস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ
১৪	জলজ জীবন	ভোলা	চরফ্যাশন	আহরিত মৎস্য বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সক্ষমতা দ্বিগুণ করা
১৪	জলজ জীবন	ভোলা	লালমোহন	রপ্তানিমুখী মৎস্য সংরক্ষণাগার স্থাপন ও চালু করা
১৪	জলজ জীবন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	আধুনিক মৎস্য আহরণ কেন্দ্র স্থাপন
১৪	জলজ জীবন	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	ইলিশ আহরণের পরিমাণ ৩০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ
১৪	জলজ জীবন	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	শতভাগ নদী পুনঃখনন নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	চট্টগ্রাম	পটিয়া	শতভাগ নদী পুনঃখনন নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	বরকল	কর্ণফুলী নদী তীরের শতভাগ অবৈধ দখলমুক্ত করা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১৪	জলজ জীবন	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	শতভাগ প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা
১৪	জলজ জীবন	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ শতভাগ নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা
১৪	জলজ জীবন	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ শতভাগ নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	শতভাগ প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা
১৪	জলজ জীবন	মুন্সীগঞ্জ	টংগীবাড়ি	ধলেশ্বরী নদীর নাব্যতা ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৪	জলজ জীবন	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	নদ-নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্লাস্টিক আবর্জনার ঘনত্ব ও রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি অর্ধেকে নামিয়ে আনা
১৪	জলজ জীবন	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	নদীর নাব্যতা নিশ্চিতকরণে শতভাগ পুনঃখনন করা
১৪	জলজ জীবন	টাঙ্গাইল	কালিহাতী	পরিকল্পিতভাবে নদী খনন এবং বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিতকরণ
১৪	জলজ জীবন	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা
১৪	জলজ জীবন	বাগেরহাট	চিতলমারী	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা
১৪	জলজ জীবন	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	পরিকল্পিত খননের মাধ্যমে লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ২৫% আবাদযোগ্য করা
১৪	জলজ জীবন	যশোর	অভয়নগর	পরিকল্পিতভাবে নদী খনন ও বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিতকরণ
১৪	জলজ জীবন	যশোর	ঝিকরগাছা	কপোতাক্ষ নদ দখলমুক্তকরণ ও পুনঃখননের মাধ্যমে অবাধ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	পরিকল্পিতভাবে গড়াই নদীর ন্যূনতম ৮০ শতাংশ ড্রেজিং করে টেকসই প্রবাহ নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	নড়াইল	কালিয়া	মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা
১৪	জলজ জীবন	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	সুপরিকল্পিত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা
১৪	জলজ জীবন	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	মৎস্যচাষী বান্ধব সুবিধা নিশ্চিত করে মৎস্য উৎপাদন দেড়গুণ করা
১৪	জলজ জীবন	জামালপুর	মেলান্দহ	নদীর শতভাগ এলাকা দখলমুক্তকরণ নিশ্চিত করা
১৪	জলজ জীবন	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	জলাবদ্ধতা নিরসনে বিল, নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় দখলমুক্তকরণ ও সংরক্ষণের আওতায় আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১৪	জলজ জীবন	নেত্রকোণা	আটপাড়া	মগড়া নদীর জমি পুনরুদ্ধার, খনন ও নদীর উভয় তীরে অংশগ্রহণমূলক বনায়ন নিশ্চিতকরণ
১৪	জলজ জীবন	নওগাঁ	মহাদেবপুর	আত্রাই নদী সংস্কার করে পর্যটন কেন্দ্র, মৎস্য ও অতিথি/পরিযায়ী পাখিদের অভয়াশ্রম স্থাপন
১৪	জলজ জীবন	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	শতভাগ খাল, বিল, নদী ও পুকুর সংস্কার ও উন্নয়ন
১৪	জলজ জীবন	পাবনা	পাবনা সদর	শতভাগ জলাধার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা
১৪	জলজ জীবন	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি আধুনিক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপন
১৪	জলজ জীবন	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	মোট আয়তনের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ জলাভূমিতে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা
১৪	জলজ জীবন	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	শতভাগ নদী খনন সম্পন্নকরণ
১৪	জলজ জীবন	সিলেট	বালাগঞ্জ	খনন ও সংস্কারযোগ্য শতভাগ নদী ও হাওড়ের খনন নিশ্চিত করে মৎস্যচাষের আওতায় আনা
১৫	জীববৈচিত্র্য	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	সংরক্ষিত বনায়নের বিদ্যমান আয়তন বজায় রাখা
১৫	জীববৈচিত্র্য	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া	চুনতি অভয়ারণ্যের শতভাগ টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বজায় রাখা
১৫	জীববৈচিত্র্য	কক্সবাজার	উখিয়া	সামাজিক বনায়ন/ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উপজেলায় বনায়নের আওতাধীন জমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৫	জীববৈচিত্র্য	ফেনী	ফেনী সদর	সকল সড়কের দুই পাশসহ প্রান্তিক ও পতিত ভূমি শতভাগ বনায়ন নিশ্চিত করা
১৫	জীববৈচিত্র্য	টাঙ্গাইল	মধুপুর	আদিবাসী পল্লি স্থাপনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মধুপুর গড় বনের শতভাগ পুনরুদ্ধার করে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
১৫	জীববৈচিত্র্য	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	শতভাগ রাস্তা, বাঁধ ও খাসজমি বৃক্ষরোপণের আওতায় আনা
১৫	জীববৈচিত্র্য	দিনাজপুর	কাহারোল	বনায়নের আওতাধীন মোট ভূমি ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	উপজেলার আওতাধীন এলাকায় মাদক পাচার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	পারস্পরিক সম্প্রীতি উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বিবাদ সংক্রান্ত মামলার হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	সামাজিক কোন্দল কমিয়ে এনে মিথ্যা মামলা দায়েরের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদক পাচার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা

অভীষ্ট	থিমেটিক বিষয়	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলা অগ্রাধিকার সূচক
১৭	অংশীদারিত্ব	বরগুনা	বেতাগী	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৫০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা
১৭	অংশীদারিত্ব	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৫০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা

পরিশিষ্ট-৪

এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ

৪.১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি

৪.১.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২৮ জুন ২০১৬ তারিখ ও ১৬ মে ২০১৭ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সর্বশেষ ০১ জুন ২০২০ তারিখের সভায় আরো কয়েকজন সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়।

৪.১.২ বর্তমানে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি'-র গঠন নিম্নরূপ:

১.	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহ্বায়ক
২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
১৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
২০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
২১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
২৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৭.	সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য সচিব

উক্ত সদস্যগণ ছাড়াও বিশেষ আমন্ত্রণে উক্ত কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে থাকেন:

১.	চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
২.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
৩.	প্রকল্প পরিচালক, Aspire to Innovation (a2i)
৪.	সভাপতি, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI)
৫.	UN Resident Coordinator in Bangladesh
৬.	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD)

৪.১.৩ 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি'-র কর্মপরিধি নিম্নরূপ

১. কমিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

২. কমিটি এসডিজি সংক্রান্ত সকল দলিল যেমন- এসডিজি ম্যাপিং, এসডিজি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশান ফ্রেমওয়ার্ক, এসডিজি কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি অর্থায়ন কৌশল প্রভৃতি পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে।

৩. এ কমিটি এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবগতি/অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করবে ।

৪. প্রতি বছর কমিটি'র ন্যূনতম ০২ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে এসডিজি সংক্রান্ত যে কোন জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে যে কোন সময়ে কমিটি সভায় মিলিত হবে।

৫. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে এবং

৬. কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪.২ এসডিজি ওয়ার্কিং টিম

৪.২.১ 'এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটি'-র সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের উক্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম' গঠন করা হয়।

৪.২.২ 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম'-এর গঠন নিম্নরূপ:

১.	মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	টিম লিডার
২.	পরিচালক (ইনোভেশন/রিসার্চ), গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৩.	পরিচালক-৯, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৪.	উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৫.	উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	সদস্য
৬.	উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	-	সদস্য
৭.	উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	-	সদস্য
৮.	পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	উপপরিচালক (রিসার্চ/ইনোভেশন), গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
১০.	উপপরিচালক (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট/কমিউনিকেশন), জিআইইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
১১.	সহযোগী অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, সিপিডি (সিটিজেন'স প্ল্যাটফর্ম)	-	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, পিকেএসএফ (পিপল'স ভয়েস)	-	সদস্য

৪.২.৩ 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম'-এর কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এর জন্য এসডিজি কর্মসম্পাদন বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন;

২. এসডিজি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) সমন্বয়কের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা;

৩. Voluntary National Review (VNR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪. এসডিজি সংক্রান্ত বিষয়ে মাঠপ্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।

৪.৩. জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

১ম খণ্ড] বাংলাদেশ গেজেট, এপ্রিল ৫, ২০১৮ ১৬৩

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
এসডিজি সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪২৪/০৪ মার্চ ২০১৮

নং ৫২.০০.০০০০.০২৮.০৫.০০৯.১৭.১১৩—জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এবং আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং-এর জন্য সরবরাহকৃত সূচকসমূহের মানসম্মত, হালনাগাদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (National Data Coordination Committee-NDCC) গঠন করা হলো।

০১.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি)	সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত সচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
০৩.	অতিরিক্ত সচিব/উইং প্রধান (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
০৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)	সদস্য
০৫.	মহাপরিচালক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (নিপোর্ট)	সদস্য
০৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	সদস্য
০৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
০৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), ৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), অর্থ বিভাগ	সদস্য
২৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য

২৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৩১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৩২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৩.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
৩৪.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৫.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৬.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), শ্রম মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৭.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)	সদস্য
৩৮.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), জাতীয় রারাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	সদস্য
৩৯.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৪০.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪১.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪২.	প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৪৩.	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)	সদস্য
৪৪.	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব স্টাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪৫.	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	সদস্য
৪৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	
৪৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার্স ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	সদস্য
৪৮.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ	সদস্য
৪৯.	সদস্য-সচিব, জরিপ/শুমারি প্রস্তাব পরীক্ষা, অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, বিবিএস	সদস্য
৫০.	অতিরিক্ত সচিব/ উইং-প্রধান (প্রশাসন উইং), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা;

(খ) জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন সূচকের বিপরীতে বাংলাদেশের সাফল্যগুলো তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা;

(গ) কমিটি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এবং আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং-এর জন্য সরবরাহকৃত সূচকসমূহের জন্য মানসম্মত, হালনাগাদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা চিহ্নিতকরণ ও সূচকভিত্তিক ম্যাপিং/সুনির্দিষ্টকরণসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও সুপারিশ করবে;

(ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিপোর্টিং সূচকসমূহের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকারী সংস্থার দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে ব্যবহারবান্ধব উপযোগী করে প্রকাশ ও হালনাগদ নিশ্চিতকরণ এবং একই সাথে তা বিবিএস-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

(ঙ) বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সূচকের জন্য মানসম্মত, হালনাগাদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহে যথাযথ মান নিশ্চিতকল্পে ধারনা, সংজ্ঞা ও পদ্ধতি প্রমিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং তথ্য-উপাত্ত সত্যকরণে (Authentication) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে;

(চ) অফিসিয়াল পরিসংখ্যান প্রণয়নে দ্বৈততা পরিহার, যথাসম্ভব বিভাজিত (Disaggregated) পর্যায়ে পরিসংখ্যান প্রস্তুত, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(ছ) অফিসিয়াল পরিসংখ্যান বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক কারিগরী কমিটি গঠন করে পর্যাপ্ত পর্যালোচনাপূর্বক তার আলোকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

(জ) পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র (এনএসডিএস) অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে 'পরিসংখ্যান সেল' গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(ঝ) কমিটি প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার সভা অনুষ্ঠান করবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং-এর জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ বি এম জাকির হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

৪.৪. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/১৬ মে ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন:**

(১)	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
(২)	বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৩)	জেলা প্রশাসক (সকল)	:	সদস্য
(৪)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন-এর প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৫)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য

(১৫৯১৯)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(৬)	প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (যেমন- প্রতিবন্ধী সংগঠন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী)-এর প্রতিনিধি, ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৭)	পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়	:	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে, এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন;

(৩) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে মাসিক সভা আহবান এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক-কে অবহিতকরণ;

(৪) জেলা পর্যায়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক জেলা এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান;

(৫) এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধন, বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও পরিবীক্ষণ ;

(৬) বিভাগের আওতাধীন সকল এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ; ও

(৭) এসডিজি বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণের আয়োজন ও সমন্বয় সাধন;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪.৫. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত জেলা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www. cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১৬ মে ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত জেলা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন:**

(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল)	:	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
(৩)	চেয়ারম্যান, জেলাপরিষদ এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	জেলা পর্যায়ের পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৫)	জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৬)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	:	সদস্য
(৭)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(৮)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন-এর প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য

(১৫৯২১)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(৯) প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (যেমন- প্রতিবন্ধী সংগঠন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী)-এর প্রতিনিধি, ১ (এক) জন পুরুষ ও ১(এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) : সদস্য

(১০) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রেসক্লাব : সদস্য

(১১) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় : সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে, এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় জেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(৩) জেলা পর্যায়ে এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধন, মনিটরিং ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(৪) উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক উপজেলা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান;

(৫) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণ;

(৬) এসডিজি বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য জেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন; ও

(৭) বিবিধ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

৪.৫. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত জেলা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/১৬ মে ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১৪৬—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত উপজেলা কমিটি'** নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) **কমিটির গঠন :**

(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য	:	প্রধান উপদেষ্টা
(২)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	উপদেষ্টা
(৩)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
(৪)	উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়-এর প্রধানগণ	:	সদস্য
(৫)	মেয়র/প্রতিনিধি, পৌরসভা (সকল)	:	সদস্য
(৬)	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সদস্য
(৭)	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সদস্য
(৮)	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	:	সদস্য

(১৫৯২৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(৯)	এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১০)	ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন-এর প্রতিনিধি, ২ (দুই) জন পুরুষ ও ২ (দুই) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১১)	প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (যেমন- প্রতিবন্ধী সংগঠন ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী)-এর প্রতিনিধি, ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
(১২)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	:	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও স্থানীয়করণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ;

(২) উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয়, ও পরিবীক্ষণ;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে এনজিওসমূহের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধন, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

(৪) এসডিজি অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিতকরণ;

(৫) এসডিজি বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণ, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য সভা, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ও

(৬) বিবিধ।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫৭১৬০০
e-mail: js_economic@cabinet.gov.bd

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-৫

আলোকচিত্রে এসডিজি স্থানীয়করণ

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে ৩৯+১ এসডিজি স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচকসমূহ প্রমিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার খন্ড চিত্র

চিত্র: জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

চিত্র: জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস

চিত্র: জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ

চিত্র: জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ

চিত্রঃ জাতীয় কর্মশালায় আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

চিত্রঃ জাতীয় কর্মশালায় আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

৫.২ বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালাসমূহের খন্ড চিত্র:

চিত্র: ঢাকা বিভাগের কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি

চিত্র: খুলনা বিভাগের কর্মশালায় উপস্থিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
জনাব নজিবুর রহমানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: সিলেট বিভাগের কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের তৎকালীন মহাপরিচালক এবং বিপিএটিসি'র বর্তমান রেক্টর জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন

চিত্র: চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মশালায় উপস্থিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: সিলেট বিভাগের কর্মশালায় নিজ গ্রুপের পক্ষে একজন অংশগ্রহণকারী উপস্থাপনা প্রদান করছেন

চিত্র: সিলেট বিভাগের কর্মশালায় জিআইইউ কর্তৃক ফেসিলিটেশন

৫.৩ জেলা পর্যায়ের কর্মশালাসমূহের খণ্ড চিত্র:

চিত্র: সুনামগঞ্জ জেলার কর্মশালায় উপস্থিত গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের তৎকালীন মহাপরিচালক এবং বিপিএটিসি'র বর্তমান রেক্টর জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: হবিগঞ্জ জেলার কর্মশালায় জুম মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ

চিত্র: ময়মনসিংহ জেলার কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন তৎকালীন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

চিত্র: মুন্সীগঞ্জ জেলার কর্মশালা পরিচালনা করছেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার

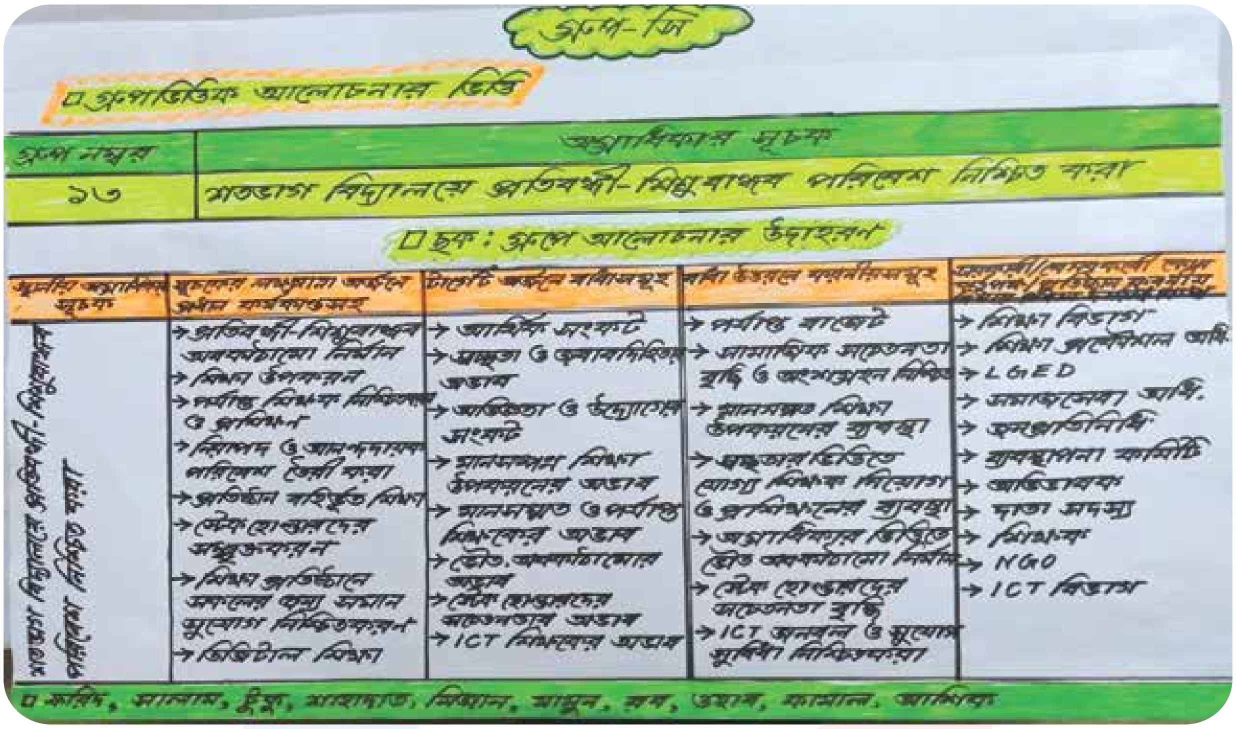

চিত্র: কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক কাজের নমুনা

চিত্র: কর্মশালার গ্রুপভিত্তিক কাজের নমুনা

চিত্র: নাটোর জেলার কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র: জেলা কর্মশালা ফেসিলিটেশনের নমুনা

চিত্র: কর্মশালাসমূহে গ্রুপভিত্তিক আসনবিন্যাসের নমুনা

চিত্র: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

৫.৪ উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালাসমূহের খণ্ড চিত্র

চিত্র: কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব রাজীবুল ইসলাম খান

চিত্র: কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলা কর্মশালার বর্ণিল আয়োজন

চিত্র: পাবনার বেড়া উপজেলার কর্মশালায় উপস্থিত তৎকালীন জেলা প্রশাসক
জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র: উপজেলা কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

চিত্র: মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র: উপজেলা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের গ্রুপ ওয়ার্কের নমুনা

চিত্র: উপজেলা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের গ্রুপ ওয়ার্কের নমুনা (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)

চিত্র: উপজেলা কর্মশালায় গ্রুপ উপস্থাপনার নমুনা (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)

চিত্র: হবিগঞ্জ সদর উপজেলার কর্মশালায় উপস্থিত তৎকালীন জেলা প্রশাসক
জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসানসহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র: `Knowledge Sharing on Action Research for SDGs Localisation in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়াসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটির চতুর্দশ সভায় উপস্থিত সভাপতি জনাব জুয়েনা আজিজ মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

চিত্র: জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির চতুর্থ সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎকালীন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সভাসদবৃন্দ।

চিত্র: এসডিজি স্থানীয়করণ বিষয়ক কনসালটেশন ওয়ার্কশপে উপস্থিত জনাব জুয়েনা আজিজ মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

চিত্রঃ জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটির ত্রয়োদশ সভায় উপস্থিত সভাপতি জনাব ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি, সচিব, পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

চিত্রঃ `Knowledge Sharing on Action Research for SDGs Localisation in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত তৎকালীন মহাপরিচালক, জিআইইউ ও বর্তমান রেক্টর, বিপিএটিসি জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: তৎকালীন মহাপরিচালক, জিআইইউ ও বর্তমান রেক্টর, বিপিএটিসি জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন-এর সাথে `Action Research for SDGs Localisation in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (ব্যাচ ১ ও ২)

চিত্র: `Action Research for SDGs Localisation in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (ব্যাচ ৩ ও ৪)

চিত্র: সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ এসডিজি ওয়ার্কিং টিম-এর সদস্যবৃন্দ

চিত্র: 'এসডিজি স্থানীয়করণ: বাংলাদেশ মডেল' প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

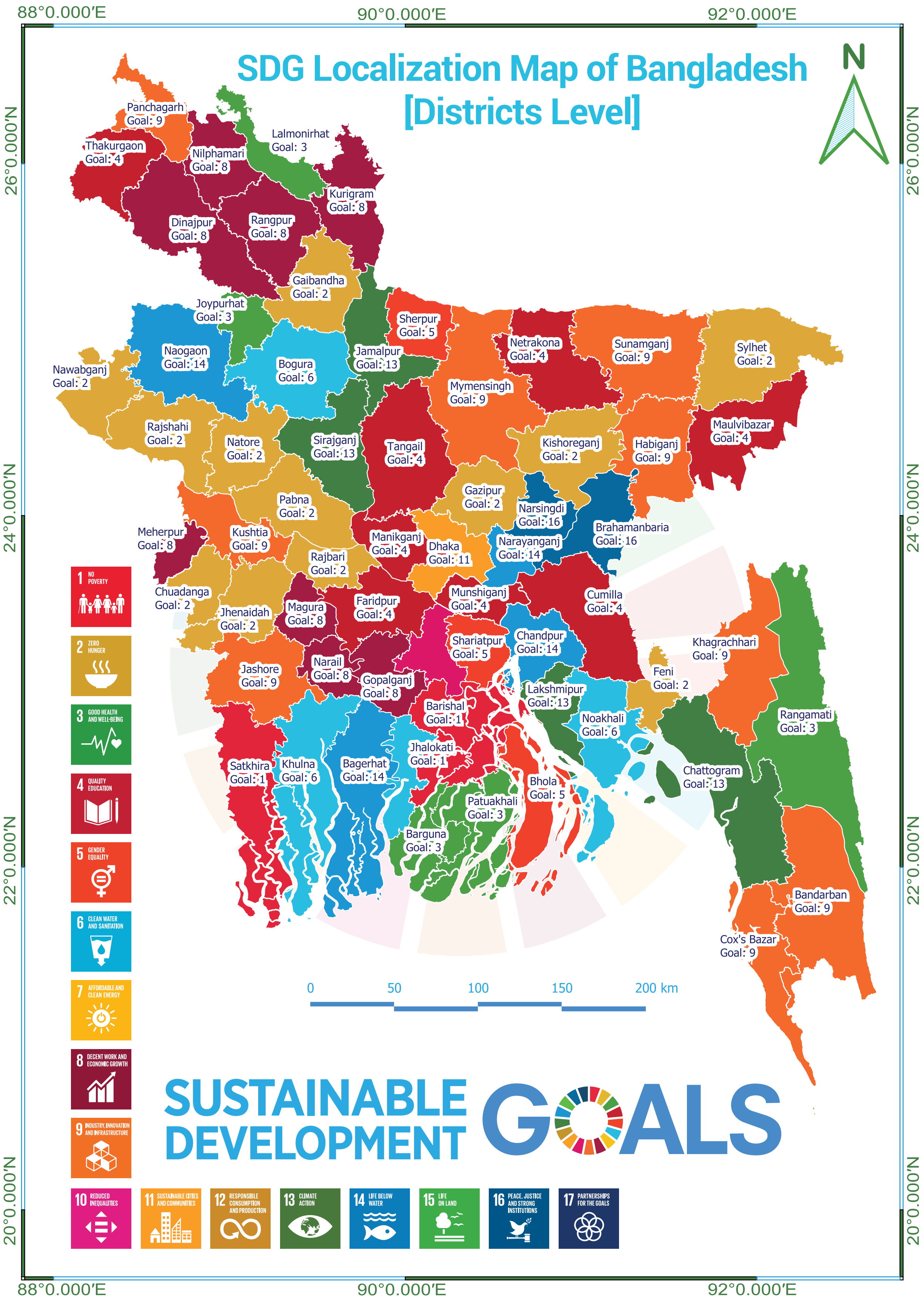

Map prepared by : Mr. Md. Abdul Aziz Bhuiyan, Senior Assistant Secretary, Department of Land Records and Surveys, Ministry of Land

জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক
এসডিজি অগ্রাধিকার সূচক

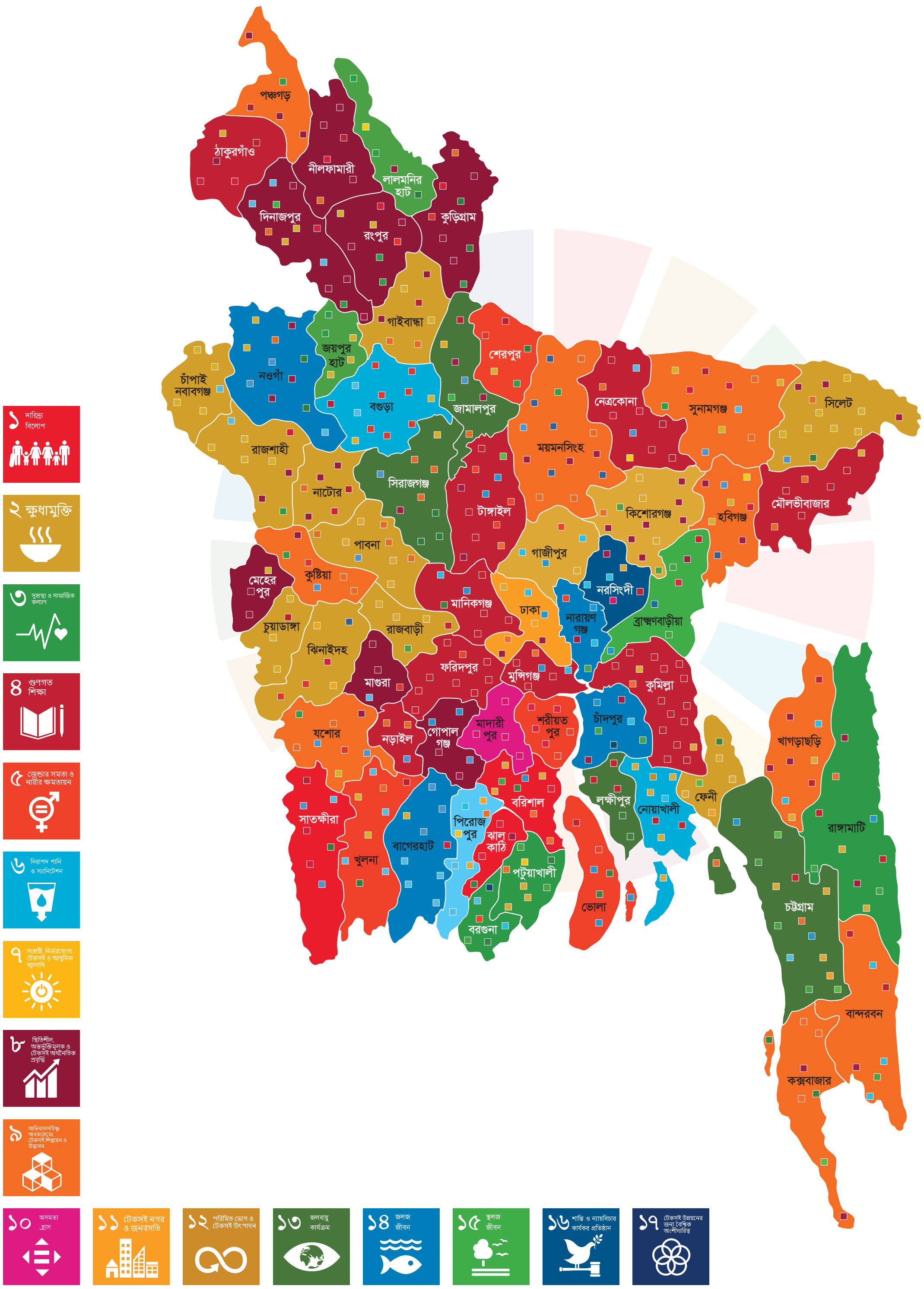

মানচিত্র প্রস্তুতকারক: হেরিটেজ প্রিন্টার্স, ১১০, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

References:

GED. (2018a). Journey with SDGs: Bangladesh is Marching Forward. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GED. (2018b). Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective. Dhaka: General Economics Division.

(GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB). Available at: http://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal GED. (2018c). National Action Plan of Ministries and Divisions by Targets in the Implementation of Sustainable Development Goals. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GED. (2018d). Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GED. (2018e). Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation Review. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GED. (2022). Synthesis Report on Second National Conference on SDGs Implementation Review. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GED. (2022b). Revised Mapping of Ministries/Divisions and Custodian / Partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh. Dhaka: General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of Bangladesh (GoB).

GoB. (2019). Bangladesh on a Pathway to Prosperity: Time is Ours, Time for Bangladesh. Budget Speech 2019-20. Dhaka: Ministry of Finance (MoF), Government of Bangladesh (GoB).

Available at:https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/ b29661b6_927f_4012_9f83_5 ac47dbd6ebd/Budget%20Speech%202019 20% 20 English %20 Fina l% 20 Print.pdf [accessed: 10 August 2019].

Guarini, E., Mori, E. and Zuffada, E.(2022). Localizing the Sustainable Development Goals: a managerial perspective. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(5), pp.583-601.

Jönsson, K. and Bexell, M. (2021). Localizing the sustainable development goals: The case of Tanzania. Development Policy Review, 39(2), pp.181-196.

Oosterhof, P.D. (2018). Localizing the sustainable development goals to accelerate implementation of the 2030 agenda for sustainable development.

Patole, M. (2018). Localization of SDGs through disaggregation of KPIs. Economies, 6(1), p.15.

UN. (2019). Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/71/313—E/ CN.3/2019/2. New York: United Nations (UN). Available at: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf [accessed: 15 April 2019].

পিকেএসএফ (২০২১), ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯ পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড, ঢাকা: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
www.giupmo.gov.bd